উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,১২৩.৮৩ (-১২৫.৫৬)
নিফটি : ২২,৬০০.০০ (-৮৭.৬৫)

চোরবাগানে 'হিউম্যান এরর' ১২

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন

অরুণাচলে চিনের সঙ্গে সংঘাত জারি ১২

বৃষ্টিতে ভিজবে হেমন্ত, বাতাসে শীতের ছোঁয়া ১০

শিলিগুড়ি ৬ কার্তিক ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 24 October 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 154

পুজোয় আর টানা ছুটি নয় হাসপাতালে

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : ৭৯ বছরের রীতিতে ছেদ। বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের দাবি তেমনই। সামনের বছর থেকে পুজোয় টানা ছুটি বন্ধ হাসপাতালে। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত শুধু মোট কর্মীসংখ্যার অর্ধেক উপস্থিত থাকবেন হাসপাতালে। তাঁদের জন্য তৈরি হবে রোস্টার। কিন্তু চিকিৎসক ও নার্সদের সেই বালাই নেই। তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী রোজ হাসপাতালে উপস্থিত থাকতে হবে। আগে থেকে কোনও ছুটির ঠিক থাকবে না তাঁদের।

কলকাতার চোরবাগানে মণ্ডপে দুর্ঘটনায় ১৯ জনের মৃত্যুর পর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজরে আসে অনেক সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি কম, চিকিৎসায় ঘাটতি অনেক। ফলে চিকিৎসায় সমস্যা হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের বহু বছরের। ছুটিছাটার দিনে কেউ কোনও রোগে কাবু হয়ে পড়লে বা দুর্ঘটনায় পড়লে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের সেই দুর্ভোগ এবার নজরে এল শারদ্বতের। এর প্রতিকারে শুক্রবার তিনি জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন স্বাস্থ্য ভবনে।

কড়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী, দিনে তিনবার সাফাই

বৈঠকের আগেই তাঁর মুখে ছিল অনেক বিস্ফোরক মন্তব্য। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'কাজ করানোর জন্য যদি নির্দেশিকা দিতে হয়, তাহলে সেটা তো লজ্জাজনক ব্যাপার। আপনি চাকরি করছেন তো কাজ করার জন্যই। স্বাস্থ্য দপ্তর হল আপৎকালীন দপ্তর। আমাদের পুজো নেই, ইদ নেই, বড়দিন-ছোটদিন নেই। আমাদের ২৪ ঘণ্টা সাতদিনই কাজ। জনগণের রাজস্বে আমাদের পরিষেবা চলে। আমাদের তাই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।'

দুর্গাপুজোর সময় লম্বা ছুটির রেওয়াজের বিরোধী তিনি। তাঁর মতে, স্বাধীনতার পর থেকে গত ৭৯ বছরে অঘোষিত রেওয়াজ ছিল, ষষ্ঠী মানেই পুজো পুজো ভাব। ছুটির মেজাজ চলে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত। স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠকের পর শারদ্বত শুক্রবার বলেন, আগামী বছর থেকে এই রীতি-রেওয়াজ বন্ধ। ষষ্ঠী থেকে লক্ষ্মীপুজো স্বাস্থ্য দপ্তরে আর ছুটি চলবে না। শুধু তাই নয়, এবছর যাঁদের লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত ছুটি নেওয়া ছিল, তাঁদের শুক্রবারই কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

মন্ত্রীর নির্দেশিকার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে চিকিৎসকদের একাংশ। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের সভাপতি কৌশিক চাকি বলেন, 'চিকিৎসকের পেশাগত দায়বদ্ধতা অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই অজুহাতে তাঁকে ২৪ ঘণ্টা, ৭ দিন কাজ করতে বাধ্য করা যায় না। চিকিৎসকের বিশ্রাম প্রয়োজন।

এরপর দশের পাতায়

এসো মা লক্ষ্মী...

রাত পোহালেই কোজাগরি লক্ষ্মীপূর্ণিমা। তার আগে লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন গৃহকর্তা। কলকাতায় শুক্রবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

অবাধে বিক্রি হচ্ছে চিনা রসুন

কাঁকরভিটা থেকে পানিট্যাঙ্কি হয়ে শিলিগুড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও শিলিগুড়িতে চিনা রসুনের কেনাবেচা থামার কোনও লক্ষণই নেই। অভিযোগ, এই রসুনে অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। ফলে তা মানব শরীরের পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক। অভিযোগ, শিলিগুড়িকে ট্রানজিট পয়েন্ট করে এই রসুন উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবকিছু প্রকাশ্যে চললেও এ নিয়ে বিশেষ কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না।

পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'এ ব্যাপারটা আমাদের হাতে নেই। গোটা বিষয়টি কাস্টমসের আওতায় রয়েছে।' উত্তরবঙ্গের এক কৃষি আধিকারিকের বক্তব্য, 'এই বিষয়টা মূলত খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর দেখে থাকে।' এতেই পরিষ্কার যে, কোন দপ্তর সরাসরি নজরদারির দায় নেবে, তা স্পষ্ট নয়। শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সেক্রেটারি শ্যামল মাঝিকে প্রশ্ন করা হলে তিনিও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এই রসুন পাচারে যুক্ত একজন অবশ্য হাসছেন, 'সবাই আমাদের হাতেই রয়েছে। তাই এই রসুন নির্বিঘ্নে পাচার করতে কোনও সমস্যাই নেই।'

বছর দেড়েক আগে শুল্ক দপ্তরের অভিযানে রেগুলেটেড মার্কেট এলাকার একের পর এক গদিতে তল্লাশি চালিয়ে চিনা রসুন উদ্ধার হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এই রসুনবোঝাই একাধিক ছোট পণ্যবাহী গাড়ি। সময়ের সঙ্গে শুল্ক দপ্তরের সক্রিয়তা কমেছে বলে অভিযোগ। এখন দাপিয়ে চলছে চিনা রসুনের পাচার। আগের অভিযানের পরও কীভাবে একই রুটে ফের পাচার শুরু হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ২০০৫ সালে চিনা রসুনে ক্ষতিকর ছত্রাকের উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ার পর আমদানি বন্ধ করা হয়েছিল। পাশাপাশি, এই রসুনে অতিরিক্ত পরিমাণে কীটনাশক ও রাসায়নিক ব্যবহারের বিষয়টিও সামনে আসে।

এই রসুন মূলত আসে কাঁকরভিটা থেকে। চিনের বিভিন্ন এলাকায় উৎপাদিত এই রসুন কাঁকরভিটা থেকে পানিট্যাঙ্কি হয়ে ভারত-নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছায় এপারে। সীমান্ত পেরিয়ে আসার পর বস্তাগুলিতে কেন পরীক্ষা হয় না, সেই প্রশ্ন উঠছে। পাচারের প্রতিটি

পাশাপাশি দুই প্রজাতির রসুন বিকোচ্ছে শিলিগুড়িতে।

ধাপেই রয়েছে একাধিক প্রশ্ন। প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগও উঠছে। ভারতে নিষিদ্ধ এই রসুন পাচারের সুবিধার জন্য ৫০ কেজির বস্তায় ভরা হয়।

এরপর দশের পাতায়

কমিশনের অন্দরে বেনজির যুদ্ধ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : এসআইআর বিতর্কে এমনিতেই উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। তার মধ্যে প্রকাশ্যে এল নির্বাচন কমিশনের অন্দরের বেনজির গৃহযুদ্ধ। সিনিয়ার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার মণীশ গর্গের বিরুদ্ধে 'স্বেচ্ছাচারিতা' এবং 'অসদাচরণের' মারাত্মক অভিযোগে সরাসরি ক্যাবিনেট সচিব টিভি সোমনাথনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সান্ধু এবং বিবেক যোশি।

সাংবিধানিক সংস্থার স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করার দায় এড়াতে সেই অভিযোগপত্র মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ দপ্তরের কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছিল কেন্দ্র। অবসরপ্রাপ্ত কমোডোর লোকেশ বাত্রার দায়ের করা তথ্যের অধিকার (আরটিআই) মামলার দৌলতে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষস্তরের এই টানাপোড়েন এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

গত ৩ অগাস্ট ক্যাবিনেট সচিবালয় একটি নোটে স্পষ্ট মন্তব্য করে যে, কমিশনারদের চিঠিগুলি তাঁদের 'ব্যক্তিগত মতামত।' নির্বাচন কমিশনের মতো স্বাধীন সংস্থার অন্দরের বিবাদে সরকার সরাসরি নাক গলালে তা 'স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই গত ৫ অগাস্ট নিছক প্রাপ্তিস্বীকারের বার্তা পাঠিয়ে মণীশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক

আরটিআই-এ ফাঁস

পদক্ষেপের বিষয়টি আপাতত কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ দপ্তরের ফাইলে বন্দি রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

কিন্তু কী এমন করেছেন ওই আধিকারিক? যার জন্য দুই নির্বাচন কমিশনার তাঁর ওপর এমন খড়্গহস্ত এবং তাঁর অপসারণ চান। কমিশন সূত্রের খবর, গর্গের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ একনায়কতন্ত্রের। কমিশনের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই তিনি অন্যান্য সিনিয়ার নির্বাচনি আধিকারিক এবং ডিরেক্টর জেনারেলদের দায়িত্ব বণ্টন করেছেন। শুধু তাই নয়, এই নির্দেশের অনেকগুলি দেওয়া হয়েছে স্রেফ মুখে মুখে।

এরপর দশের পাতায়

একজন যাত্রী নিয়েও ছুটবে জয়রাইড

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে চলেছে খেলনাগাড়ি। গন্তব্য মহানদী। সেখানে প্রকৃতির কোলে কিছুক্ষণ কাটিয়ে কার্সিয়াংয়ে ফেরা। দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি এবার কার্সিয়াংকেও খেলনাগাড়ির সফরে পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে চাইছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষ। সেই লক্ষ্যে পুজোর মরশুমে কার্সিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত 'রেড পান্ডা' ও 'মুক্তধারা' নামে দুটি পৃথক রাউন্ড ট্রিপ জয়রাইড চালু করা হয়েছে। তবে এবার শুধু উৎসবের সময় পর্যটকদের সাড়া পাওয়া লক্ষ্য নয়, বছরভর পরিষেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। এমনকি, একটি মাত্র টিকিট বিক্রি হলেও ট্রেন চালানো হবে। লাভ-ক্ষতির হিসেবকে আপাতত গুরুত্ব দিতে নারাজ কর্তৃপক্ষ।

ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বললেন, 'কার্সিয়াং-মহানদী রুটেও জয়রাইড পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে। তাই শুরুর দিকে একজন পর্যটকের জন্যও ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।' যাত্রীসংখ্যা কমে যাওয়ায় পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এবার সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্থায়ীভাবে এই রুটে ট্রেন চালাতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। প্রয়োজনে এক

স্টেশন থেকে ছেড়ে যাচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিনচালিত টয়ট্রেন 'মুক্তধারা'।

অতীতে বিভিন্ন সময়ে কার্সিয়াং থেকে একাধিক জয়রাইড চালু করেছে ডিএইচআর। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পর সেগুলির পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের সাড়া মিললেও পরে থেকে দেড় বছর মোটা অঙ্কের ভরতুকি দিয়ে পরিষেবা চালু রাখা হবে। এই সময়ের মধ্যে কার্সিয়াং-মহানদী রুট পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী রেল।

এরপর দশের পাতায়

ফাঁস হতে পারে ব্যক্তিগত তথ্য

গোপন কথাটি রবে না গোপনে ...

- কৃত্রিম মেধার মানুষের মতো কথা বলার ক্ষমতা থাকলেও তার নিজস্ব বিবেক বা নৈতিক দায়িত্ববোধ নেই
- এআই-এর সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত কথোপকথন গোপন থাকবে, এমন গ্যারান্টি দুনিয়ার কেউ দিতে পারে না

নিউ ইয়র্ক, ২৩ অক্টোবর : হোমটাস্ক করা থেকে শুরু করে কোডিং লেখা- আধুনিক প্রজন্মের কাছে কৃত্রিম মেধা বা এআই এখন দৈনন্দিন জীবনের একেবারে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শুধু কাজের জগতে নয়, অনেকের কাছে চ্যাটবটগুলো হয়ে উঠেছে পরম বন্ধু। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, মানসিক অবসাদ কিংবা কেরিয়ারের দুশ্চিন্তা- মনের যত গোপন কথা, অনেকে অনায়াসে শেয়ার করে ফেলেন এআই-এর সঙ্গে। কিন্তু এখানেই উঠছে বিরাট প্রশ্ন। যে যন্ত্রের নিজস্ব কোনও বিবেক, আবেগ বা অনুভূতি নেই, তার কাছে আপনার চরম গোপন কথাগুলো আদৌ কতটা সুরক্ষিত?

আজকের দিনের অত্যাধুনিক এআই সিস্টেমগুলো মানুষের মতো নিখুঁতভাবে সহমর্মিতা দেখানোর ভান করতে পারে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তাদের নিজস্ব কোনও অনুভূতি নেই। তারা শুধু তাদের শেখানো নিয়ম আর জটিল অ্যালগরিদম মেনে ভালো-মন্দের তফাত করতে পারে। ঠিক এই জায়গাতেই তৈরি হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপত্তি। চ্যাটবটে লেখা আপনার কোনও ব্যক্তিগত কথা যদি এআই-এর সেফটি বা সুরক্ষা সিস্টেমের নজরে আপত্তিকর অথবা ক্ষতিকারক বলে মনে হয়, তবে তা আর গোপন থাকে না। সরাসরি তা চলে যেতে পারে তৃতীয় পক্ষের হাতে।

এআই প্রস্তুতকারী শীর্ষ সংস্থা ওপেনএআই স্পষ্ট জানিয়েছে, তাদের সিস্টেমে ক্লাসিফায়ার এবং রিজনিং মডেলের মতো প্রযুক্তি রয়েছে, যা যে কোনও ক্ষতিকর কথাবার্তা দ্রুত চিহ্নিত করতে পারে। এরপর মানুষের দ্বারা তা যাচাই করা হয় এবং পরিস্থিতি যদি সত্যিই গুরুতর মনে হয়, তবে সরাসরি পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে খবর দেওয়া হয়। এটা শুধু কথার কথা নয়, সম্প্রতি ফ্লোরিডার এক মহিলার ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই ঘটেছে। ওই মহিলা অ্যানথ্রপিক-এর এআই চ্যাটবট 'ক্লড'-কে নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরি হিসেবে ব্যবহার করতেন।

এরপর দশের পাতায়

Krishna's®
HERBAL & AYURVEDA
আপনার থাইরয়েডের প্রয়োজন সঠিক যত্ন ও ভারসাম্য।
শুরু করুন
THYRO BALANCE Juice
লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা
Krishna's
HERBAL & AYURVEDA
THYRO BALANCE
थायरो बैलेन्स
RICH SOURCE OF VITAMINS, MINERALS & FIBER
HELPS IN DETOXIFICATION
Juice
1000 ml (33.814 fl oz)
২৪টি ঔষধির অনন্য সংমিশ্রণ, যেমন—
দূর্বা
থাইরয়েডের ফোলা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
শতাবরী
হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে ও শক্তি জোগাতে সহায়ক।
জটামান্সী
মানসিক প্রশান্তি ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
মণ্ডুকপর্ণী
মনোযোগ ও মানসিক সজাগতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।
হোম ডেলিভারি পেতে QR কোড স্ক্যান করুন।
নিয়মিত সেবনে
৬ মাসে উন্নত ফলাফল
সমস্ত আয়ুর্বেদিক ও মেডিকেল স্টোর এবং আমাদের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
krishnaayurved.com
যোগাযোগ - 02913529700
WhatsApp-এ যোগাযোগ করতে QR কোড স্ক্যান করুন।
9929561904
Flipkart Explore Plus
amazon
blinkit
netmeds.com India Ki Pharmacy
zepto
TATA 1mg
ব্যবহারিক পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Suman Chowdhury-8918003567
Avijit Saha-8972386022

mani
IQ city Medical College Hospital
IQ CITY MEDICAL COLLEGE HOSPITAL DURGAPUR

IQ CITY KNOWLEDGE & HEALTH CAMPUS DURGAPUR

সবচেয়ে সেরা চিকিৎসা খরচ সবার সাধ্যের মধ্যে

IQ City Medical College Hospital-এর অনন্য উদ্যোগ।
মণি গ্রুপ ট্রাস্টস-এর সহায়তায় এবার
কম খরচে পাওয়া যাবে অত্যাধুনিক চিকিৎসার সুবিধা।

অভিজ্ঞ ডাক্তার ও সিনিয়র প্রফেসররা
প্রতিটি রোগীর সমস্যা যাচাই করে
সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা কী হবে, তা ঠিক করবেন।

কয়েকটি চিকিৎসার খরচের নমুনা

প্রসূতি ও স্ত্রীরোগবিদ্যা

ল্যাপারোস্কোপিক হিস্টেরেক্টমি	₹১৫,০০০
সিজারিয়ান ডেলিভারি	₹৮,০০০
ল্যাপারোস্কোপিক্যালি অ্যাসিস্টেড ভ্যাজাইনাল হিস্টেরেক্টমি	₹১৫,০০০
সিজারিয়ান হিস্টেরেক্টমি	₹১৫,০০০

অর্থোপেডিক্স

স্মল বোন ORIF	₹৭,০০০ + ইমপ্লান্টস
লং বোন মেটাফিসিয়াল ফ্র্যাকচার ORIF	₹১৬,০০০ + ইমপ্লান্টস
ফ্র্যাকচার - একক হাড় - ফোরআর্ম ORIF - প্লেটিং / নেলিং / DCP / LCP	₹৮,০০০ + ইমপ্লান্টস
সিমেন্টেড টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট	₹৩৫,০০০ + ইমপ্লান্টস
অ্যাসিটাবুলাম ফ্র্যাকচার সার্জারি	₹২৬,০০০ + ইমপ্লান্টস
এলবো ফ্র্যাকচার সার্জারি	₹৭,০০০ + ইমপ্লান্টস
স্ক্রু ফিক্সেশন সহ হিপ ফ্র্যাকচার সার্জারি	₹১২,০০০ + ইমপ্লান্টস
হিপ জয়েন্ট ডিসলোকেশনের ক্লোজড রিডাকশন	₹৭,০০০ + ইমপ্লান্টস
হিপ জয়েন্ট ডিসলোকেশনের ওপেন রিডাকশন	₹১৭,০০০ + ইমপ্লান্টস
ক্ষুদ্র জয়েন্টের ফ্র্যাকচার / ডিসলোকেশন সার্জারি	₹৬,০০০ + ইমপ্লান্টস

জেনারেল সার্জারি

ইনগুইনাল গ্রোইন হার্নিয়া রিপেয়ার	₹১০,৪০০ + মেশ
ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেক্টমি	₹১১,০০০
ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাপেন্ডেক্টমি	₹১০,০০০
বেনাইন ব্রেস্ট লাম্প এক্সিশন	₹৭,০০০
হাইড্রোসিল অপারেশন - একপাশের	₹৫,০০০
ফিশার ইন অ্যানোর চিকিৎসা	₹৬,০০০
হেমোরয়েড সার্জারি	₹৭,০০০
অ্যাপেন্ডিসাইটিস সার্জারি	₹৮,০০০

রেডিওলজি

এমআরআই ব্রেন	₹২,২০০
সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন (প্লেইন)	₹১,১০০
ইউএসজি হোল অ্যাবডোমেন	₹১৪০

ইএনটি

মাইরিঙ্গোটমি, গ্রমেট সহ বা ছাড়া - জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া - একপাশের	₹১১,০০০
মাইরিঙ্গোটমি, গ্রমেট সহ বা ছাড়া - জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া - উভয় পাশের	₹১২,০০০
টিম্পানোপ্লাস্টি (GA/LA অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে এবং সেই অনুযায়ী মূল্য ঠিক করা হবে)	₹৯,০০০
টনসিলেকটমি - একপাশের / উভয় পাশের	₹১০,০০০
টোটাল প্যারোটিডেকটমি	₹১৬,০০০
থাইরোগ্লোসাল সিস্ট এক্সিশন	₹১৬,০০০
পিন্না টিউমার সার্জারি	₹১২,০০০
স্ট্যাপেডেক্টমি	₹১০,০০০ + ইমপ্লান্ট
কানের পর্দার সার্জারি	₹১০,০০০
নেজাল বোন ফ্র্যাকচার সার্জারি	₹১১,০০০
অ্যাডিনয়েড রিমুভাল সার্জারি	₹৮,০০০
ফরেন বডি রিমুভাল - জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া	₹৭,০০০

অপথ্যালমোলজি

ইক্ট্রোপিয়ন কারেকশন	₹৩,৮০০
প্টেরিজিয়াম + কনজাংটিভাল অটোগ্রাফট	₹৬,৫০০
ফ্যাকোইমালসিফিকেশন উইথ ফোল্ডেবল হাইড্রোফোবিক অ্যাক্রিলিক আইওএল	₹২,৭০০ + লেন্স
ইমপ্লান্ট সহ এনিউক্লিয়েশন	₹৭,০০০
গ্লুকোমা সার্জারি	₹৮,০০০
চ্যালাজিয়ন রিমুভাল	₹১,২০০
ইন্ট্রাওকুলার লেন্স সহ ক্যাটারাক্ট সার্জারি	₹২,৫০০ + লেন্স

কার্ডিওলজি সিটিভিএস

করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (CAG)	₹৬,০০০
পিটিসিএ উইথ ডায়াগনস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাম	₹৩৯,৭০০ + স্টেন্ট
অফ-পাম্প করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং (CABG)	₹১,১৫,০০০
সিঙ্গেল চেম্বার পার্মানেন্ট পেসমেকার ইমপ্লান্টেশন	₹১৭,৩৫০ + ইমপ্লান্ট
ডাবল চেম্বার পার্মানেন্ট পেসমেকার ইমপ্লান্টেশন	₹২০,৬৫০ + ইমপ্লান্ট
অ্যাট্রিয়াল সেপটাল ডিফেক্ট (ASD) ডিভাইস ক্লোজার	₹২৬,২০০ + ইমপ্লান্ট
ইন্ট্রা-অর্টিক ব্যালুন পাম্প সহ করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি	₹১,৫০,০০০

আরও অনেক চিকিৎসা, অপারেশন ও পরীক্ষা এর আওতায় রয়েছে।

টাকার কারণে চিকিৎসা এড়িয়ে যাবেন না।
কথা বলুন IQ City-র সঙ্গে।

এর কোনও ঝামেলা নেই, কোনও লুকোনো শর্ত নেই।

মণি গ্রুপ ট্রাস্টস-এর প্রয়াস

আইকিউ সিটি রোড দুর্গাপুর ৭১৩২০৬ পশ্চিমবঙ্গ

ফোন করুন ৮১৭০০ ০৯৫৫৫ | ৮১৭০০ ০৯৪৯৯

চিকিৎসার সব খরচ জানতে স্ক্যান করুন

প্রতিমা বিসর্জনের পর সাফাই হয়নি ইসলামপুরের ব্লকপাড়ার পুকুর।

পুজো শেষেও রাস্তা আটকে তোরণ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৩ অক্টোবর : অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে স্কুটি ধরে কাঁপছিলেন ইসলামপুর শহরের থানা কলোনির বাসিন্দা শিশির ঘোষ। উলটো দিক থেকে আসা টোটো এবং ভুটভুটিকে পাশ কাটাতে গিয়ে রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকা পুজোর তোরণের কাঠামো দুর্ঘটনার কারণ হতে বসেছিল। 'শহরে আইনের শাসন বলে কি কিছু নেই', প্রশ্ন তুলে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিলেন পেশায় ব্যবসায়ী শিশির। পুজো শেষের পরেও রাস্তায় কী করে তোরণের বড় বড় কাঠামো রয়েছে, সেই প্রশ্ন তাঁর মতো আরও অনেকের। বিসর্জনের পর ব্লকপাড়ার পুকুরে কী করে কাঠামো সহ অন্যান্য সামগ্রী রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নিউটাউন রোড দখল করে পুজোকে কেন্দ্র করে গজিয়ে ওঠা দোকান এখনও চলছে। কেন পুরসভা পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়েই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে। যে পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন হয়েছে, তা রয়েছে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি দত্তের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে। জ্যোতি অবশ্য পুকুর ও মাঠ সাফাই সহ তোরণ খুলতে ব্যর্থতার কথা অস্বীকার করেননি। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

নিউটাউন রোডে বিজ্ঞাপনী তোরণ এবং সরকারি জমি দখল করে দোকানপাট পুজোর ২০ দিন আগে থেকেই রয়েছে। যে কারণে পুজোর আগে থেকেই সমস্যায় সাধারণ মানুষ। পেশায় ব্যবসায়ী সুবীর মহন্ত বললেন, 'পুজোর ১৫ দিন আগে থেকে এই রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন তো পুজো শেষ, তারপরেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই কেন?' নিউ টাউন রোড থেকে হাইস্কুল মোড় পর্যন্ত যে রাস্তাটি রাজ্য সড়কে গিয়ে মিশেছে, সেই রাস্তাতেও বিজ্ঞাপনের কাঠামো ও তোরণ রয়েছে। একই পরিস্থিতি বাস টার্মিনাসের উলটো দিক দিয়ে থানা কলোনির দিকে চলে যাওয়া রাস্তায়। হাইস্কুল মোড় থেকে থানা কলোনিতে ঢোকার রাস্তার হালও তথৈবচ। চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন শীতলপুর রোড, যেটি ক্ষুদিরামপল্লি ও থানা কলোনির মাঝখান দিয়ে চলে যায়, গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তার অবস্থা আরও ভয়ংকর। একটি নার্সিংহোমের সামনে থেকে শুরু করে শান্তিনগর রেলগেট পর্যন্ত রাস্তা দখল করে তোরণের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি রেলগেট পার করে বিহার সীমান্ত পর্যন্ত শান্তিনগর রোডেও অগুনতি তোরণের কাঠামো।

প্রতিমা বিসর্জনের পুকুরের অবস্থা দেখিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিজয়া ভাওয়াল বললেন, 'কয়েকদিন পর

প্রশ্নের মুখে পুরসভার ভূমিকা

ইসলামপুর শহরে মূল রাস্তা দখল করে পুজোর তোরণের কাঠামো।

এই পুকুরেই ছটঘাট তৈরি হবে, অথচ পুরসভার কোনও তৎপরতা নেই।' প্রতিবছর একই অবস্থা হওয়ায় হতাশ কোর্ট মাঠে খেলতে যাওয়া তরুণরা।

নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক হিমাংশু সরকার বলেন, 'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতা আমরা বছরের পর বছর দেখে আসছি। সংবাদমাধ্যম চোখে আঙুল দিয়ে না দেখানো পর্যন্ত তাদের টনক নড়ে না, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের।' ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি বলেন, 'সমস্ত বিষয় আমাদের নজরে রয়েছে। কাজগুলো দ্রুততার সঙ্গে হওয়া উচিত ছিল, তা নিয়ে দ্বিমত নেই। তবে আমি নিজে এলাকা ঘুরে দেখেছি। যত শীঘ্র সম্ভব পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পদক্ষেপ করা হবে।'

মারধরে অভিযুক্তের জামিন, ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বর্ধমান রোডে প্রবীণ-সহ এক দম্পতিকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত থেকে জামিন পান। এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিদ্যাসাগর ক্লাব। ক্লাবের সদস্যদের প্রশ্ন, প্রবীণ ও মহিলাকে মারধর করে রক্তাক্ত করার পরও কীভাবে জামিন পেলেন অর্ক রায় নামে ওই তরুণ? ক্লাব সদস্য তথা ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলেন, 'ঘটনায় আরও চার-পাঁচজন যুক্ত ছিল। ওই তরুণকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে পুলিশকর্তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনায় অভিযুক্ত বাকিদের গ্রেপ্তার করতে পারতেন। কিন্তু তা করা হল না। চোখে চশমা পরা অবস্থাতেই ওই মহিলাকে শুধু ঘুসিই মারা হয়নি, শ্লীলতাহানি পর্যন্ত করা হয়েছে। এরপরও তিনি কীভাবে জামিন পান?' অন্যদিকে, জামিনের বিষয়টি আদালতের ওপর নির্ভরশীল বলে দাবি করেছেন পুলিশের এক কর্তা। তিনি বলেন, 'আমরা ওই তরুণকে পাকড়াও করে আদালতে পাঠিয়েছিলাম। এই ঘটনায় যুক্ত বাকিদের খোঁজা হচ্ছে।'

গত বুধবার সন্ধ্যায় বিসর্জন শেষে ফেরার সময় কয়েকজন মদ্যপ তরুণের অশ্রাব্য কথাবার্তার প্রতিবাদ করেন বিদ্যাসাগরপল্লির প্রবীণ বাসিন্দা অরূপ দত্ত। অভিযোগ, এরপরই ওই তরুণরা তাঁর ওপর চড়াও হন। পিছন দিক থেকে আসার সময় বিষয়টি নজরে আসে সুমনা দত্ত ও মৃদুল দত্তের। তাঁরা অরূপকে বাঁচাতে গেলে তাঁদের ওপরও হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। পিন্টু ঘোষ বলেন, 'ঘটনার খবর পেয়েই আমরা এলাকার সকলে সেখানে যাই। মেডিকেল রিপোর্ট করানোর পাশাপাশি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগপত্রের রিসিভ কপি দিতেও যথেষ্ট গড়িমসি করা হয়। আমরা চাই, ঘটনায় জড়িত অন্য অভিযুক্তদের দ্রুতই পাকড়াও করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

দুর্ঘটনায় সংঘর্ষ

চোপড়া, ২৩ অক্টোবর : চোপড়া থানার উদরাইল এলাকায় শুক্রবার বিকেলে মোটরবাইক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ দাসপাড়ার দিকে যাওয়ার পথে একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এরপর স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। ঘটনায় দুই তরুণ জখম হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।

প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : 'পিপল'স এগেইনস্ট এসআইআর'-এর ডাকে ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির তরফে কোর্ট মোড় এলাকায় শুক্রবার প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়। এদিন নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবি জানিয়ে এসআইআর বাতিল সহ নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার দাবি স্পষ্ট করা হয়।

পণ্ড একদিনের ভান্ডানিমেলা

সিপিএমের বুকস্টলে ভাঙচুর

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার রাতে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভান্ডানিমেলায় সিপিএমের বুকস্টল ভাঙচুরকে কেন্দ্র করে মেলাই ভন্ডুল হয়ে গেল। রাত বাড়তেই মেলায় ভিড় বাড়তে থাকে। তখনই কয়েকজন সিপিএমের বুকস্টলে ঢুকে বই লন্ডভন্ড করে দেয়। স্টলে থাকা চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ।

সিপিএম নেতৃত্ব অভিযোগ তুলেছে, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ভাঙচুর চালিয়েছে। দায় অস্বীকার করে বিজেপির পালটা দাবি, বামেদের স্টল থেকে মেলায় আসা মহিলাদের কটূক্তি করাতেই উত্তেজিত জনতা স্টলে ভাঙচুর চালিয়েছে। ইতিমধ্যেই দু'পক্ষ ডাউকিমারি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এই ঘটনার পর শুক্রবার মেলা চত্বরে নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অবশ্য সিপিএমের স্টলে কাউকে দেখা যায়নি। মেলায় আবার স্টল দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও সিপিএম নেতৃত্ব স্পষ্ট কিছু জানায়নি। তবে মেলায় রাত বাড়তেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। এদিকে বিজেপি নেতৃত্বও মেলা চত্বরে নিজেদের স্টল তৈরি করেছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের প্রার্থী নিরঞ্জন রায় অভিযোগ করেছেন, 'বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আচমকাই স্টলে ঢোকে এবং বইপত্র লন্ডভন্ড করে দেয়। চেয়ার-টেবিল ভেঙে দেয়। মেলায় আসা দর্শনার্থীরাই দুষ্কৃতীদের থামানোর চেষ্টা করেন। তবুও তারা মারমুখী হয়ে হামলা চালানোর চেষ্টা করে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

ভান্ডানিমেলায় সিপিএমের বুকস্টলে চেয়ার ভাঙচুর।

বিজেপির পশ্চিম মণ্ডলের সভাপতি পলাশ বসাক পালটা বলেন, 'মহিলাদের কটূক্তি করাতেই মেলায় ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা প্রতিবাদ করেছিল। সেখান থেকেই কেউ ওঁদের স্টলে হামলা চালাতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। অকারণে আমাদের দলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টাতেই ওঁরা মিথ্যা অভিযোগ করছেন। শুনেছি দর্শনার্থীদের একাংশ পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে।'

সিপিএম নেতাদের অভিযোগ, পুলিশকে জানানো হলেও তারা দেরিতে এসেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মেলা উপলক্ষ্যেই ওই চত্বরে পুলিশ নিরাপত্তায় মোতায়েন ছিল। ঝামেলা বুঝতে পেরে পুলিশ নিজে থেকেই স্টলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। তবে তদন্ত চলাকালীন পুলিশ এখনই প্রকাশ্যে কিছুই বলতে চায়নি।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার দুই দলের নেতা-কর্মীরা মেলায় যান। দলের জেলা নেতারা স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে চাননি কেউই।

নির্যাতনে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : উৎসবের আবহের মধ্যেই বধূ নির্যাতনের দুটি ঘটনা সামনে এল শহর শিলিগুড়িতে। বৃহস্পতিবার রাতে দায়ের হওয়া অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুই স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। ঘরে আটকে রেখে মারধরের অভিযোগে মেয়ের পরিবারের করা ফোনের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম সৌম্য সাহা। তিনি ভারতনগর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সৌম্যর সঙ্গে অভিযোগকারী তরুণীর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই বিবাহ হয়েছিল। যাবতীয় ঝামেলার সূত্রপাত হয় তরুণীর বাবার দেওয়া টাকা ঘিরে। তরুণী ওই টাকা জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে রাখলেও অভিযুক্ত স্বামী সেখান থেকে প্রায়ই টাকা তুলে নিতেন বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ করলেই সৌম্য মারধর করতেন বলে অভিযোগ। বেশ কিছুদিন ধরে ওই তরুণী নিজের বাপের বাড়িতে ছিলেন। বৃহস্পতিবার ওই তরুণী শ্বশুরবাড়িতে ফিরতেই তাঁকে ঘরে আটকে রেখে সৌম্য ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। এদিকে, তরুণীর পরিবারের সদস্যরাও ওই বাড়িতে যাওয়ার পর এমন পরিস্থিতি দেখে পুলিশে ফোন করেন। এরপর শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে মহিলা থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে সৌম্য গ্রেপ্তার হন।

প্রধাননগর থানা এলাকায় গ্রেপ্তার হওয়া স্বামীর নাম বিল্টু ব্যাপারী। তিনি দেবীডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিল্টুর বাড়ির পাশেই স্ত্রীর বোনের বাড়ি। সেখান থেকে মণ্ডপ ঘোরানোকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। একসময় ধারালো অস্ত্র নিয়ে স্বামী ওই তরুণীকে মারতে যান। সেই সময় ওই তরুণী সন্তানদের নিয়ে পালিয়ে যান। পরে ওই তরুণী সন্তানদের নিয়ে নিজের ঘরে ফিরতে গেলে স্বামী আবার তেড়ে আসেন বলে অভিযোগ। ঘরে না ঢুকতে পারায় বৃহস্পতিবার প্রধাননগর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই তরুণী।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৩ অক্টোবর : বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন করল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার প্রধাননগরের সেবাকেন্দ্রে জাঁকজমকপূর্ণভাবে দিনটি পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। সংগঠনের ট্রেনিং অ্যান্ড ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর তরুণকুমার মাইতি জানিয়েছেন, মাটিগাড়া ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১২০ জনের মধ্যে ৫০ জনকে নিয়ে পৃথক পাঁচটি দল তৈরি করা হয়, যাঁরা আগামীতে প্রশিক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করবেন। অন্যদিকে, এদিন বাগডোগরাতেও ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন ও সেবাকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল এক বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচি। মানসিক অসুস্থতা নিয়ে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার ও কলঙ্ক দূর করা এবং আক্রান্তদের প্রতি সহমর্মিতা গড়ে তোলাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এদিন নাচ, গান, নাটক, আঁকা এবং পোস্টার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

যানজটের সমস্যা মেটাতে প্রশাসনের নজর হিলকার্ট রোডে।

হিলকার্ট রোড চওড়া করতে সমীক্ষা

মাঝে টয়ট্রেনের লাইন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : শৈলশহর দার্জিলিংয়ে বড় সমস্যা যানজট। পর্যটন মরশুমে যার মাশুল গুনতে হয় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদেরও। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পর্যটন ব্যবসায়। পাহাড়কে যানজটমুক্ত করতে এবার পদক্ষেপের কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাহাড়-সমতলের প্রধান সংযোগকারী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোড চওড়া করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনের লাইন পুনর্নির্মাণ।

বর্তমান ব্যবস্থায় টয়ট্রেনের লাইন রাস্তার একটি বড় অংশ দখল করে থাকায় সড়ক প্রয়োজনের তুলনায় সংকীর্ণ, যা যানজটের অন্যতম মূল কারণ। সূত্রের খবর, টয়ট্রেনের জন্য আলাদা জমি না ছেড়ে কলকাতার ট্রাম ব্যবস্থার মতো রাস্তার ওপর দিয়েই ট্রেনের ট্র্যাক বা লাইন পাতার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, রাস্তার উপরিভাগেই ট্র্যাক এমনভাবে বসানো হবে যাতে ট্রেন চলাচলের পাশাপাশি স্বাভাবিক গাড়িও অনায়াসে তার ওপর দিয়ে চলাচল করতে পারে। প্রকল্পের প্রযুক্তিগত বাস্তবতা খতিয়ে দেখতে কাজ শুরু করেছে রেল ও কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেছেন, 'আদৌ এই ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এর বাস্তবায়ন হলে আখেরে দার্জিলিং যাতায়াতের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে।'

শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে তিনটি রাস্তা রয়েছে। তবে রোহিণী এবং পাঙ্খাবাড়ি রোড দিয়ে শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং যাওয়া যায় এবং কার্সিয়াং থেকে শিলিগুড়িতে আসা যায়। কার্সিয়াং ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিলকার্ট রোড। মিরিক-সুখিয়াপোখরি হয়ে ঘুরপথ থাকলেও অতিরিক্ত খরচের জন্য তা পর্যটক সহ যাত্রীবাহী যানবাহনগুলি ব্যবহার করে না। পণ্যবাহী গাড়িগুলিও এই জাতীয় সড়ক দিয়েই চলাচল করে। যে কারণে এই পথে প্রত্যেকদিনই যানজটের সৃষ্টি হয়। পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, যানজটে ভোগান্তির আশঙ্কার জেরে বহু পর্যটক দার্জিলিং থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের

> আদৌ এই ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এর বাস্তবায়ন হলে আখেরে দার্জিলিং যাতায়াতের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে।
>
> **রাজু বিস্ট**
> *সাংসদ, দার্জিলিং*

লক্ষ্যে হিলকার্ট রোড চওড়া করার পাশাপাশি রেললাইনকে রাস্তার মাঝে নিয়ে আসার জন্য পুজোর আগে রেল ও সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক বৈঠক করেছে। তাঁর প্রস্তাবমতো কেন্দ্র পদক্ষেপ করছে বলে রাজু বিস্টের দাবি।

তিনি মনে করেন, দিনে কয়েকটি টয়ট্রেন চলাচলের জন্য আলাদাভাবে রেলট্র্যাকে জায়গা নষ্ট করা অনুচিত। বরং রাস্তা চওড়া করে রেললাইন মাঝখান দিয়ে পাতা হলে যানজট কমবে।

গাজোল বিবেকানন্দ ক্লাবের পরিচালনায় তারাতলা তারা মন্দিরে এবছরও লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন, চতুর্দশীর মধ্যরাতে দেবীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার ছিল ১০৮টি কলসি নিয়ে মহিলাদের কলসযাত্রা। এদিনের কর্মসূচির মূল আকর্ষণ শিব এবং কালীর তাণ্ডব নৃত্য। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

রেকর্ড মদ বিক্রি

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : অষ্টমী বাদে প্রথম সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজোর দিনগুলিতে দার্জিলিং জেলায় সবমিলিয়ে ২৪ কোটি ৫৯ লক্ষ ১৫ হাজার ২২৫ টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। আবগারি দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পুজোর ওই দিনগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মদ বিক্রি হয়েছে নবমীতে। ওইদিন দার্জিলিং জেলায় মোট ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৪২ টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে, সবচেয়ে কম মদ বিক্রি হয়েছে দশমীর দিন, যার পরিমাণ ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৬১ টাকা। এছাড়াও, প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তমীতে যথাক্রমে ৫ কোটি ২০ লক্ষ ৪৯ হাজার ২২২ টাকা এবং ৭ কোটি ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫০০ টাকার মদ বিক্রি হয়েছে।

কারখানায় আগুন

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : শুক্রবার রাতে দার্জিলিংয়ের তামসং চা বাগানের কারখানায় আগুন লাগে। গোটা কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। শুক্রবারই শতাব্দীপ্রাচীন এই চা বাগানে পুজোর ছুটির পরে কাজ শুরু হয়েছিল। এরই মধ্যে রাতে দাউদাউ করে কারখানায় আগুন জ্বলতে দেখেন শ্রমিকরা। খবর পেয়ে দার্জিলিং থেকে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও তার আগেই কারখানাটি পুড়ে যায়।

লক্ষ্মীর টানে মাতে দুই গ্রাম

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৩ অক্টোবর : রাত যত বাড়ে, ততই জমে গানের আসর। একদিকে পুজোর মণ্ডপ, অন্যদিকে মেলার জমজমাট আয়োজন। দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে মানুষের আসা-যাওয়া। লক্ষ্মীপুজোকে ঘিরে চোপড়ার ভক্তিয়াডাঙ্গি ও লক্ষ্মীডাঙ্গিতে ছবিটা এমনই। এখানে দেবীর আরাধনা শুধু ঘরে ঘরে পুজোয় আটকে থাকে না। তার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে মেলা, পালাগান আর কয়েক প্রজন্মের স্মৃতি। দুর্গাপুজোর রেশ কাটতেই তাই দুই গ্রামে শুরু হয়েছে উৎসবের প্রস্তুতি।

লক্ষ্মীডাঙ্গির পুজো এ বছর ১০২ বছরে পা দিচ্ছে। লক্ষ্মীডাঙ্গি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চত্বরে রয়েছে স্থায়ী মন্দির। স্কুলের মাঠেই বসে মেলা। রবিবার পুজো। তবে মেলা বসবে ৩১ অক্টোবর। দু'দিন ধরে চলবে মেলা ও পালাগানের আসর। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় সিংহ জানান, বাড়িতে বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর পাশাপাশি সর্বজনীন পুজোতেও শামিল হন গ্রামের মানুষ।

এই উৎসবের শিকড় অবশ্য আরও গভীরে। স্থানীয় প্রবীণদের কথায়, একসময় অমিলাল সিংহ ও ভোগলাল সিংহ— এই দুই পরিবারের উদ্যোগে লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে গানের আসর বসত। তখন এলাকার নাম ছিল জিয়াডাঙ্গি। পরে গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে পুজো ও মেলার আয়োজন শুরু করেন। স্কুলের মাঠে তৈরি হয় স্থায়ী মন্দির। সময়ের সঙ্গে এলাকার নামও হয়ে ওঠে লক্ষ্মীডাঙ্গি।

৮৪ বছরের শ্রীপতি মণ্ডলের স্মৃতিতে এখনও টাটকা সেই পুরোনো দিনের গান। তাঁর কথায়, 'আগে চারদিন ধরে চলত গানের আসর। এখন তা কমে দু'দিন হয়েছে। এবার প্রেমচাঁদগছ ও দার্জিলিং জেলার তারবান্দা থেকে দুটি দল আসছে।'

তবে এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লোকগানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাও রয়েছে। প্রবীণ লোকশিল্পী সুবল গোপের কথায়, 'চোপড়ায় একসময় একাধিক গানের দল থাকলেও এখন অনেক দল ভেঙে গিয়েছে। তাই বাইরে থেকে শিল্পীদের আনতে হচ্ছে।'

খলাইগছ, কাজীগছ ও জুড়িয়াগছের বাসিন্দারাও এই উৎসবে শামিল হন। মেলাকে ঘিরে আশপাশের তিন-চারটি গ্রামের বহু বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের ভিড় জমে।

লক্ষ্মীডাঙ্গিতে পুজোর আগে মন্দিরে রং করার কাজ চলছে।

একই ছবি ভক্তিয়াডাঙ্গিতেও। সেখানে পুজোর পরের দিন, সোমবার থেকে দু'দিনের মেলা ও গানের আসর বসবে। বাংলা-বিহার সীমানার এই গ্রামের মেলায় হাসানপুর, গোয়াবাড়ি, ধর্মগছ, লোধাবাড়ি ও বিলাতিবাড়ি সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আসেন।

আয়োজক গণেশচন্দ্র সিংহ জানান, গোটা গ্রামই পুজো ও মেলার আয়োজনে হাত মেলায়। তবে বংশপরম্পরায় একটি পরিবার পুজোর দায়িত্ব সামলায়। পুজোর দিন প্রায় প্রতিটি বাড়ি থেকে অঞ্জলির ডালা দেওয়ার রীতি রয়েছে। হিরণ্ময় সিংহের কথায়, আগে তাঁর বাবা পুজোয় বসতেন, এখন সেই দায়িত্ব সামলান দাদা নীতেশকুমার সিংহ। তাঁদের বাড়ি থেকেই ফল, লুচি ও নানা ধরনের নাড়ু ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়।

ভারত সরকার
ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি মন্ত্রক
উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয় (এমএসএমই), নিউ দিল্লি

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিতে সিইও পদের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

ভারত সরকার এমন কর্মশক্তির অধিকারী, ফলাফলমুখী, গতিশীল ও মেধাবী পেশাদারদের খোঁজ করছে যাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি রয়েছে এবং যারা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চ ফলাফল অর্জনের জন্য তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগাতে চান।

১. জেনারেল ম্যানেজার, সেন্ট্রাল টুল রুম অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (সিটিটিসি), কলকাতা।
২. প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর, ফ্র্যাগরেন্স অ্যান্ড ফ্লেভার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এফএফডিসি), কনৌজ।
৩. প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রি (সিডিজিআই), ফিরোজাবাদ।
৪. ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল ফুটওয়্যার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (সিএফটিআই), আগ্রা।
৫. জেনারেল ম্যানেজার, সেন্ট্রাল টুল রুম অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (সিটিটিসি), ভুবনেশ্বর।
৬. প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ড টুলস (সিআইএইচটি), জলন্ধর।
৭. জেনারেল ম্যানেজার, সেন্ট্রাল টুল রুম (সিটিআর), লুধিয়ানা।

প্রাথমিকভাবে ৫ বছরের জন্য চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে এবং অবসরগ্রহণের বয়স পর্যন্ত পারফরম্যান্সের পর্যালোচনার ভিত্তিতে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হতে পারে।

যোগ্যতার মাপকাঠি এবং আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট ফর্ম্যাট সম্পর্কিত বিশদ বিজ্ঞাপনের জন্য উপলব্ধ ওয়েবসাইটগুলি - www.dcmsme.gov.in, www.ffdcindia.org, www.cdgiindia.net, www.cftiagra.org.in, www.cttc.gov.in, www.ciht.in, www.msmetoolroomkolkata.com, www.ctrludhiana.org পরিদর্শন করুন।

সঠিকভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র এবং সাথে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রমাণপত্র শুধুমাত্র স্পিড-পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঠিকানা অতিরিক্ত উন্নয়ন কমিশনার (টিআর), উন্নয়ন কমিশনারের কার্যালয় (এমএসএমই), রুম নং ৩২০৮২, তৃতীয় তলা, কর্তব্য ভবন-৩, জনপথ রোড, নিউ দিল্লি - ১১০০০১-এ পৌঁছোতে হবে।

(পৃথক পদ/স্থানের জন্য আলাদা আবেদন পাঠাতে হবে, যে খামে আবেদনপত্র থাকবে তার উপর আবেদনকৃত নির্দিষ্ট পদ/স্থানের শূন্যপদের কথা স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে ....)

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ - ২৩.১১.২০২৬

CBC 25113/11/0054/2627

বাংলায় ‘এগিয়ে’ মালদা জেলা

থ্যালাসিমিয়ার বাহকের হার উদ্বেগজনক

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৩ অক্টোবর : মালদা জেলায় থ্যালাসিমিয়ার বাহকের হার নিয়ে উঠে এল অত্যন্ত উদ্বেগজনক তথ্য। সারা দেশে যেখানে প্রায় ছয় থেকে আট শতাংশ মানুষ এই রোগের বাহক, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই হার প্রায় ১০ থেকে ১২ শতাংশ। আর সীমান্তবর্তী জেলা মালদায় সেই হার প্রায় ১২ থেকে ১৫ শতাংশ বলে দাবি করেছেন সমাজকর্মীরা। এমনকি জেলার নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় এই হার ৩৫ থেকে সর্বোচ্চ ৪৭ শতাংশ পর্যন্ত ছুঁতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে এখন থেকেই বিবাহপূর্ব রক্ত পরীক্ষা এবং ব্যাপক জনসচেতনতার ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন সমাজকর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে যাতে থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত একটি শিশুরও জন্ম না হয়, তার জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা করতে হবে।

থ্যালাসেমিয়ার বাহক আর আক্রান্ত অবশ্য এক নয়। থ্যালাসেমিয়ার বাহক এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে মূল পার্থক্য হল, বাহকের শরীরে থ্যালাসেমিয়ার ত্রুটিপূর্ণ জিন থাকলেও সাধারণত রোগের গুরুতর লক্ষণ দেখা যায় না। অন্যদিকে, আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে হিমোগ্লোবিন তৈরির সমস্যা বেশি হওয়ায় রক্তাল্পতা-সহ নানা শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। আসলে থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রক্তের রোগ। রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে থাকা হিমোগ্লোবিন শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে শরীরে হিমোগ্লোবিন তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলে রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে।

সম্প্রতি জাতীয় সেবা প্রকল্প বা এনএসএস দিবস উপলক্ষ্যে মালদা কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে কলেজের সায়েন্স থিয়েটারে একটি বিশেষ থ্যালাসিমিয়া সচেতনতা শিবির ও বিনামূল্যে স্ক্রিনিং টেস্ট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে রক্তদানে উৎসাহ জোগাতে সচেতনতা কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিবিরে মালদা কলেজের মোট ৪৯৬ জন পড়ুয়ার রক্তের নমুনা এইচপিএলসি পরীক্ষার (রক্তের হিমোগ্লোবিনের বিভিন্ন ধরন ও পরিমাণ নির্ণয়ের একটি বিশেষ রক্ত পরীক্ষা, থ্যালাসেমিয়ার বাহক বা আক্রান্ত কি না, তা শনাক্ত করতে এই পরীক্ষা করা হয়) জন্য সংগ্রহ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের বিশিষ্ট লেকচারার তথা রক্তদান আন্দোলনের কর্মী অনিলকুমার সাহা। তিনি তাঁর বক্তব্যে এই ভয়াবহ পরিসংখ্যান সকলের সামনে তুলে ধরেন।

আর সেই পরিসংখ্যানের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরও। মালদা জেলার অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিতাভ মণ্ডল বলেন, ‘রাজ্যের নিরিখে মালদায় থ্যালাসিমিয়ার বাহকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সত্যিই উদ্বেগজনক। বিশেষ করে জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে এই সংখ্যাটা অনেকটাই বেশি।’ বিষয়টি নিয়ে আরও একধাপ এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মালদা জেলা শাখার সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস বলেন, ‘পুরাতন মালদা, গাজোল, বামনগোলা এবং হবিবপুর—জেলার এই চারটি ব্লকে সংখ্যাটা প্রায় ৪৭ শতাংশের কাছাকাছি, যা সম্ভবত এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ।

তাই প্রতিটি রক্তদান শিবিরে গিয়েই মূলত ওই এলাকার অভিভাবকদের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করি। কারণ বিয়ে ব্যাপারটা কেবল ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না, বরং অভিভাবকদের সিদ্ধান্তই প্রধান। তাই বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষার গুরুত্ব কতটা, তা তুলে ধরা হয় অভিভাবকদের সামনে।’ অনিল সাহার বক্তব্য, প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর যৌথভাবে কাজ করলে থ্যালাসিমিয়া প্রতিরোধ সম্ভব। প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ-তরুণীদের রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে বাহক শনাক্ত করার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত; তবেই থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত শিশুর জন্ম উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে একাধিক দেশের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি। অনিল মনে করেন, মালদাতেও এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগের প্রয়োজন। জেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ভাড়া নিয়ে জেনারেটর বিক্রি

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : জেনারেটর ভাড়া নিয়ে তা বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযুক্ত আয়ান এন চৌধুরী কলকাতার বাসিন্দা। তাঁর নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন জেনারেটর ব্যবসায়ী তুষার মজুমদার।

অভিযোগ, গত ১১ অক্টোবর সকালে আয়ান ফোন করে একটি জেনারেটর ভাড়া নেওয়ার কথা বলেন। সেই মতো কর্মীদের দিয়ে

ভুয়ো আধার কার্ড ব্যবহার

সেবক রোডে জেনারেটরটি পৌঁছে দেন তুষার। দু’দিনের ভাড়া বাবদ তাঁকে তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়। পরে জেনারেটর ফেরত নিতে অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন তুষার। কিন্তু বারবার ফোন করেও সাড়া মেলেনি। পরে মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় সন্দেহ হয় তাঁর। জেনারেটরটি যেখানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, ওই বহুতলটি একটি ডর্মিটরি।

তুষারের সন্দেহ, জেনারেটর ভাড়া নেওয়ার সময় যে আধার কার্ড ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটিও ভুয়ো। পরে খোঁজখবর করে তিনি জানতে পারেন, অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে জেনারেটরটি উত্তরপ্রদেশে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তুষার বলেন, ‘ওই ডর্মিটরির মালিক আমাকে জানান, ওই ব্যক্তি সেখানে দু’দিন ছিলেন। তবে তিনি কোনও পরিচয়পত্র জমা দেননি।’ ওই ব্যক্তি ডর্মিটরির মালিকের মোবাইল ফোন ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিলেন বলে ব্যবসায়ীর দাবি।

উত্তরপ্রদেশের এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে তুষার জানতে পারেন, আয়ান ৮৫ হাজার টাকায় জেনারেটরটি এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছেন। তবে ক্রেতা জেনারেটরটি হাতে পাননি। তুষার বলেন, ‘আইস ফ্যাক্টরি করার কথা বলে জেনারেটরটি আমার থেকে ভাড়া নেওয়া হয়। সেটার দাম আড়াই লক্ষ টাকা। ডর্মিটরির মালিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই ব্যক্তি জেনারেটর বিক্রির দাম নিয়েছে। এরপর নগদে সেই টাকা নিয়ে সে পালিয়ে যায়।’ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উৎসবে মর্জিমাফিক ব্যবসা শহরে

ঠাসা পাবে বিপদ ধোঁয়ায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : সেবক রোডের একটি মলে থাকা পাবে তখন গিজগিজে ভিড়। তবুও একের পর এক এন্ট্রি দিচ্ছেন রিসেপশনিস্ট। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকা মাত্রই চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। টেবিল তো দূরস্ত, দাঁড়িয়ে থাকার জায়গাটুকু প্রায় নেই। রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে। শৌচালয়ের বাইরে লম্বা লাইন। উচ্চস্বরে বাজছে ডিজে। এসি চলছে। হুক্কা আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে ঘরটি। চোখ জ্বালা করছিল অনেকের। রাত দুটো অবধি পাব খোলা রাখার অনুমতি ছিল সেদিন। তাই, দুটোর পর পেছনের দিকে ব্যালকনির জানলার খোলা রাখা একটিমাত্র পাল্লাও বন্ধ করে দেন ওয়েটাররা। এরপরই রীতিমতো শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় অনেকের। উপস্থিত তরুণ-তরুণীদের কেউ কেউ এগিয়ে গিয়ে পাল্লাটি ফের খুলতে চাইলেও ওয়েটাররা বাধা দিচ্ছিলেন। শব্দ যেন বাইরে না যায়, সেটা নিশ্চিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। ছবিটা নবমীর রাতের।

দুর্গাপুজোর প্রায় প্রতিদিনই ভিড় উপচে পড়েছিল শহর শিলিগুড়ির একাধিক পাব-বারে। উৎসবের দিনে খদ্দের টানতে অনেক আগে থেকেই প্রচার শুরু হয়ে যায়। যেমন দুর্গাপুজোয় বাইরে থেকে আনা হয়েছে ডিজেদের। তাই, এন্ট্রি ফিও বেড়েছে চড়চড়িয়ে। শুধু টেবিল বুকিংয়ে থেমে থাকে না মালিকপক্ষ, টাকার বিনিময়ে ফ্লাইং কাস্টমারদের পাবে ঢোকানো হয় মর্জিমতো। এয়ার কন্ডিশনড রুম, দরজা-জানলা বন্ধ। সেই ঘরেই হুক্কা, সিগারেট খাওয়া হয় দেদারে। আশপাশে থাকা মানুষের স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়া খুব স্বাভাবিক। আমোদপ্রিয়রা অবশ্য এসবের ধার ধারেন না। একাধিক পাব কর্তার দাবি, ভিড় হয় ঠিকই। তবে ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ক্রেতাদের ঢোকানো হয়।

বাস্তব কী? দুর্গাপুজো হোক কিংবা দীপাবলি, ক্রিসমাস, নিউইয়ার নাইট- উৎসবের মরশুমে মূলত দুই পদ্ধতিতে ব্যবসা করে বার-পাবগুলি। প্রথমত, তাদের টার্গেট থাকে টেবিল বুকিং। এরপরই ফ্লাইং কাস্টমার। দ্বিতীয়পক্ষ ভেতরে ঢুকে বসার কোনও জায়গা পায় না। অভিযোগ, অতিরিক্ত মুনাফার আশায় ‘ফ্রি স্পেস’ কমানোর চেষ্টা করে মালিকপক্ষ।

শুক্রবার কথা হচ্ছিল ঐশিতা দাসের সঙ্গে। ঐশিতা প্রায়ই চেকপোস্ট সংলগ্ন মলের একটি নামী পাবে যান। অষ্টমীতেও একটি টেবিল প্রি-বুকিং করে নিয়েছিলেন। রাতে পাবে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত পড়ে। তরুণীর অভিযোগ, ‘এই প্রথম পুজোর দিনে ওই পাবে গিয়েছি। বসার টেবিলগুলো অন্য সময় নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকলেও সেদিন একেবারে গায়ে গায়ে লাগা। বাকি লোকজন তো টেবিলের ওপর উঠে আসছিল রীতিমতো।’ শক্তিগড়ের অনির্বাণ রায় বন্ধুদের সঙ্গে মাটিগাড়ার একটি পাবে গিয়েছিলেন। ক্ষোভের সুর তাঁর গলাতেও, ‘ওয়েটারদের বারবার বললাম, লাভ হয়নি। শেষে আমিই বেরিয়ে গেলাম। ঘরভর্তি ধোঁয়ায় দমবন্ধকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল একসময়।’

সেবক রোডের একটি পাবের ম্যানেজার সোমনাথ সাহা। অতিরিক্ত ভিড়ের কথা স্বীকার করে তাঁর যুক্তি, ‘আমাদের এখানে এগজস্ট ফ্যান রয়েছে। এসিও রয়েছে। নবমীতে একসময় সাড়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো কাস্টমার ঢুকেছিল। তারপর আর কাউকে ঢুকতে দিইনি। কোনও সমস্যা হতে দিই না।’

মাটিগাড়ার একটি শপিং মলের পাবের ম্যানেজার এডওয়ার্ডস রোজারিও-র বক্তব্য, ‘টেবিল বুকিং হয়ে যাওয়ার পর খুব বেশি দুশোজন ঢোকার ক্যাপাসিটি আমাদের রয়েছে। ফ্লাইং কাস্টমারদের জন্য এন্ট্রি চার্জ দুই হাজার টাকা করে নিই। তবে মদ্যপ অবস্থায় ছেলেরা থাকলে ঢুকতে দেওয়া হয় না।’ সবকিছু মানলেও অতিথিদের অনুরোধ তো রাখতেই হয়, একগাল হেসে বললেন সেবক রোডের অপর একটি পাবের ম্যানেজার কৃশ থাপা। তাঁর কথায়, ‘সবাইকে আমরা যাতে সার্ভিস দিতে পারি, সেই চেষ্টা করি।’

নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, দেখবে কে? কত লোকের জায়গায় কত লোক ঢুকছেন, এগজস্ট ফ্যান কিংবা স্মোকিং জোনের ব্যবহার ঠিকমতো হচ্ছে কি না- এসবের ওপর নজরদারি চালানোর দায় কার? পুলিশ আর আবগারি বিভাগ একে অপরের কোর্টে বল ঠেলতেই ব্যস্ত আপাতত।

- পুজোর রাতে শিলিগুড়ির একাধিক পাব-বারে উপচে পড়া ভিড়
- টেবিল বুকিংয়ের পাশাপাশি ফ্লাইং কাস্টমার ঢুকিয়ে অতিরিক্ত মুনাফার অভিযোগ
- হুক্কা, সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর
- প্রশ্নের মুখে পুলিশ ও আবগারি বিভাগের ভূমিকা

এই প্রথম পুজোর দিনে ওই পাবে গিয়েছি। বসার টেবিলগুলো অন্য সময় নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকলেও সেদিন একেবারে গায়ে গায়ে লাগা। বাকি লোকজন তো টেবিলের ওপর উঠে আসছিল রীতিমতো।

ঐশিতা দাস
শহরবাসী

মাদক কেনাবেচা নিয়ে রাস্তায় মারপিট

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : ব্রাউন সুগার কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে দিনের আলোয় রাস্তায় হাতাহাতি ও স্কুটার উলটে দেওয়ার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল ডাঙ্গিপাড়া রেলগেট থেকে বিবেকানন্দ রোডে সংযোগকারী রাস্তায় যাদবপল্লি এলাকায়। বেল্ট খুলে মারপিট করার সময় বাইরে থেকে আসা ক্রেতাদের বাগে আনতে রাস্তার ধারে থাকা দোকানগুলোর ওপর নজর পড়ে মাদক বিক্রেতাদের। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, মাদক কারবারিরা একটি মুদিখানার সামনের দিকের কাঠের বাটাম খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। ওই ব্যবসায়ী-সহ আশপাশের ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এলে ওই তরুণরা একটি সেলুনে ঢুকে ক্ষুর ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সেলুনের মালিক কোনওমতে শাটার নামিয়ে দেন। এই সুযোগেই ক্রেতারা পালিয়ে যাওয়ায় ড্রাগস কারবারিদের বিষনজরে পড়েন স্থানীয় দোকানদাররা। রাতের অন্ধকারে দোকান ভেঙে চুরি করার পাশাপাশি দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় ওই দোকানদাররা খালপাড়া ফাঁড়িতে গোটা ঘটনা লিখিতভাবে জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে স্থানীয় ৫১ জন সেখানে স্বাক্ষর করেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী পংকু দে বলেন, ‘ওই তরুণরা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগসের ব্যবসা করে আসছে। এলাকায় হুজ্জতি চালিয়ে আসছে। সপ্তমীর ভরসন্ধ্যায় আমার দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল। আটকাতে গিয়ে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ি। হাতে চোট পাই। আজ তো সব সীমা পার করে দিল। দোকানের সামনের বাটাম খুলে বের করার চেষ্টা করছিল।’

- দোকানের বাটাম খুলে ও সেলুনে ক্ষুর ছিনিয়ে নিয়ে বহিরাগত ক্রেতাদের মারার চেষ্টা মাদক কারবারিদের
- ব্যবসায়ীরা বাধা দেওয়ায় তাঁদের হুমকি দিল দুষ্কৃতীরা
- আতঙ্কে পুলিশে অভিযোগ দায়ের ব্যবসায়ীদের

মাদক কারবারিদের এই দাপটের পেছনে বরাবরই রাজনৈতিক মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আইনজীবী অমিত ঘোষ। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির কোঅর্ডিনেটর অশোক মিশ্রার অবশ্য দাবি, ‘এ ধরনের দৌরাত্ম্য মানা হবে না। আমি পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।’

ডাঙ্গিপাড়ার রেলগেট থেকে বিবেকানন্দ রোডের সংযোগকারী এই রাস্তার দু’পাশে পরপর দোকান রয়েছে। শহরের প্রাক্তন অ্যাথলিট পান্না দে বলেন, ‘ব্রাউন সুগার কিনে তিনজন একটি স্কুটারে বিবেকানন্দ রোডের দিকে যাচ্ছিল। পেছনে দুজন এসে স্কুটার আটকায়। ওরা অনেকদিন ধরে এলাকায় মাদক কারবারে যুক্ত। ওই দুজন স্কুটার আটকানোর পর পেছন থেকে তাদের আরও কয়েকজন সঙ্গী চলে আসে। স্কুটারে থাকা তিনজন এরপর ওদের গায়ে হাত দিলে ওরা পালটা মারের জন্য দোকানগুলোর দিকে নজর দেয়।’

পুলিশের এক পদস্থ কর্তার বক্তব্য, ‘গোটা বিষয়টাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

আগুন নিয়ে খেলা।। *বালুরঘাটে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন অভিজিৎ দাস।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

স্বাস্থ্য শিবির

চোপড়া, ২৩ অক্টোবর : শুক্রবার চোপড়ার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গারামগছ প্রাথমিক স্কুল চত্বরে সিভিক অ্যাকশন কর্মসূচি ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করল বিএসএফের ৮০ নম্বর ব্যাটালিয়ন। কিশনগঞ্জ সেক্টর সদর দপ্তরের অধীন লক্ষ্মীপুরের চাকলাগছ বিওপি সংলগ্ন এলাকায় এই কর্মসূচিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি অংশ নেন স্কুল পড়ুয়া, মহিলা ও প্রবীণরা। পড়ুয়াদের পাশাপাশি দুঃস্থ মহিলা ও প্রবীণদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অন্যদিকে, রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

তরুণকে মার

কোচবিহার, ২৩ অক্টোবর : কলেজ পড়ুয়া এক তরুণকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতের এই ঘটনায় বিট্টু অধিকারী নামে আক্রান্ত ওই তরুণ কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুণ্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। অভিযোগ, ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা কলেজ পড়ুয়া ওই তরুণ বৃহস্পতিবার রাতে কোচবিহার-২ ব্লকের বাঁশদহ নতিবাড়ি এলাকায় তোর্ষা সেতুর পাশে একটি চায়ের দোকানে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁকে মারধর করা হয়। দু’পক্ষের মধ্যে আগে থেকেই শত্রুতা ছিল বলে আক্রান্তের পরিবারের দাবি।

বোনাস বকেয়ায় চা বাগানে বিবাদ

চোপড়া, ২৩ অক্টোবর : বোনাস না পাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছিলেন দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এরিয়ান চা বাগানের শ্রমিকরা। শুক্রবার সকালে তাঁরা কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভে শামিল হলেন। অভিযোগ, পুজো পেরিয়ে গেলেও বোনাস পাননি তাঁরা। অবিলম্বে বোনাস এবং বকেয়া পাওনা মেটানোর দাবিতে এদিন ঘণ্টাখানেক কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকরা। এদিন অবশ্য মালিকপক্ষ বোনাস দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে। ফলে, আন্দোলনকারী শ্রমিকরা বিক্ষোভ কর্মসূচি তুলে নেন। প্রায় চার বছর পর চলতি বছরের মে মাসে এরিয়ান চা বাগান ফের চালু করে মালিকপক্ষ। শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বের দাবি, মালিকপক্ষ এতদিন বাগান বন্ধ রাখলেও তৎকালীন শ্রমিকদের পাওনা বকেয়া রয়েছে। সেই বকেয়া মেটানোর দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা। বাগানের ম্যানেজার জয়ন্ত ঘোষ বলেন, ‘আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে।’

মারপিটের ঘটনায় গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বিসর্জনকে ঘিরে নৌকাঘাটে মারামারির ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত পুলক পাল শক্তিগড়ের বাসিন্দা। শুক্রবার সকালে অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদিন তাঁকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। আদালত অভিযুক্তকে সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। ঘটনায় অপর অভিযুক্ত ত্রিশো দত্ত ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। বিসর্জনকে ঘিরে বৃহস্পতিবার রাতে নৌকাঘাট এলাকায় শক্তিগড়ের দুটি ক্লাবের সদস্যরা মারামারির ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। সেই ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

ডিসেম্বরে ধান কিনবে সরকার

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : গত মরশুমে নভেম্বরের প্রথম দিকে রাজ্য সরকারের তরফে সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছিল। প্রশাসন সূত্রে খবর, এবার ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হবে। তবে খাদ্য দপ্তরের তরফে এখনও নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করা হয়নি। প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, কিছু ধান নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে উঠতে পারে। ফলে আগাম ওঠা ধান খোলাবাজারে বিক্রির সম্ভাবনা থাকছে।

খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশের দাবি, রাজ্যে পালাবদলের পরে প্রশাসনিক স্তরে কাজ গুছিয়ে নিতে সময় লাগছে। সহায়কমূল্যে ধান কেনার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে দেরি হয়েছিল। তবে বিগত বছরগুলিতে আগাম ধান কেনা শুরু হলেও জমি থেকে সেভাবে ধান

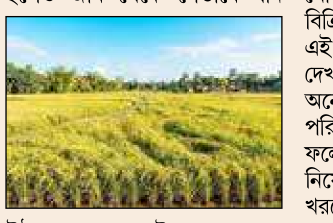

উঠত না। এবার সেই কারণে ধানের ভরা মরশুম থেকে কেনা শুরু হবে।

সিপিসি-তে ধান নিয়ে গেলে কৃষকরা কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ২০ টাকা করে পেতেন। খাদ্য দপ্তর সূত্রে খবর, চাষিদের সেই উৎসাহ ভাতা এ বছর বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সিপিসিতে নিয়ে গেলে কুইন্টাল প্রতি সর্বোচ্চ অতিরিক্ত ২০০ টাকা করে পেতে পারেন চাষি। চাষিরা যাতে খোলাবাজারে বা ফড়েদের কাছে ধান বিক্রি না করেন, তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। বিগত বছরগুলিতে দেখা গিয়েছিল, সিপিসি কেন্দ্র অনেকটা দূরে থাকায় কৃষকদের পরিবহণ খরচ অনেক বেশি হয়। ফলে চাষিরা অল্প ধান সিপিসি-তে নিয়ে যেতে চান না। এবার বহন খরচের কথা মাথায় রেখে উৎসাহ ভাতা বাড়ানো হয়েছে।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ধানের সহায়কমূল্যও বাড়তে চলেছে। গত বছর কুইন্টাল প্রতি ২৩৬৯ টাকা বিক্রি হলেও এ বছর প্রাথমিক দাম ২৪৪১ টাকা কুইন্টাল ধরা হয়েছে। দার্জিলিং জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক তরুণকুমার মণ্ডল বলেন, ‘১ ডিসেম্বর থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হতে পারে। তবে সরকারিভাবে এখনও দিনক্ষণ জানানো হয়নি।’

প্রত্যেক জেলার মতো এ বছর দার্জিলিং জেলাতেও ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা কমতে চলেছে। জেলায় লক্ষ্যমাত্রা গত মরশুমে ১ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি থাকলেও এ বছর ৬৫ হাজার মেট্রিক টন হতে পারে। আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, র‌্যাশনের বরাদ্দ নেওয়া থেকে বিরত থাকছেন কেউ কেউ। ফলে উপভোক্তার সংখ্যা কমতে চলেছে। ধান কিনে যে চাল সরকার র‌্যাশনে দিত, সেই পরিমাণও কমবে। তার প্রভাব পড়বে ধান কেনায়।

উড়ালপুলের নীচে আবর্জনায় ম্লান সৌন্দর্য

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৩ অক্টোবর : বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বের হলেই হিমালয়ের সৌন্দর্য যেন সবাইকে হাতছানি দেয়। সড়কপথে উত্তরবঙ্গে আসা মানুষের কাছেও এই এলাকা প্রবেশদ্বার। কিন্তু বিহার মোড় থেকে হাসপাতাল মোড়, এয়ারপোর্ট মোড় পর্যন্ত উড়ালপুলের নীচে আবর্জনা, অস্থায়ী দোকান, গ্যারাজ, ছড়িয়ে থাকা ব্যবসার সামগ্রী এবং এলোমেলোভাবে দাঁড় করানো গাড়ি সেই সৌন্দর্য ম্লান করে দিচ্ছে। কোথাও গুমটির কঙ্কাল পড়ে রয়েছে, কোথাও ঝুপড়ি তৈরি করে পরিবার নিয়ে বসবাসে এলাকার সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। এই দৃশ্য পর্যটকদের কাছেও বাগডোগরা সম্পর্কে অস্বচ্ছতার বার্তা দিচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই উড়ালপুলের নীচে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা ও সৌন্দর্যায়নের দাবি উঠেছে।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, ‘যে সকল ব্যবসায়ী অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করছেন তাঁদের রুটিরুজির কথা বিবেচনা করে তাঁদেরকে না সরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছি। এশিয়ান হাইওয়ে-টু’র সঙ্গে কথা বলে এসজেডিএ অথবা এনবিডিডি-কে দিয়ে সৌন্দর্যায়ন করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সংশ্লিষ্ট মহল অবশ্য দ্রুত ব্যবস্থার দাবিতে সরব হয়েছে।

বাগডোগরায় উড়ালপুলের নীচে এভাবেই জমে রয়েছে আবর্জনা।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের ট্যাক্সিচালক সুরজ ছেত্রী বললেন, ‘কয়েকদিন আগে নিউ ইয়র্কের এক দম্পতি বাগডোগরা বিহার মোড়ে এসেই প্লাস্টিকের ছাউনি, বিক্ষিপ্তভাবে দোকান দেখে তাঁদের মন খারাপের কথা বলছিলেন।’ হাসপাতাল মোড়ের বাসিন্দা নিতাই মল্লিকের অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দারা উড়ালপুলের নীচে আবর্জনা ফেলেন। বাধা দিলে তাঁরা কোনও কথাই শুনতে চান না। স্টেশন মোড়ে বিশাল এলাকাজুড়ে ভাঙাচোরা নানা সামগ্রী রেখে রামজি শা কাবাড়ির ব্যবসা করেন। তিনি বলেন, ‘অনেকদিন থেকে এখানে ব্যবসা করছি। মুখ্যমন্ত্রী যখন আসেন তখন পুলিশ, বিডিও অফিসের লোকজন এসে পরিষ্কার রাখতে বলেন।’ পরে আবার তিনি ওই এলাকায় বসে পড়েন বলে জানাতে তিনি ভোলেননি।

উড়ালপুলের নীচে বেশ কয়েকটি গাড়ি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দোকানি সঞ্জয় ভার্মা একটি গাড়ি দেখিয়ে বলেন, ‘এটা তো প্রায় ৩ বছর ধরে এভাবেই পড়ে আছে।’ ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরার সাধারণ সম্পাদক রতনকুমার ঘোষ বললেন, ‘উড়ালপুলের নীচে পার্ক তৈরি ও সৌন্দর্যায়ন করতে সংগঠনের তরফে রাজ্যের দুই মন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং আনন্দময় বর্মনকে বলা হয়েছে। আশা করছি, তা দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।’

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৫৪ সংখ্যা, শনিবার, ৬ কার্তিক ১৪৩৩

অধিকার ও অরাজকতা

নির্বাচন কমিশন এবং তার কাজকর্ম ঘিরে যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তা ভারতের গণতন্ত্রের জন্য গভীর উদ্বেগের। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ এখন শুধুমাত্র বিরোধী দলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নাগরিক সমাজের পাশাপাশি জেন জেড-ও জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে বেশকিছু যুক্তিসংগত ও কঠিন প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। প্রশ্নগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেও ছোড়া হচ্ছে।

এসআইআর-কে কেন্দ্র করে জ্ঞানেশের সঙ্গে বাকি দুই নির্বাচন কমিশনারের মতবিরোধ এবং অসন্তোষের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকে পরিস্থিতি ক্রমাগত জটিল হচ্ছে। ভোটচুরির যে অভিযোগ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি তুলেছিলেন, তা এখন দেশের নাগরিক সমাজ তুলতে শুরু করেছে। অতীতে নির্বাচন কমিশনের নানা সিদ্ধান্ত ঘিরে নানাবিধ বিতর্ক উঠলেও এভাবে সংস্থাটির নিরপেক্ষতা এবং কাজকর্মের স্বচ্ছতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ জমে ওঠা বিরলই বলা চলে।

তার থেকেও উদ্বেগের হল, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন বিরোধী শিবির, ককরোচ জনতা পার্টি ও নাগরিক সমাজ জবাবদিহি দাবি করছে, তখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শাসকদল সেই প্রতিবাদী কণ্ঠকে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা বলে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের গলায় একই সুর। শাসকের বক্তব্যের সারকথা হল, প্রতিবাদের প্রতিটি স্বর দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, দেশে অরাজকতা তৈরি এবং দেশকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা।

অথচ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হল- সরকারকে প্রশ্ন করা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা। বিজেপি ভারতকে 'গণতন্ত্রের জননী' বলে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরে আত্মশ্লাঘা বোধ করে। অথচ কংগ্রেস, বাম কিংবা ককরোচ জনতা পার্টির মতো রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দলগুলি এসআইআর, ভোটচুরির অভিযোগ এবং জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবি তুললে কিংবা ভোটারদের অধিকার নিয়ে সরব হলে, সেই আন্দোলনকে অরাজকতা হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে।

বিরোধিতা এবং সমালোচনাকে জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে হুমকি হিসেবে দেখা কিংবা তার নেপথ্যে 'বাংলাদেশ মডেল'-এর আদলে 'রেজিম চেঞ্জ'-এর তত্ত্ব সামনে আনার মরিয়া চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রীয় শাসকদলের এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আদতে জনস্বার্থের মূল প্রশ্নগুলি থেকে নজর ঘোরানোর কৌশল। এসআইআর-এ ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

মৃত, ডুপ্লিকেট কিংবা স্থানান্তরিত ভোটারদের পাশাপাশি লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে কোটি কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের ট্রাইবিউনালের দোরগোড়ায় চক্কর কাটতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই সাধারণ ভোটারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন তোলাকে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্টের চেষ্টা বলা হলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং সুনাম- উভয়ের গায়েই কালির দাগ লাগে।

ভোটের প্রতিপক্ষকে শত্রু মনে করা এবং যে কোনও জনদাবিকে দেশবিরোধী বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা সংসদীয় গণতন্ত্রের চেতনার মূলে আঘাত করছে। ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত ব্যালট ও ইভিএমে ক্ষমতার হাতবদল ঘটেছে। বিরোধী আসনে থাকা দলের মূল লক্ষ্য সবসময় সরকারকে ভুল কাজের জন্য সমালোচনা করা এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

২০১৪ সালে ইউপিএ সরকারকে হটিয়ে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপির ক্ষমতায় আসাও ছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফসল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির ক্ষমতাসীন হওয়া তো ভারতের চিরাচরিত গণতান্ত্রিক ধারারই অংশ। অথচ এই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও নিয়মতান্ত্রিক বিষয়কে বাংলাদেশ বা ফ্রান্সের অস্থিরতার সঙ্গে একই পংক্তিতে বসিয়ে অহেতুক আতঙ্ক ও বিতর্ক তৈরির চেষ্টা চলছে।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় সংকট তৈরি হলে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। বিরোধীদের প্রশ্ন তোলার সাংবিধানিক অধিকারকে দমন এবং প্রতিবাদী কণ্ঠকে অরাজকতা তকমা দেওয়াটা গণতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দুই বাংলার পুজোয় এ কেমন উলটপুরাণ

কলকাতার পুজোয় বিষাদের সুর, নিষেধাজ্ঞার পর নিষেধাজ্ঞায় বিভ্রান্ত জনতা। পদ্মার ওপারে উচ্ছ্বাস ও সম্প্রীতির ঢেউ!

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

তিন সপ্তাহ বাকি তখন পুজো আসতে। কলকাতার এক রেস্তোরাঁর মালিকের গলায় তখনই লেখা ছিল হতাশা, 'এবার পুজো পুজো গন্ধটাই নেই।' শুনে প্রথমে পাত্তা দিইনি। তবে পরের ক'দিনে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হতে থাকল। উবরচালক বললেন একই কথা। বাজারের মাছওয়ালা, ফুলওয়ালা, শপিং মলের নিরাপত্তারক্ষী, দোকানদার- সবার মুখে একই আক্ষেপ। পুজো আসছে, পুজো আসছে ব্যাপারটাই নাকি মনে হচ্ছে না!

যেন অদৃশ্য কেউ কলকাতার বুক থেকে পুজোর আগমনী সুর মুছে দিয়েছে। অথচ এই লোকগুলো কেউ পরস্পরকে চেনেন না। একে অন্যের কথা শোনেননি। তাহলে এত মানুষের অনুভূতি হুবহু এক হয় কী করে?

পুজোর সাতদিন আগেও শুনলাম সেই এক কথা। পঞ্চমীর দিনেও। বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবছিলাম, কলকাতার হলটা কী? যে শহরে মহালয়ার অনেক আগে বাতাসে আলোর বেণুর শব্দ শুনতে পাওয়া যেত, সেখানে পঞ্চমীতেও মানুষ কেন বলছেন, পুজো পুজো ভাবের অভাব? কে কেড়ে নিল পুজোর সেই চেনা ছন্দ?

বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দুর্গাপুজোয় মানুষের ঢল। (ডানে) পশ্চিমবঙ্গের ইসলামপুরে সিপিএমের বইয়ের স্টলে ভাঙচুরের পর।

তারপর সপ্তমী এল। জোড়া সপ্তমী পেরিয়ে অষ্টমী, নবমী, দশমীও চলে গেল। কলকাতার রাজপথে ঘুরতে ঘুরতে মন বলে, এ কি সেই শহর? উবর, ওলা, যাত্রীসাথী শাঁ শাঁ ছুটছে। পথে প্রেমিক-প্রেমিকার ভিড়, বাবা-মা-সন্তানদের হন্টন আগের মতো নেই। চালকদের মুখে উৎসবের বাড়তি রোজগারের গল্পের বদলে হতাশার হিসাব। পুজোয় ট্রাফিক জ্যামেও থাকে অন্য আনন্দ। একজন বললেন, 'গতবারের অর্ধেকও রোজগার হয়নি।' আর একজনের আক্ষেপ, 'এমন খারাপ পুজো আগে দেখিনি।'

অনেকের মুখেই এই সুর। যে উৎসবের অপেক্ষায় ছোট ব্যবসায়ীরা সারাবছর থাকেন, সেই উৎসবই এবার তাঁদের কাছে বিরাট হতাশার নাম। দুর্গাপুজো তো শুধু পুজো নয়, উৎসব। বাঙালির অর্থনীতি চাঙ্গা করার এক মহৌষধ। সেই ওষুধ এবার কাজ করল না। সরকার বদলের পর থেকেই কোন কারণে জানি না, রাত সাড়ে দশটার পর থেকে কলকাতার রাস্তা ঝিমোচ্ছে। পুলিশ প্রথম দিকে বলেছিল, রাত এগারোটার পর দোকান না খুলতে। সেই পর্ব চলছেই।

বিজয়ার বিকেলে এসব ভাবছি, আর ঠিক তখনই পদ্মার ওপারের খবরে চোখ রেখে চমকে উঠতে হল। ময়মনসিংহের রাস্তায় লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে মহিলারা উচ্ছ্বাসে নাচছেন। ঢাকার মন্দিরে সিঁদুরখেলা, হাসি, আনন্দ। অভিনেত্রী শাওনের নাচের ছবিও চোখে পড়ল। যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে বারবার উদ্বেগের খবর আসে, সেখানে এমন উজ্জ্বল ছবি! আর দুর্গাপুজোকে বিশ্বের দরবারে নিজের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক পরিচয় বলে তুলে ধরা কলকাতায় এত দীর্ঘশ্বাস!

বাংলাদেশের স্বল্পভাষী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে তার আগে দেখা গিয়েছে রংপুর, রাজশাহির মন্দিরে। হিন্দুদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে, যাত্রা দেখতে। রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলও ঢাকার মন্দিরে। বক্তব্যেও দুর্গা মাহাত্ম্য, সম্প্রীতির বার্তা।

সম্প্রীতি নিয়ে সবচেয়ে সোচ্চার সাংসদ ফজলুর রহমান আগেই বলে দিয়েছেন, 'আমি বেঁচে থাকতে হিন্দুদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। ইদের সময় পুলিশ না লাগলে দুর্গাপুজোর সময় পুলিশ লাগবে কেন!' অন্য সাংসদ রুমিন ফারহানা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সাংবাদিকদের বলেছেন, পুজোর চারদিন তিনি কী কী নতুন শাড়ি পরবেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উদ্বেগ, মন্দির ও প্রতিমার ওপর হামলার অভিযোগও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কালি পড়েছে ক'দিন আগেই। সব সমস্যা মিটে গিয়েছে, এমন দাবি করা যাবে না। তবু দুর্গাপুজোয় সরকারের অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি অনেকটা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে শাসক।

কলকাতা যা পারেনি। এ শহর যেন পুজোর আগে থেকেই এক আশ্চর্য নিষেধাজ্ঞার শহর। পুজোর আগে ভিনরাজ্যের এক মডার্ন সাধুবাবা এসে বাঙালিকে আমিষ খাওয়া নিয়ে অনেক জ্ঞান দিয়ে গিয়েছিলেন। পুজো যত এগোল, শুরু হল মন্ত্রীদের জ্ঞান। অনেক কিছুতেই 'না'। কোন থিম চলবে, কোনটা চলবে না। শারদোৎসব বলা চলবে না। রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন শারদোৎসব, সেই শব্দে পর্যন্ত আপত্তি। কোথায় কত জোরে গান বাজবে, কোথায় কী করা যাবে না। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ডিজে মালিকদের ক্ষোভ সেসময় ভাইরাল।

প্রশাসনিক বিধিনিষেধের কিছু অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু নির্দেশের পর নির্দেশ যখন উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ততাকেই আড়াল করে দেয়, তখন পুজো কি আর মানুষের নিজস্ব পুজো থাকে? বিসর্জনের পর লোকে সম্প্রীতির কোলাকুলি করে, আর এবার বিসর্জনের আগে শেখানো হল সাম্প্রদায়িকতার হিপ হিপ হুররে! বাঙালি অবাক হয়ে দেখল, বাইরে থেকে এসে কেউ কেউ তাকে তার নিজের উৎসবের চরিত্র বোঝানোর চেষ্টা করছে। এ কোন কলকাতা?

সবচেয়ে মর্মান্তিক চোরবাগানের দৃশ্য। ঠাকুর দেখতে গিয়ে ১৯ জন মানুষের মৃত্যু। সরু রাস্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণের অভাব, নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে কিন্তু এত বড় দুর্ঘটনার পর শুধু তদন্তের আশ্বাস কি যথেষ্ট? রাতের দিকে ভিড় কমার পিছনে চোরবাগানও একটা কারণ। প্রধান কারণ নয়।

বই বিক্রি ঘিরে যাদবপুর থেকে বারাসতে যে সংঘাত হল, তা একইসঙ্গে মর্মান্তিক ও অবিশ্বাস্য। কোথাও বইয়ের দোকান সরাতে এল বুলডোজার, পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুরসভার গাড়ি। কোথাও বই ছিঁড়ে পাতা উড়িয়ে দেওয়া দেখতে হল বিজেপি ভক্তদের দৌলতে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী এক ধরনের কথা বললেন, তাঁর সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী বললেন আলাদা কথা। বই বিক্রি নিয়েও শাসকের দু'রকম মন্তব্য। মণ্ডপের পাশে বই বিক্রি তো কলকাতার বহু পুরোনো ঐতিহ্য। মতাদর্শের লড়াইয়ে বইকেই কেন বারবার আক্রমণের লক্ষ্য হতে হবে?

ছোট থেকে দেখা, মফসসল বা গ্রামে একসঙ্গে সব প্রতিমা এনে বিসর্জনের শোভাযাত্রা হত। সেই স্টাইলেই কলকাতায় শুরু হয়েছিল কার্নিভাল। এই সরকার তো আগের সরকারের সব উদ্যোগ বাতিল করতেই উৎসাহী। তাই এবার কার্নিভাল হল না। অথচ মহালয়ায় বিপুল অর্থের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। অভিনেত্রীর বিসর্জনের গানের সঙ্গে নাচে বিসর্জনের আবহও তৈরি হয়ে গেল পুজো শুরুর আগেই। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! একদিকে উৎসবের স্বাভাবিক সমাপ্তির আয়োজন বন্ধ, অন্যদিকে উৎসব শুরুর আগেই জাঁকজমক। সরকার চোরবাগানের পর জাঁকজমক বন্ধের অনুরোধ করল, ওদিকে পার্ক স্ট্রিটে অভিনেত্রীদের এনে সিঁদুরখেলা-নাচের আয়োজন হল বিজেপি নেতার নতুন পুজোয়।

আরও যন্ত্রণার, বাঙালির দুর্গোৎসবের চেয়ে নবরাত্রি ও দশেরার গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠল। অন্য সংস্কৃতির উৎসব নিয়ে আপত্তি নেই। কিন্তু নিজের উৎসবের স্বকীয়তা যদি ক্রমশ চাপা পড়ে, উদ্বেগ হতে বাধ্য। বিজয়ার আগের দিনই এখানে জমজমাট দশেরা উৎসব সেরে ফেলা হল মন্ত্রী, আমলাদের উপস্থিতিতে। বহু জায়গাতেই বাঙালিয়ানার বিসর্জন দেখা গেল। উত্তরবঙ্গে বিসর্জনের দৃশ্যে লেগে থাকল মন খারাপের বার্তা। এভাবে প্রতিমা বিসর্জন করা যায়! এ তো মাকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলা। সরকার বুঝল না, কলকাতায় ভরা গঙ্গায় যা হয়, অন্য শহরে সেই নিয়ম চলবে না।

কলকাতার দুর্গাপুজো কোনও সরকারের সম্পত্তি নয়। কোনও রাজনৈতিক দলেরও নয়। এই উৎসব গড়ে উঠেছে মানুষের আবেগ, শ্রম, স্মৃতি আর ভালোবাসায়। এখানে ঢাকির সঙ্গে মৃৎশিল্পীর, ফুলওয়ালার সঙ্গে রিকশাচালকের, পাড়ার ক্লাবের সঙ্গে ছোট দোকানদারের জীবন জড়িয়ে। পুজোর বাজার খারাপ হলে শুধু ব্যবসার ক্ষতি হয় না, বহু সংসারের স্বপ্নেও টান পড়ে।

এখানেই প্রশ্ন, পুজোর আনন্দ কি সরকারি নির্দেশে তৈরি করা যায়? কোটি কোটি টাকা খরচ করে অনুষ্ঠান হতে পারে, মঞ্চ হতে পারে, প্রচার হতে পারে। মানুষের মনে উৎসবের সেই অদ্ভুত শিহরন জাগানো যায় না। তার জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, নিশ্চিন্তে আনন্দ করার পরিবেশ।

পদ্মাপারের ছবিগুলো তাই এবার অন্য প্রশ্ন তুলল। সেখানকার উৎসব, উচ্ছ্বাসের কিছু ছবি যখন আমাদের আকর্ষণ করল, তখন নিজেদের শহরের হতাশার কারণগুলো খোঁজা জরুরি।

বিজয়ার পরে পিছনে ফিরে মনে হচ্ছে, দুর্গাপুজোর সবচেয়ে বড় বিপদ শুধু অর্থনৈতিক মন্দা নয়। বড় বিপদ, উৎসবের ওপর সাধারণের অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা। যে পুজো একদিন ছিল বাঙালির মুক্ত আনন্দের ঠিকানা, সেখানে যদি রাজনীতি, নির্দেশ আর ক্ষমতার প্রদর্শনই প্রধান হয়, তা হলে উৎসবের প্রাণ বাঁচবে কী করে?

দুই বাংলার পুজো রেখে গেল এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন। পদ্মার ওপারে নতুন আনন্দের ছবি তৈরি হচ্ছে, এপারে আমরা কি ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি, দুর্গাপুজো আসলে কার?

একটা কথা ভুলে গেলে মুশকিল। মণ্ডপ যত বড়ই হোক, আলো যত ঝলমল করুক, গেট সরু করে যত ভিড় দেখানো হোক, মানুষের মন থেকে পুজো হারিয়ে গেলে কোনও সরকারের সাধ্য নেই সেই উৎসব ফিরিয়ে দেওয়ার।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৪

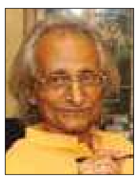

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

২০১৩

কিংবদন্তি শিল্পী মান্না দে'র জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

ষষ্ঠী থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত ছুটি নেওয়া বন্ধ হোক। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ষষ্ঠী থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত হাসপাতালে ছুটি-ছুটি ভাব ছিল। পরেরবার থেকে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীর জন্য শুধু পুজো রোস্টার হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর আপৎকালীন দপ্তর। আমাদের পুজো নেই, ইদ নেই, বড়দিন নেই, ছোটদিন নেই। আমাদের ২৪ ঘণ্টা সাতদিন কাজ। কাজ করানোর জন্য নির্দেশিকা জারি করতে হবে, এটা তো লজ্জাজনক ব্যাপার। সরকারি কর্মচারী মানে জনগণের রাজস্বে আমাদের পরিষেবা চলে।

- শারদ্বত মুখোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

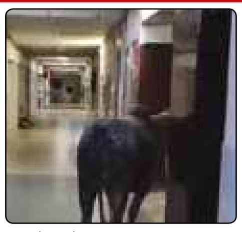

রাত ৮টা। উত্তরপ্রদেশের মহোবা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে দুটি ষাঁড়। প্রথমটি বেরিয়ে গেলেও অন্যটি ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ষাঁড় দেখে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা রোগীদের। আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়।

ভাইরাল/২

প্রেমিকার রাগ ভাঙতে মোবাইল টাওয়ারে চড়লেন ইটাওয়ার শৈলেন্দ্র যাদব! টাওয়ার থেকে ঝাঁপ দেওয়ার হুমকি দেন। 'বীরু'কে দেখতে ভিড় জমে যায়। প্রেমিকাকে সেখানে ডেকে আনা হয়। তাঁর অনুরোধে অবশেষে টাওয়ার থেকে নীচে নামেন শৈলেন্দ্র।

জনমন
জনমত

বিসর্জনে নিখাদ আবেগ কোথায়?

আজ সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত শুভঙ্কর চক্রবর্তীর লেখা 'বাঙালিয়ানার বিসর্জন' শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে চোখ আটকে গেল। ৭৬ বছরের এই পড়ন্ত বেলায় এসে চোখের দৃষ্টি হয়তো কিছুটা ঝাপসা হয়েছে, কিন্তু খবরের কাগজের অক্ষরগুলো বুকের ভেতরটায় বড্ড তীক্ষ্ণভাবে বিঁধল। মনে হল, এই প্রতিবেদনটি তো শুধু একটা খবর নয়, এ যেন আমার মতো ফেলে আসা প্রজন্মের দীর্ঘশ্বাসেরই এক জীবন্ত দলিল। সমরেশ মজুমদারের ভাষায় বলতে গেলে— যেন এক ঝোড়ো হাওয়ায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে আমাদের বহু যত্নে লালিত চেনা উঠোন।

আমি মাটিগাড়ার এক সাধারণ বৃদ্ধা। জীবনের অনেকটা পথ এই উত্তরবঙ্গের জল-হাওয়ায় হেঁটে এসেছি। আজ যখন খবরের কাগজে দেখি লোহালক্কড়ের যান্ত্রিক ব্যবস্থায় মায়ের বিগ্রহকে ওপর থেকে সোজাসুজি জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তখন বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুমড়ে-মুচড়ে যায়। প্রতিবেদনটিতে ঠিকই লেখা হয়েছে, বিসর্জনের সময় এখন আর মায়ের গায়ে মানুষের হাতের উত্তাপটুকুও থাকে না। অথচ আমার কৈশোর আর যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আজও বাতাসে খাঁটি ধুনোর সুবাস পাই। তখন তো পুজো মানে এত কোটি টাকার থিম, লেজার শো বা অসুস্থ প্রতিযোগিতার আস্ফালন ছিল না— ছিল অদ্ভুত এক প্রাণের টান।

আমাদের মাটিগাড়া বা বালাসন নদীর ঘাটে বিসর্জনের দিন মানুষের যে ঢল নামত, তাতে তো কোনও যান্ত্রিকতা ছিল না। কাঁধে করে দশ-বারোটা কাঁচা হাতের পেশি এক করে মাকে নদীর ঘাটে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে নিখাদ ভক্তি আর আবেগ ছিল, তা আজ কোথায়? শ্যাওলাধরা ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাদের মতো ঘরের মেয়ে-বৌদের চোখ দিয়ে যে জলের ধারা নামত, তা তো নিছক লোকদেখানো প্রথা ছিল না। উমা তো আমাদের ঘরের মেয়ে, চারদিনের অতিথি হয়ে বাপের বাড়ি থেকে কৈলাসে ফিরে যাওয়ার বেলায় পানের পাতায় সিঁদুর ছুঁইয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার সেই বিষাদ আজ হারিয়ে গিয়েছে।

আপনাদের প্রতিবেদন পড়ে জানলাম, সেই চোখের জলের জায়গা কীভাবে দখল করে নিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার রিল, হিন্দি মেগা সিরিয়ালের অতি-নাটকীয়তা আর সস্তা ফ্যাশন। মণ্ডপে ধুনুচির খাঁটি সুবাস সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে ডান্ডিয়া আর ভোজপুরি গানের বিকট শব্দ। আমরা কি সত্যিই এতটা দেউলিয়া হয়ে গেলাম যে নিজেদের শিকড়কেই উপড়ে ফেলতে হল? আধুনিকতার নামে অন্য সংস্কৃতিকে আপন করতে গিয়ে আমাদের নিজস্ব ধারাকে বিলুপ্ত করে দিচ্ছি।

প্রতিবেদনটি পড়ে আজ সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে, নদীর স্রোতে আজ শুধু মাটির প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছে না, তার সঙ্গে চিরতরে বিসর্জন হচ্ছে আমাদের আবেগ, সংস্কৃতি এবং আমাদের নিখাদ বাঙালিয়ানা।

রুমা রায়
নির্মলনগর কলোনি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ- সম্পাদক, জনমত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট ৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

জল আছে, তবুও কেন হাহাকার?

বৃষ্টির জল পড়ে, যায় কোথায়? জলকষ্টে আমাদের ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা স্পষ্ট করছে ইজরায়েল ও সিঙ্গাপুর।

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

প্রতীকী।

বর্ষাকাল মানেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি আর জলে টইটুম্বুর নদীনালা। কিন্তু ২০২৬ সালের বর্ষার শেষে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের পরিসংখ্যান রোমান্টিক ছবিতে জল ঢেলে দিয়েছে। বৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলেও, ভারতের আসল অসুখ বৃষ্টির অভাব নয়, জলের অসম বণ্টন। কোথাও প্রলয়ংকরী বন্যা, কোথাও এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার। দেশে জল আছে, কিন্তু যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেখানেই তা অধরা। আবহাওয়া দপ্তর মে মাসেই পূর্বাভাস দিয়েছিল, মধ্য, দক্ষিণ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবছর বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম হবে।

আশঙ্কার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে মহারাষ্ট্রে। সেপ্টেম্বরের শেষে সেখানে বৃষ্টির গড় ঘাটতি ছিল প্রায় ১৮ শতাংশ। কিন্তু এই গড় হিসাব দিয়ে ভয়াবহতা মাপা যায় না। রাজ্যের ৩৫৮টি ব্লকের মধ্যে ২৬৫টি, অর্থাৎ প্রায় ৭৪ শতাংশ এলাকা খরাপীড়িত। মারাঠওয়াড়ার অঞ্চল জলের অভাবে ধুঁকছে। হাহাকার শুধু মহারাষ্ট্রেই আটকে নেই। দক্ষিণ ভারতের বড় অংশ, বিহার, মেঘালয় এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বেশকিছু এলাকাতেও বৃষ্টির চরম আকাল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ২১৮টি জেলা মাঝারি বা চরম মাত্রায় শুষ্ক। আনুষ্ঠানিকভাবে খরার ঘোষণা না হলেও পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

বিপদের সংকেত দিচ্ছে দেশের জলাধারগুলোর অবস্থা। ১৬৬টি বড় জলাধারের জলের স্তর গত বছরের তুলনায় তলানিতে, দক্ষিণ ভারতে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। জলাধারকে কি শুধু বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখার কংক্রিটের ট্যাংক হিসেবে দেখব, নাকি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত জল ব্যবস্থাপনায় নজর দেব? ইজরায়েল ও সিঙ্গাপুরের ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতের মিল না থাকলেও, তাদের জল বাঁচানোর প্রযুক্তি ও সদিচ্ছা থেকে শেখার আছে। ইজরায়েল জলকষ্টকে প্রযুক্তির সাহায্যে কার্যত জয় করেছে। সেদেশে ব্যবহৃত বর্জ্য জলের ৯৪ শতাংশ সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শোধন করা হয় এবং তার ৮৭ শতাংশ কৃষিকাজে পুনর্ব্যবহার করা হয়। ফলে গত দুই দশকে সেখানে কৃষিতে পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবহার প্রায় অর্ধেক হয়েছে। ভারতের খরাপ্রবণ এলাকাগুলোর জন্য এই মডেল কার্যকর হতে পারে। খরা হলেই ত্রাণের প্যাকেজ ঘোষণা বা নতুন জলের উৎস খোঁজার বদলে বিন্দু সেচ, শোধিত জলের পুনর্ব্যবহার এবং কম জলে চাষযোগ্য ফসলের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

অন্যদিকে, সিঙ্গাপুরের উদাহরণ অনন্য। সামান্য জমি ও প্রাকৃতিক মিষ্টি জলের উৎস না থাকা সত্ত্বেও, তারা নিজেদের জমির দুই-তৃতীয়াংশকে বৃষ্টির জল সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। আট হাজার কিলোমিটারেরও বেশি নালা ও খালের মাধ্যমে বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা ধরে জলাধারে পাঠায়। এর সঙ্গে রয়েছে বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার এবং সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করার প্রযুক্তি। ভারতের মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে এই মডেল হুবহু নকল সম্ভব নয়, তবে যেখানে বৃষ্টি পড়ে সেখানেই জল ধরে রাখা, শোধন, পুনর্ব্যবহার ও বিকল্প উৎস তৈরির নীতি গ্রহণে বাধা নেই। ২০১৫-'১৬ সালের ভয়াবহ খরার সময় পরপর দু'বছর বৃষ্টি না হওয়ায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জলাশয় সংস্কার, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং বিন্দু সেচে জোর দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় জল কমিশনও বৃষ্টির জল ধরে রাখার পরিকাঠামো এবং কিছু এলাকায় নদী সংযুক্তিকরণের কড়া সুপারিশ করেছিল। ২০২৬ সালের এই রুক্ষ পরিস্থিতিতে সেই শিক্ষাগুলি কাজে লাগাতে হবে। ফসলের ক্ষতিপূরণ ও কৃষকদের সাহায্য জরুরি, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে খরা হলেই ত্রাণ বিলির সস্তা রাজনীতি ও সংস্কৃতি থেকে বেরোতে হবে।

সময়ের দাবি, ভারতের প্রতিটি জেলার জন্য স্থায়ী 'জল-হিসাব' তৈরি করা। কত বৃষ্টি হচ্ছে, কত জল সঞ্চয় হচ্ছে, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর কতটা বাড়ছে, কৃষিতে কত জল অপচয় হচ্ছে এবং কত বর্জ্য জল পুনর্ব্যবহার করা যাচ্ছে, তার চুলচেরা হিসাব প্রশাসনের কাছে বাধ্যতামূলক। লক্ষ্য সরল ও বাস্তবসম্মত : জল বেশি থাকলে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ, কম থাকলে মেপে ব্যবহার, ব্যবহৃত জলকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করা এবং উদ্বৃত্ত জল প্রযুক্তির সাহায্যে ঘাটতি এলাকায় পৌঁছে দেওয়া। ইজরায়েল ও সিঙ্গাপুরের শিক্ষা, জলকে শুধু আকাশ থেকে পড়া বৃষ্টির আশীর্বাদ নয়, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরিকাঠামো হিসেবে দেখতে হবে। তবেই জলকষ্টের স্থায়ী মোকাবিলা সম্ভব। নইলে প্রতি বছর ভরা বর্ষাতেও গলা শুকোবে, আর নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে আমরা প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার দিকেই আঙুল তুলব।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৮০

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। সাফাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সামগ্রী ৩। বাবা-মা ছাড়া অন্যের কাছে প্রতিপালিত কন্যা ৫। প্রাচীন ভারতীয় চৌষট্টি বিদ্যার একটি ৭। বরফের গুঁড়ো বা তুষার ৯। খাবারের পর দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি ১১। ফলের রাজা আম, আমের রাজা ১৪। ধুমসো বা ঢ্যাপসা ১৫। গরীয়ান বা গরীয়সী।

উপর-নীচ : ১। জীবনদায়ী বা প্রাণদায়ক ভেষজ বা উদ্ভিদ ২। পুরোপুরি নীল নয়, নীল রংয়ের আভাস ৩। পুণ্যবান ব্যক্তির বিপরীত প্রকৃতির ৪। গানের সঙ্গে সম্পর্কিত ৬। বিশেষ ধরনের সবজির ব্যঞ্জন ৮। সন্তানধারণ বা গর্ভ সঞ্চার ১০। সেলুলার জেল ১১। শিথিল করা ১২। ব্যবসায় লাভ ১৩। আদর করা।

সমাধান ■ ৪৫৭৯

পাশাপাশি : ১। উমেদ ৩। হবি ৫। রসা ৬। কয়াধু ৮। কলহ ১০। পাকামি ১২। ইমাম ১৪। আঁচ ১৫। বগা ১৬। ক্রমিক।

উপর-নীচ : ১। উন্নাসিক ২। দরগাহ ৪। বিজয়া ৭। ধুপ ৯। লাই ১০। পাকচক্র ১১। মিতবাক ১৩। মাধব।

MINISTRY OF RAILWAYS

[N.F. Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Maligaon, the 30th September, 2026

S.O. 5410(E). Whereas, by the Notification of the Government of India in the Ministry of Railways [N.F. Railway (Construction) Organization], vide No. S.O. 3657 (E) dated 06th July, 2026 and corrigendum S.O. 3687 (E) dated 07th July, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (no. 11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule Annexed to the said Notification, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, **"Aluabari Road - New Jalpaiguri 3rd & 4th B.G. Line"** in the district of Darjeeling, in the State of **West Bengal;**

And whereas, the substance of the said Notification has been published in the daily newspapers, namely, 'Uttar Banga Sambad on 12/07/2026, 'Dainik Jagran' on 12.07.2026, 'The Echo of India' on 12.07.2026 and 'The Times of India on 15/07/2026 under sub-section(4) of Section- 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section-20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section-20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed to this Notification should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section-20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on Publication of this Notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed to this Notification shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

LAND SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures under Sub Section (1) of Section 20 (A) of the Railways Act 1894 (24 of 1989) for Special Railway Project namely, **"Aluabari Road - New Jalpaiguri 3rd & 4th B.G. Line"** in the district of Darjeeling, in the State of **West Bengal.**

Sl. No.	Name of Police Station	Mouza & J.L. No.	L.R. Plot No	Portion of Plot Affected	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired: Acres	Area to be acquired: Hectares	Name of the land Owner/ interested persons
1			982	Partial	Private	Rupni	0.0007	0.0003	Nirmala Roy S/o- Dwigendra Niyati Roy D/O- Dwigendra Dinabandhu Roy S/o- Dwigendra Priyabala Roy D/O- Dwigendra Goutam Roy S/O- Dwigendra Anjana Roy Barman D/O- Dwigendra Anu Roy D/O- Dwigendra Santosh Roy S/O- Dwigendra Sukumar Roy S/O- Dwigendra Anita Singh W/o- Premjit Kumar Rubi Kumari W/O- Abhinash Kumar Atanu Bhanj S/O- Basudeb Kakali Bhanj W/O- Atanu All of Vill- Barapathuram
2	Phansidewa	Bara Pathuram, J.L.No.77	984	Partial	Private	Rupni	0.0025	0.0010	Anita Singh W/o- Premjit Kumar Ajit Kumar Singha S/o-Lalji Najit Singha S/o-Lalji Director of Ikon Constek Pvt. Ltd. Anita Singh W/o- Premjit Kumar Rubi Kumari W/O- Abhinash Niranjan Pandit S/O Jogesh Biswajit Saha S/O- Ranjit Atanu Bhanj S/O- Basudeb Kakoli Bhanj W/O Atanu All of Vill- Barapathuram- Maitreyee Das D/O- Amit of Gopalnagar
3			985	Partial	Private	Rupni	0.1656	0.0670	Anita Singh W/o- Premjit Kumar Anindita Saha Roy D/O- Ashesh Pathik Dutta S/O- Haricharan Sunit Saha S/O- Nripendra Narayan Amarjit Singh S/O- Parashuram All of Vill- Barapathuram Rakhi Kumari D/O- Manoj prasad of Vill-Sujanpur
4			986	Partial	Private	Rupni	0.2352	0.0952	Anita Singh W/O- Premjit Kumar
5			987	Partial	Government	Rupni	0.1497	0.0606	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
6			988	Partial	Government	Rupni	0.3642	0.1474	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
7			989	Partial	Common	Rupni	0.1982	0.0802	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling.Kalpana Singha W/O- BheluBhelu Singha S/O- RajaniNirupa Singha W/O- HiralalHiralal singha S/O- HonsodhorPune Das W/O- NirenNiren Das S/O- HararuAll of Vill- Barapathuram
8			990	Partial	Common	Rupni	0.3324	0.1345	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling. Raju Singha S/O- Honsodhor Shami Singha W/O- Badan Badan Singha S/O- Jehel Jharna singha W/O- Prakash Prakash Singha S/O- Honsodhor Nirupa Singha W/O- Hiralal Hiralal singha S/O- Honsodhor Basanti Singha W/O Deben Deven Singha S/O Honsodhor All of Vill- Barapathuram
9			991	Partial	Private	Rupni	0.2498	0.1011	Bhabakanta Singha S/O Gaisal Khagen Singha S/O Bhabakanta Leben Singha S/O Honsodhor Shuvankar Banik S/O Babul Diban Roy S/O Mongol Tinku Sarkar S/O Montu All of Vill- Barapathuram
10			992	Partial	Government	Path	0.0529	0.0214	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
11			993	Partial	Private	Danga	0.0682	0.0276	Narayan Basuniya S/O- Bimalendu Parikshit Basuniya S/O- Bimalendu Birendranath Singha S/O- Ullya Ranjit Singha S/O- Kamalakanta Nityananda Barman S/O- Digendranath Santosh Roy S/O- Digendranath Sukumar Roy S/O- Digendranath Rupak Singha S/O-Ranjit Supak Singha S/o- Ranjit Biswanath Singha S/O- Birendranath Hiranath Singha S/O- BIrendranath Nirmala Roy D/O Digenranath Niyati Roy D/O Digenranath Dinabandhu Roy S/O Digenranath Priyabala Roy D/O Digenranath Goutam Roy S/O Digendranath Anjana Roy D/O Digenranath Anu Roy D/O Digenranath all of Vill- Barapathuram
12			999	Partial	Government	Foot	1.0008	0.4050	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
					Sub total =		2.8202	1.1413	
13			1232	Partial	Private	Rupni	0.0442	0.0179	Kalkut Singh S/O Gamir Samsundar Modak S/O Prafulla Mahadev Mandol S/O Krishna Dhan Purushuttam Kumar S/O Rabindra Nath All of Choto pathuram
14	Phansidewa	Chhoto Pathuram, J.L.No.78	1233	Partial	Private	Rupni	0.0351	0.0142	Badan Singha S/O JehelUday Kr. Lakhandri S/O BudhoiSaben Lakhandri S/O BudhoiGoutam Sur Roy S/O SureshRita Barman W/O RajatBina Barman W/O PiyushPartha Pratim Barman S/O RameshwarPinki Kumari W/O Pankaj KumarSayak Bhattacharya S/O Lt. PradipSoumya Bhattacharya S/O Lt. PradipAbhijit Chatterjee S/O AnilRajat Adhikary S/O RamchandraArghajit Dey S/O Hari ShankarSorubala Barman W/O JatinTanmoy Chaki S/O AmalGita Chakraborty S/O Rabindra NathAvik Chatterjee S/O AmalArchana Chatterjee W/O AvikSiliguri Sumita Cancer Relief Welfare & Educational SocietyArabindo Ghosh S/O JagadishwarMoumita Chatterjee D/O PrakashManobendra Modok S/O Sailendra Arijit Mitra S/O SanjaySanjay Shrestha S/O Tara NarayanBinod Pradhan S/O RanbirSathi Modok Nandi W/O ManobendraAnindita Biswas W/O SatyajitMoumita Chatterjee W/O SubhasishModhumita Ghosh W/O ArabindoBhaswati Kumar W/O PurushuttamNamita Modok W/O BiswajitAlpona Saha W/O BiswaranjanSanjit Kumar S/O Madan All of Chhoto pathuram
15			1234	Partial	Private	Rupni	0.0175	0.0071	Nitai Roy S/O Ramesh Roma Singha W/O Bhabesh Ch. All of Chhoto pathuram
16			1323	Partial	Private	Rupni	0.0608	0.0246	Balu Singha S/O Uyashu Singha Bhadru Singh S/O Khosh Singh Sadru Singh S/O Khosan Singh all of Chhoto pathuram
17			1328	Partial	Private	Rupni	0.0479	0.0194	Mridul Murari Agarwal S/O Ramesh of Chhoto Pathuram
18			1329	Partial	Private	Rupni	0.0546	0.0221	Lakkhin Singh S/O Gitalu of Chhoto Pathuram
19			1330	Partial	Private	Rupni	0.0358	0.0145	Raslal Singh S/O Pakta singh of Chhoto Pathuram
20			1331	Partial	Private	Rupni	0.0702	0.0284	Raslal Singh S/O Pakta singh of Chhoto Pathuram
21			1332	Partial	Private	Rupni	0.0692	0.0280	Jharna Ghosh W/O Jiten Sumitra Shah W/O Bhagban Biswarup Mishra S/O Ramapada Goutam Shah S/O Ramsagar Suman Gupta W/O Bijay Kumar Roshan Lal Lal S/O Changur Prasad Shiv Shanker Shah S/O Ram Narayan Upen Singha S/O Katlu all of Chhoto Pathuram
22			1337	Partial	Private	Rupni	0.0783	0.0317	Ananda Ghosh S/O Hiralal Bhagabat Ghosh S/O Rohini Manik Ghosh S/O Hiralal Sumitra Shah W/O Bhagban Biswarup Mishra S/O Ramapada Goutam Shah S/O Ram Sagar Bhusan Ch. Karmakar S/O Harendra Mohan Suraj Debi Shaha D/O Ram Das Prem Shila Shaha D/O Sambhu Nath Jyoti Shaha S/O Uma Shanker Sushil Kumar Shaha S/O Shyam Sundar Alka Debi D/O Mulchand Sha Koushik Karmakar S/O Bhusan Ch. Suchishmita Khan Pal W/O Debobroto Khan all of Chhoto pathuram
23			1338	Partial	Private	Rupni	0.0514	0.0208	Anil Kumar Singh S/O PhagulalSunil Kumar Singha S/O PhagulalRadha Rani Sinha W/O Narendra MohanSanjay Agarwal (HUF) Amar Deep Jaiswal & SonsSanjay Jaiswal S/O Bidyut PrasadTapash Jaiswal S/O Bidyut PrasadBidyut Prasad Jaiswal S/O Sarju Prasad
24			1339	Partial	Private	Rupni	0.0124	0.0050	Anil Kumar Singh S/O Phagulal Sunil Kumar Singha S/O Phagulal Sujit Ghosh S/O-Jiban Anil Kr. Ghosh S/O- Umacharan Sanjay Jaisowal S/O- Bidyut Seema Saha W/O- Tapas Tapas Saha S/O- Upendra Nath Madhabi Rani Ghosh W/O- Sujit Bidyut Prasad Jaiswal S/O- Sarju Manish Agarwal S/O- Lt. Paban
25			1411	Partial	Private	Rupni	0.1055	0.0427	Sumanta Singha S/O- Gojen Dilip Singha S/o- Gojen Jyotsna Singha W/O- Gojen Ram Singh Jaiswal S/O- Lt. Shraban Neha Ghatani D/O- Ananda all of vill-Chhotopathuram
26			1412	Partial	Common	Rupni	0.0783	0.0317	On Behalf of Govt. Of West Bengal, Irrigation Deptt., TBP Ram Singh Jaiswal S/O- Lt. Shraban of Vill- Chhoto Pathuram
27			1231/1729	Full	Private	Sikastibhumi	0.1357	0.0549	Raslal Singh S/O Pakta of Chhoto Pathuram
28			1410/1742	Partial	Private	Rupni	0.0882	0.0357	Gobinda Roka S/O- Padam Singh
					Sub total =		0.9852	0.3987	
29	Phansidewa	Nirmal, J.L.No.73	56	Partial	Common	Danga	0.0803	0.0325	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Bhagyadhar Singh S/O- Prabhunath Abharani Sarkar W/O- Jagadish Jagadish Sarkar S/O- Jogesh Sakkhirani Mondal W/O- Bimal Lakkhirani Mondal W/O- Dulal Dulal Mondal S/O- Bimal Sabitree Sarkar W/O- Sukumar Sabita Sarkar W/O- of Subhash all of vill- Nirmal
30			57	Partial	Government	Rasta	0.0339	0.0137	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
31			58	Partial	Private	Danga Puratan Patit	0.5367	0.2172	Purnima Singha W/O- Jeblal Sudha Sarkar W/O- Radhakanto Malati Singha W/O- Bhagyadhar Lata Sarkar W/O- Kanchan all of Vill- Nirmal
32			64	Partial	Private	Rupni	0.1287	0.0521	Sanjay Parik S/O- Omprakash Priti Barman W/O- Kishalay Debasish Barman S/O- Falin Pratima Jordar Barman W/O- Debasish all of vill- Nirmal
33			65	Partial	Private	Danga	1.0823	0.4380	Priyalal Bhowmik S/O- Harimohan Pinaki Chanda S/O- Amal Ganga Saha W/O- Sanjay Rathindranath Singha S/O- Mahendra Sumit Guchhait S/O- Mohan Sankar Saha S/O- Narayan Gobinda Biswas S/O- Gokul Rikita Bhawal D/O- Panu Syamali Ghosh D/O- Nimai Ganesh Sarkar S/O- Ajit all of Vill- Nirmal
34			66	Partial	Government	Rasta	0.0302	0.0122	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
35			67	Partial	Common	Danga	0.2419	0.0979	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Pramila Sarkar W/O- Kushinath of Vill- Nirmal
36			68	Partial	Common	Danga	0.0262	0.0106	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Prafulla Sarkar S/O- Khitish Sinati Sarkar W/O- Narayan Sudhanya Sarkar S/O- Krishta Lal Sudarshan Sarkar S/O- Krishta Lal Ranjit Sarkar S/O- Krishta Lal all of Vill- Nirmal
37			240	Partial	Private	Rupni	0.0237	0.0096	Amar Ch. Singha S/O Pabitra Budhan Singha S/O Pabitra Harendranath Singha S/O Pabitra Ratan Kumar Agarwal S/O- Laxminarayan Adari Sarkar W/O- Jagannath Brojeshwar Das S/O Lt. Jalodhar Dhiren Mongar S/O- Kanu Nisha Purahit W/O- Amit Rekha Pradhan D/O- Bhakta Narayan Subhash Chhetri S/O- Ram Bahadur Kiran Gurung S/O- Kalu Singh Amit Sinhal S/O- Bajrang Lal Amit Agarwal S/O- Paban Rajbir Sharma S/O- Ram Kumar Sumit Sinhal S/O- Bajrang Lal Ushadebi Agarwal W/O- Mahendar Kiran Gurung D/O- Kalu Singh Panchami Singha W/O- Sonilal Chitromohan Singha S/O- Pachu all of Vill. Nirmal
38			241	Partial	Private	Rupni	0.1097	0.0444	Sushil Majumdar S/O Amulya Ratan Sukumar Majumdar S/O Amulya Ratan Panchanan Majumdar S/O Amulya Ratan Umesh Sharma S/O Mahendra Ramesh Sarma S/O Mahendra all of vill- Nirmal
39			242	Partial	Private	Danga	0.1515	0.0613	Ratan Kr. Agarwal S/O- Laxmi Narayan Mahen Singha S/O- Lt. Lal Shridam Das S/O- Brajeshwar Purnamal Sharma S/O- Ramchandra Bhumeshwari Sing D/O- Sumil Nanashwari D/O- Sumil all of Vill. Nirmal
40			498	Partial	Private	Rupni	0.0015	0.0006	Naradeb Sing S/O- Ramdayal of Nirmal
41			499	Partial	Common	Danga	0.0811	0.0328	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Mahen Singha S/O- Lal Singha of Vill- Nirmal
42			500	Partial	Private	Rupni	0.3694	0.1495	Bhakashwari Barnni W/O- Ambika
43			502	Partial	Private	Rupni	0.0272	0.0110	Sudhir Ch. Roy S/O- Futaru Baneshwari Singha W/O Fotru Bhabani Singha S/O Fotru Panomoti Singha D/O Fotru Kanyashwari Singha D/O Fotru Mira Singha D/O Fotru Swadesh Ch. Roy S/O Fotru Prabharani Ray D/O Fotru all of Vill. Nirmal
44			503	Partial	Private	Rupni	0.0452	0.0183	Mahen Singha S/O- Lt. Lal of Vill. Nirmal
45			506	Partial	Private	Rupni	0.0665	0.0269	Naradeb Sing S/O- Ramdayal of Nirmal
46			507	Partial	Private	Rupni	0.0311	0.0126	Haleshwari Roy W/O- SarenSaren Roy S/O- Khir Mohan of Nirmal
47			508	Partial	Common	Danga	0.0947	0.0383	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Biren Sing S/O Motor of Nirmal

Continued to Next Page

Continued from Previous Page

48			509	Partial	Government	Bastu	0.0183	0.0074	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
49			510	Partial	Private	Danga	0.0096	0.0039	Haleshwari Roy W/O- Saren Saren Roy S/O- Khir Mohan of Nirmal
50			517	Partial	Common	Danga	0.0022	0.0009	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Mahen Singha S/O- Lt. Lal of Vill- Nirmal
51			536	Partial	Government	Nala	0.0042	0.0017	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
52			537	Partial	Private	Danga	0.0111	0.0045	Mahiram Das S/O- Raj Kumar Himangshu Das S/O- Mahendra of Nirmal
53			543	Partial	Private	Danga	0.0193	0.0078	Patit Chakraborty S/O- Anil of Nirmal
						Sub total =	3.2265	1.3057	
54	Phansidewa	Bhushibhita, J.L.No.71	695	Partial	private	Rupni	0.0143	0.0058	Balimohan Singha S/O Phedel Rameshwar Singha S/O Phedel Both of Vill- Bhushibhita
						Sub total =	0.0143	0.0058	
55	Phansidewa	Liusipukuri ,J.L.No.84	469	Full	Government	Foot	0.02	0.0081	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
56			470	Partial	Government	Foot	0.0524	0.0212	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
57			471	Partial	Common	Foot	0.0393	0.0159	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Adiran Nechha W/O- Batasu Thuman Nechha S/O- Batasu Ashuruddin S/O- Batasu of Liusipukuri
58			536	Partial	Private	Danga	0.0756	0.0306	Tarani Singha S/O- Durjja of Vill- Liusipukuri
59			537	Partial	Private	Danga	0.0655	0.0265	Kharbaru Singha S/O- Belkanta Larbaru Singha S/O- Belkanta Krishak Lal Singha S/O Thelkanta Agamlal Singha S/O Thelkanta Mahen Singha S/O Thelkanta Bishaklal Singha S/O Thelkanta Hiran Singha S/O Thelkanta Samila Singha D/O Thelkanta Nila Singha D/O Thelkanta Dayamati Singha D/O Dhakan Jharna Singha Ray D/O Dhakan Dinomani Singha D/O Dhakan
									Bimal Singha S/O Dhakan All of Vill-Liusipukuri
60			543	Full	Private	Danga	0.02	0.0081	Khanchhar Bewa W/O Bangali Chehar Md. S/O Bangali Chhaoli Nechha W/O Bangali Sabratu Md. S/O Bangali Hulanu Md. S/O Bangali All of Vill- Liusipukuri
61			546	Partial	Private	Danga	0.0781	0.0316	Bimal Singha S/O- Dhakan Alima Khatun W/O- Kalimuddin All of Liusipukuri
62			551	Partial	Common	Danga	0.0717	0.0290	Arun Singha S/O Dhiren Karun Ch. Singha S/O Dhirendra Nath All of Vill. Liusipukuri On behalf of Govt. of West Bengal, I&WD.
63			569	Partial	Private	Rupni	0.1152	0.0466	Lebhuya Md. S/O- DardaruHari Singha S/O- PiyajuAnte Singha W/O- SureshSatya Singha S/O- SureshNishadebi Kami D/O- ChhabilalAll of Vill. Liusipukuri.
64			576	Partial	Private	Bansh	0.0689	0.0279	Kharbaru Singha S/O- Belkanta Larbaru Singha S/O- Belkanta Krishak Lal Singha S/O Thelkanta Agamlal Singha S/O Thelkanta Mahen Singha S/O Thelkanta Bishaklal Singha S/O Thelkanta Hiran Singha S/O Thelkanta Samila Singha D/O Thelkanta Nila Singha D/O Thelkanta Dayamati Singha D/O Dhakan Jharna Singha Ray D/O Dhakan Dinomani Singha D/O Dhakan Bimal Singha S/O Dhakan all of Vill. Liusipukuri
65			577	Partial	Private	Rupni	0.0121	0.0049	Ajijul Hossein S/O- Tabir Najima Begum W/O- Ajijul of Liusipukuri
66			578	Partial	Private	Rupni	0.0652	0.0264	Kawchishwari D/O Mahendra Khushilal Singha S/O Mahendra Ganeshwari D/O Mahendra Jogindranath Singha S/O Mahendra Suresh Singha S/O Mahendra Hasilal Singha S/O Mahendra all of Vill. Liusipukuri
67			580	Partial	Private	Rupni	0.0707	0.0286	Lebhuya Md. S/O- Dardaru Hari Singha S/O- Piyaju All of Vill. Liusipukuri
68			573/1865	Partial	Private	Rupni	0.0472	0.0191	Akiruddin Md. S/O- Batasa Tafiran Nechha W/O- Basu Thuman Nechha W/O- Puchu Samiran Nechha W/O- Batasu All of Vill- Liusipukuri
						Sub total =	0.8019	0.3245	
69	Phansidewa	Mahipal, J.L.No.88	9	Partial	Private	Danga	0.1124	0.0455	Dinlal Paul S/O Seltu Pakhari Bewa D/O Seltu of Mahipal
70			11	Partial	Private	Danga	0.0193	0.0078	Dinlal Paul S/O Seltu Pakhari Bewa D/O Seltu of Mahipal
71			12	Partial	Private	Danga	0.0129	0.0052	Monika Singha W/O Biswajit of Mahipal M/S. Central India Christian Mission, Damo, Madhyapradesh
72			13	Partial	Private	Danga	0.0205	0.0083	Monika Singha W/O Biswajit of Mahipal M/S. Central India Christian Mission, Damo, Madhyapradesh
73			15	Partial	Private	Danga	0.025	0.0101	Joydeb Ganesh S/O Batasu of Mahipal
74			16	Partial	Private	Danga	0.0151	0.0061	Central India Christian Mission, Bhopal M/S. Central India Christian Mission, Damo, Madhyapradesh
75			17	Partial	Private	Danga	0.0136	0.0055	Central India Christian Mission, Bhopal
76			18	Partial	Private	Danga	0.0193	0.0078	Sukru Ganesh S/O Dhula of Mahipal
77			20	Partial	Private	Danga	0.0143	0.0058	Central India Christian Mission, Bhopal
78			21	Partial	Private	Rupni	0.0148	0.0060	Pijush Dutta S/O Lt. Rajendra Nath Mrinal Kanti Gayin S/O Kiran Chandra Bidhu Bhusan Barman S/O Jaldhar ChandraSupriya Baidya W/O AnishNando Dulal Saha S/O Sashanka SekharAtal Chandra Gayin S/O Kiran ChandraAll of Mahipal
79			22	Partial	Private	Rupni	0.0007	0.0003	Pijush Dutta S/O Lt. Rajendra Nath Mrinal Kanti Gayin S/O Kiran Chandra Bidhu Bhusan Barman S/O Jaldhar Chandra Supriya Baidya W/O Anish Nando Dulal Saha S/O Sashanka Sekhar Atal Chandra Gayin S/O Kiran Chandra All of Mahipal
80			34	Partial	Private	Rupni	0.0006	0.00025	Rajmata Tea Company Pvt Ltd Bangur Avenue Kolkata - 55. Central India Christian Mission, Bhopal
81			92	Partial	Private	Danga	0.0259	0.0105	Tarseus Khalko S/O Fransis Blasias Minj S/O Jyoti Prokash All of Mahipal
82			93	Partial	Private	Danga	0.0114	0.0046	Tarseus Khalko S/O Fransis of Mahipal
83			94	Partial	Private	Danga	0.0146	0.0059	Kiran Debi Saha W/O Jagannath of Mahipal
84			95	Partial	Private	Danga	0.0457	0.0185	Dipa Roy W/O Narayan Chandra of Mahipal
85			96	Partial	Private	Danga	0.0158	0.0064	Dipa Roy W/O Narayan Chandra of Mahipal
86			113	Partial	Private	Danga	0.1497	0.0606	Prem Lal Singh S/O Budhu Lamki Roy (Singh) D/O Kaholal Bhadri Singh W/O Saholal Singh Jyotipal Roy W/O Nirmal Roy All of Mahipal
87			114	Partial	Private	Danga	0.0845	0.0342	Digen Singha S/O Lt. Nekendra Nath Dinesh Chandra Roy S/O Lt. Nekendra Nath Anil Kumar Roy S/O Lt. Nekendra Nath Ajit Singh S/O Lt. Nekendra Nath Sajol Paul S/O Surendra Nath All of Mahipal
						Sub total =	0.6161	0.24935	
88	Phansidewa	Nembutari, JL.No.86	480	Partial	Common	Rasta	0.0556	0.0225	On behalf of Govt. of West Bengal, District Board. On behalf of Govt. of West Bengal, I&WD
89			613	Partial	Common	Danga Puratan Patit	0.0778	0.0315	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Shephali Ganesh Pal W/O Arun Swapan Pal S/O Monoranjan Mongali Pal W/O Monoranjan All of Nembutari
90			650	Partial	Government	Danga	0.0084	0.0034	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
						Sub total =	0.1418	0.0574	
91	Phansidewa	Paschim Bansgaon Kismat, J.L.No.99	1977	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0035	0.0014	Krishna Singha S/O Lt. Dinesh of Paschim Bansgaon Kismat
92			1978	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0082	0.0033	Dol Gobinda Singh S/O Pradhan of Paschim Bansgaon.
93			1980	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0504	0.0204	Kali Charan Singha S/ O Dharma Kanto Dharmalal Singha S/O Ramju Hari Charan Singh S/O Dhanpat All of Paschim Bansgaon Kismat
94			1981	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0343	0.0139	Dema Singh S/O Pradhan Dol Gobinda Singh S/O Pradhan of Paschim Bansgaon Kismat
95			1982	Partial	Private	Dhanhar /2	0.0390	0.0158	Dines Singh S/O Rusilal
96			2244	Partial	Common	Dhanhar /1	0.0296	0.0120	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Sharat Singha S/O Janak of Paschim Bansgaon Kismat
97			2245	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0210	0.0085	Rabindra Nath Singha S/O Dol Gobinda Gouri Singha D/O Dol Gobinda of Paschim Bansgaon Kismat
98			2246	Partial	Common	Dhanhar /1	0.0321	0.0130	Lakkhishwari Singh D/O Gora Chand Biren Singha S/O- Janjalu Dhiren Singha S/O-Janjalu Kali Prasad Singha S/O- Janjalu Hiresh Singha S/O-Janjalu Ajit Singha S/O Janjalu all of Paschim Bansgaon Kismat
99			2247	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0272	0.0110	Suren Singha S/O Babu Chanda Seken Singha S/O Dharen Nagen Singha S/O Dharen All of Paschim Bansgaon Kismat
100			2248	Partial	Private	Dhanhar	0.0378	0.0153	Dinesh Singh S/O Rusilal Singh
101			2249	Full	Private	Dhanhar /1	0.06	0.0243	Dharen Singha S/O Sobu Chanda Suren Singha S/O Babu Chanda All of Paschim Bansgaon Kismat
102			2250	Full	Common	Doba	0.02	0.0081	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
103			2251	Partial	Common	Path/ Dhanhar /1	0.3062	0.1239	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Suren Singha S/O Babu Chanda Seken Singha S/O Dharen Nagen Singha S/O Dharen Sukumar Singha S/O Lt. Noja All of Paschim Bansgaon Kismat
104			2252	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0262	0.0106	Kuber Singh S/O Fagulal Lakkhishwari Singh D/O Gora Chand Biren Singha S/O Janjalu Dhiren Singha S/O Janjalu Kali Prosad Sinha S/O Janjalu Hiresh Singha S/O Janjalu Ajit Singha S/O Janjalu All of Paschim Bansgaon Kismat
105			2253	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0516	0.0209	Bimal Ghosh S/O Budhu of Paschim Bansgaon Kismat
106			2254	Partial	Private	Vit/1	0.0166	0.0067	Bimal Ghosh SO Budhu of Paschim Bansgaon Kismat
107			2261	Partial	Government	Path	0.0205	0.0083	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling Bimal Ghosh SO Budhu of Paschim Bansgaon Kismat
108			2262	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0245	0.0099	Krishna Singha S/O Lt. Dinesh of Paschim Bansgaon Kismat
109			2263	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0445	0.0180	Arun Kr Singha S/O Ram Bijay Kr Singha S/O Ram Hari Mohan Singha S/O Ram Sasodhar Singha S/O Ram of Paschim Bansgaon Kismat
						Sub total =	0.8532	0.3453	
110	Phansidewa	Bansgaon, J.L.No.110	333	Partial	Private	Dhanhar	0.0497	0.0201	Pancham Kr Singh S/O Gajendra Nath of Bansgaon
111			334	Partial	Private	Dhanhar	0.0578	0.0234	Pancham Kr Singh S/O Gajendra Nath of Bansgaon
112			337	Partial	Common	Dhanhar /1	0.1710	0.0692	On behalf of Govt. of West Bengal, Teesta I&WD Sudhan Singha S/O Akshay Lal Khirod Singha S/O Akshay Lal Ratan Kr Singha S/O Akshay Lal Karunamoy Singha S/O Akshay Lal Koilash Singha S/O Akshay Lal All of Vill. Bansgaon.
113			338	Partial	Common	Dhanhar /1	0.1134	0.0459	On behalf of Govt. of West Bengal,Teesta I&WD Goutam Singha S/O Dol Singha of Vill. Bansgaon.
114			345	Partial	Common	Dhanhar /1	0.0292	0.0118	Nis Potol Singha S/O Kristo Singha of Bansgaon On behalf of Govt. of West Bengal,Teesta I&WD
115			346	Partial	Common	Dhanhar	0.0062	0.0025	Chankra Singh S/O Bhuchu Singha On behalf of Govt. of West Bengal,Teesta I&WD of Bansgaon
116			374	Partial	Private	Dhanhar	0.1722	0.0697	Pancham Kr Singha S/O Gajendra of Bansgaon
117			375	Partial	Private	Dhanhar	0.0904	0.0366	Chultung Singha S/O Kholo Phani Singha S/O Kholo Surendra Singha S/O Kholo All of Bansgaon
118			376	Partial	Private	Pukur	0.1025	0.0415	Gajendra Singh S/O Jestho Kanto Pancham Kumar Singha S/O Gajendra All of Bansgaon
119			377	Partial	Private	Dhanhar	0.0435	0.0176	Gajendra Singh S/O Jestho Kanto Pancham Kumar Singha S/O Gajendra All of Bansgaon
120			399	Partial	Private	Bastu	0.0230	0.0093	Gajendra Singh S/O Jestho Kanto of Bansgaon
121			400	Partial	Private	Vit	0.0934	0.0378	Gajendra Singh S/O Jestho Kanto of Bansgaon
122			401	Full	Private	Vit	0.0200	0.0081	Ghang Singh S/O Khalgon of Bansgaon
123			402	Partial	Private	Path	0.0116	0.0047	Ghang Singh S/O Khalgon Chiku Singha S/O Ram Prasad Jha Chultung Singha S/O Kholo Tara Chandra Singha S/O Rasik Lal Phani Singha S/O Kholo Surendra Singha S/O Kholo Kateshwar Singha S/O Khujendra Nath Kartik Singha S/O Lt. Khujendra Nath Ganesh Chandra Singha S/O Lt. Khujendra Nath Jamuna Singha D/O Lt. Khujendra Nath Ripu Singh S/O Lt. Khujendra Nath All of Vill. Bansgaon
124			403	Partial	Private	Vit/2	0.0405	0.0164	Pancham Kr Singh S/O Gajendra Nath Harilal Singha S/O Gajendra Janaku Singha S/O Babulal All of Bansgaon
125			420	Partial	Private	Dhanhar	0.0175	0.0071	Chultung Singha S/O Kholo Phani Singha S/O Kholo Surendra Singha S/O Kholo All of Bansgaon
126			421	Partial	Private	Pukur	0.0027	0.0011	Gajendra Singh S/O Jesto Kanto Pancham Kumar Singha S/O Gajendra All of Bansgaon
						Sub total =	1.0448	0.4228	
127	Phansidewa	Bansgaon Chakla, J.L.No.111, (Sheet-1)	401	Partial	Common	Dhanhar /1	0.3235	0.1309	On behalf of Govt. of West Bengal, I&WD Rabi Khalko S/O Khasia of Bansgaon Chakla
128			428	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0188	0.0076	Gafar Ali S/O Sohor Ali of Bansgaon Chakla
129			429	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0670	0.0271	Abdul Md S/O Gafar Ali of Bansgaon Chakla
130			431	Partial	Private	Vit/1	0.0277	0.0112	Budhu Md S/O Maku Mitan Nechha W/O Maku Saharuddin S/O Maku All of Bansgaon Chakla
131			432	Partial	Government	Dhanhar /1	0.0815	0.0330	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
132			433	Partial	Common	Nala	0.0141	0.0057	Jalu Md S/O Cherag Dhaniman Nechha W/O Maniruddin All of vill- Bansgaon Chakla On behalf of Govt. of West Bengal, I&WD All of vill- Bansgaon Chakla
133			434	Partial	Private	Vit/2	0.0089	0.0036	Abdul Md S/O Gafar Ali of Bansgaon Chakla
134			484	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0185	0.0075	Abdul Md S/O Gafar Ali of Bansgaon Chakla
135			485	Partial	Private	Vit/1	0.0521	0.0211	Puratu Md S/O Chhepa of Bansgaon Chakla
136			486	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0408	0.0165	Budhu Md S/O Maku Mitan Nechha W/O Maku Sohoruddin S/O Maku All of Bansgaon Chakla
137			487	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0205	0.0083	Md Jainuddin S/O Md Yunus of Bansgaon Chakla
138			492	Partial	Private	Vit/1	0.0474	0.0192	Yunus Md S/O Pania Md Md Khurshed S/O Pania Md of Bansgaon Chakla
139			532	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0882	0.0357	Md Khurshed S/O Pania Md of Bansgaon Chakla
						Sub total =	0.8090	0.3274	
140	Phansidewa	Bansgaon Chakla, J.L.No.111 (Sheet-2)	854	Partial	Private	Dhanhar /1	0.2869	0.1161	Nausad Ansari S/O Taiyub Ali Naosad Ansari S/O Taiyub Ali All of vill Bansgaon Chakla
141			856	Partial	Private	Dhanhar /1	0.3615	0.1463	Jalaluddin S/O Yakub Ramjan Ansari S/O Yakub Saharab Ansari S/O Yakub Samar Alsari S/O Kismat Sirajuddin Ansari S/O Yakub Hamid Ansari S/O Yakub Md Halim Ansari S/O Md Kalam Khaled Ansari S/O Md Tahir All of vill Bansgaon Chakla
142			857	Partial	Private	Vit/1	0.2352	0.0952	Jalaluddin S/O Yakub Ramjan Ansari S/O Yakub Saharab Ansari S/O Yakub Samar Alsari S/O Kismat Sirajuddin Ansari S/O Yakub Hamid Ansari S/O Yakub Md Halim Ansari S/O Md Kalam Md Romjan S/O Fazlul Khaled Ansari S/O Md Tahir Md Rafik Ansari S/O Tamijuddin All of vill Bansgaon Chakla
143			920	Partial	Government	Dhanhar /1	0.0109	0.0044	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
144			921	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0366	0.0148	Manja Soren S/O Fatey of vill Bansgaon Chakla
145			922	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0492	0.0199	Manja Soren S/O Fatey of vill Bansgaon Chakla
146			924	Partial	Private	Vit/1	0.0507	0.0205	Manja Soren S/O Fatey of vill Bansgaon Chakla
147			925	Partial	Private	Vit/1	0.0210	0.0085	Jewan Hemram S/O Mohan Dhuma Hemram S/O Mohan All of Bansgaon Chakla
148			926	Partial	Private	Vit/1	0.0571	0.0231	Mongol Soren S/O Gupin of Bansgaon Chakla
149			927	Partial	Government	Rasta	0.0086	0.0035	On behalf of Govt. of West Bengal, Collector, Darjeeling
150			1465	Partial	Private	Vit/1	0.0178	0.0072	Ajijur Rahman S/O Abdul Hanif Imam Hussain S/O Abdul
									Hanif of Bansgaon Chakla
151			1466	Partial	Private	Dhanhar /1	0.0040	0.0016	Harma Basoki S/O Dhabu of Bansgaon Chakla
152			1688	Partial	Private	Vit/2	0.3044	0.1232	Jatlu Mardi S/O Ram Rai Duriyo Mardi S/O Ram Sai Dhuma Mardi S/O Ram Sai Gopi Nath Hasda S/O Baila Sukurmani Hasda W/O Sanatan Monu Orao S/O Salku Madhusudhan Orao S/O Durga Prokash Tirki S/O Som Pandu Mardi S/O Bapoi Mili Mardi D/O Bapoi Talamoi Hasda W/O Som Sunita Mardii D/O Som Sumi Mardii D/O Som Bapai Mardi S/O Som Som Murmu S/O Hopna Lakkhiram Murmu S/O Hopna Parbati Besra D/O Hopna Lakkhi Murmu D/O Hopna Suniram Murmu S/O Hopna All of Vill Bansgaon Chakla
153			1689	Full	Private	Path	0.0900	0.0364	Jatlu Mardi S/O Ram Rai Duriyo Mardi S/O Ram Sai Dhuma Mardi S/O Ram Sai Gopi Nath Hasda S/O Baila Sukurmani Hasda W/O Sanatan Budhni Hasda D/O Boihala Pandu Mardi S/O Bapoi Mili Mardi D/O Bapoi Talamoi Hasda W/O Som Sunita Mardii D/O Som Sumi Mardii D/O Som Bapai Mardi S/O Som Som Murmu S/O Hopna Lakkhiram Murmu S/O Hopna Parbati Besra D/O Hopna Lakkhi Murmu D/O Hopna Suniram Murmu S/O Hopna All of Vill Bansgaon Chakla
154			1690	Full	Private	Vit/1	0.1200	0.0486	Jatlu Mardi S/O Ram Rai Duriyo Mardi S/O Ram Sai Dhuma Mardi S/O Ram Sai Gopi Nath Hasda S/O Baila Sukurmani Hasda W/O Sanatan Pandu Mardi S/O Bapoi Mili Mardi D/O Bapoi Talamoi Hasda W/O Som Sunita Mardii D/O Som Sumi Mardii D/O Som Bapai Mardi S/O Som Som Murmu S/O Hopna Lakkhiram Murmu S/O Hopna Parbati Besra D/O Hopna Lakkhi Murmu D/O Hopna Suniram Murmu S/O Hopna All of Vill Bansgaon Chakla
155			1691	Partial	Private	Vit/2	0.1438	0.0582	Duriyo Mardi S/O Ram Sai Dhuma Mardi S/O Ram SaiMonu Orao S/O Salku
									Madhusudhan Orao S/O Durga Prokash Tirki S/O SomPandu Mardi S/O Bapoi Mili Mardi D/O Bapoi Talamoi Hasda W/O Som Sunita Mardii D/O Som Sumi Mardii D/O SomBapai Mardi S/O Som Som Murmu S/O Hopna Lakkhiram Murmu S/O Hopna Parbati Besra D/O Hopna Lakkhi Murmu D/O Hopna Suniram Murmu S/O Hopna All of Vill Bansgaon Chakla
			1694	Partial	Private	Bastu	0.0062	0.0025	Jatlu Mardi S/O Ram Rai Duriyo Mardi S/O Ram Sai Dhuma Mardi S/O Ram Sai Gopi Nath Hasda S/O Baila Sukurmani Hasda W/O Sanatan Pandu Mardi S/O Bapoi Mili Mardi D/O Bapoi Talamoi Hasda W/O Som Sunita Mardii D/O Som Sumi Mardii D/O Som Bapai Mardi S/O Som Som Murmu S/O Hopna Lakkhiram Murmu S/O Hopna Parbati Besra D/O Hopna

Continued to Next Page

Continued from Previous Page								
[illegible]								
187								Singha S/O- Khanbaru All of Rangapani
188	811	Full	Private	Danga	0.0700	0.0283	Ujjal Mani S/O- Krishnagopal of Vill- Rangapani	
189	1042	Partial	Government	Foot	0.1688	0.0683	On behalf of Govt. of West Bengal, P.W.D.	
190	1043	Partial	Government	Rasta	0.1119	0.0453	On behalf of Govt. of West Bengal, P.W.D.	
191	1044	Partial	Government	Foot	0.2128	0.0861	On behalf of Govt. of West Bengal, P.W.D.	
				Sub-total =	6.6173	2.6779		
			Land to be acquired in Darjeeling District (Grand Total) =		20.1976	8.1736		

[F. No. W/207/CON/NJP/LAND/AUB-NJP (3rd & 4th Line)/7]
SANJEEV KUMAR, Chief Engineer/CON

রেল পুলিশের থানা হতে পারে তিস্তাবাজারে

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বাংলার সঙ্গে সিকিমের রেল যোগাযোগ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই পরিস্থিতিতে যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে রেল পুলিশ এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, পাহাড়ি পথে নয়া রেল রুটে কোনও থানা নেই। সেক্ষেত্রে দীর্ঘ রেলপথে নতুন থানা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে আলোচনা চলছে, কালিম্পংয়ের তিস্তাবাজার এলাকায় রেল পুলিশের নতুন থানা হতে পারে। শিলিগুড়ি রেল পুলিশ সুপার ইন্দ্রবদন ঝা বলেন, 'দীর্ঘ রেলপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে নতুন থানা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। পুজোর মরশুম শেষে রাজ্যের কাছে এ নিয়ে প্রস্তাব পাঠানো হবে। রাজ্য অনুমোদন দিলেই থানা গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হবে।'

সেবকের পর থেকে পাহাড় কেটে একাধিক টানেল তৈরি করে নতুন রেলপথ তৈরি হচ্ছে। ওই পথে বাংলার সীমানা পর্যন্ত এলাকায় একাধিক স্টেশনও হবে। তবে, সেবক ছাড়িয়ে গেলে নয়া রেলপথে পুলিশি ব্যবস্থা নেই। এ নিয়ে আলোচনার পর সেবক ও রংপোর মধ্যবর্তী এলাকায় নতুন থানা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল পুলিশের কর্তারা জানাচ্ছেন, প্রাথমিকভাবে তিস্তাবাজার এলাকায় থানা গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছে। শীঘ্রই রেল পুলিশের কর্তারা ওই এলাকা পরিদর্শনে যাবেন।

রেল পুলিশ সূত্রে খবর, রাজ্যের সিলমোহর পেলে প্রয়োজন অনুসারে থানার জায়গা পরিবর্তন হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্য ওই রেলপথে বড় যে স্টেশন তৈরি হবে সেখানেও থানা হতে পারে। তবে রেল পুলিশের কর্তাদের দাবি, তিস্তাবাজার এলাকায় থানা হলে বাংলা-সিকিম সীমানা এলাকা পর্যন্ত নজরদারি চালানো অনেকটাই সহজ হবে।

গেট মিটিং

হাসিমারা, ২৩ অক্টোবর : শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে কালচিনি ব্লকের সাতালি চা বাগানে গেট মিটিং কর্মসূচি হল চা বাগান শ্রমিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে। শুক্রবার গেট মিটিংয়ে উপস্থিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিকি চিকবড়াইক বলেন, 'অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা গ্র্যাচুইটির টাকা পাচ্ছেন না। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চুক্তি কার্যকরি করাসহ একাধিক দাবিতে গেট মিটিং করা হয়।'

ঘরে ফেরার পালা।। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে। ছবি : সুশান্ত পাল

কংগ্রেসের 'ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও'

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজো শেষ হতেই আন্দোলনে ফিরছে কংগ্রেস। জনমত তৈরির লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) মাধ্যমে যোগ্য ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে আগামী সপ্তাহ থেকে রাজ্যে 'ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' কর্মসূচির ডাক দিয়েছে কংগ্রেস। উত্তরবঙ্গে কর্মসূচি কার্যত শুরু হবে শিলিগুড়ি থেকে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি সহ কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং ও উত্তর দিনাজপুরের জন্য পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হচ্ছে সঞ্জয় কাপুরকে। দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরের জন্য পর্যবেক্ষক করা হয়েছে ধীরাজ গুর্জরকে।

রাজ্যে কার্যত পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিকে হাতিয়ার করতে চাইছে কংগ্রেস। রাজ্যকে ৮টি জোনে ভাগ করে এক মাস ধরে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিটি জোনের জন্য একজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়িতে দার্জিলিং জেলার কর্মসূচির সূচনা হবে। এরপর জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুরে কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক হবে। ছয় জেলার পর্যবেক্ষক সঞ্জয় কাপুর বলেন, 'বিজেপি সরকার ভোটচুরি করছে। ভোটচুরির বিরুদ্ধে

সর্বত্র জনমত গড়ে তুলতে কংগ্রেস টানা কর্মসূচি নিচ্ছে। সময় পেলে যাঁদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলব। কী করতে হবে তা জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে জানিয়ে দেব। জেলার বৈঠকের পর প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে বৈঠক করব।' সঞ্জয় জানান, ২৮ অক্টোবর তিনি শিলিগুড়িতে আসবেন। ৩১ অক্টোবর দিল্লি ফিরে যাবেন। দিল্লির রামলিলা ময়দানে আগামী ৮ নভেম্বর সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচি রয়েছে। ওই কর্মসূচি শেষে তিনি দ্বিতীয় দফার আন্দোলনের জন্য উত্তরবঙ্গে ফিরে আসবেন। রাজ্য কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলাওয়াড়ি কর্মসূচির রূপরেখা কংগ্রেসের থিংকট্যাংক তৈরি করেছে বলে খবর।

চলতি বছর বিভিন্ন পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার কথা। পুরভোটকে পাখির চোখ করে ২০২৯-এর ভোটের প্রস্তুতি শুরু করতে চাইছে কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, পুজো শুরুর আগেই জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে শিলিগুড়িতেও আন্দোলনের রাস্তায় নেমেছে কংগ্রেস। দফায় দফায় প্রতিবাদ মিছিল, কুশপুতুল দাহ, মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এবার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে কংগ্রেস। যে কারণে পুর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ড ও গ্রামাঞ্চলে বৈঠক, মিছিলের মতো কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, 'এক মাস ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জেলার বৈঠকের পর প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে পর্যবেক্ষক বৈঠক করবেন। প্রতিটি জেলায় টানা কর্মসূচি হবে।'

দুর্ঘটনায় মৃত পোস্টকর্মী

রায়গঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম শংকর রায় (৬৩)। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর এলাকায়। তিনি পেশায় রায়গঞ্জ পোস্ট অফিসের অস্থায়ী কর্মী। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শংকরবাবু সাইকেল নিয়ে রূপাহারের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় জাতীয় সড়কে আচমকাই একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা হাইওয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শুক্রবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়ির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

সম্মানিত সেনাছাউনি

বানারহাট, ২৩ অক্টোবর : পরিচ্ছন্নতা, সবুজায়ন, শক্তি সাশ্রয় ও জল সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি পেল বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনি। ২২ অক্টোবর নয়াদিল্লির মানেকশ কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালের জাতীয় স্তরের এই সম্মান প্রদান করেন সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ। ছাউনির তরফে পুরস্কার গ্রহণ করেন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আরকে সিং। পরিবেশ সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে সেনাছাউনির ধারাবাহিক উদ্যোগের স্বীকৃতি এই সম্মান। ডুয়ার্সের কাছে এই সাফল্য গর্বের।

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+O+, বয়স 28 থেকে 40 কোনও স্বহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক থাকলে অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 8420315038. (C/124308)

জ্যোতিষ

তিন মাসে জ্যোতিষ শিখে জ্যোতিষী হোন। সরকার স্বীকৃত সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। ডঃ গৌতম আচার্য্য (কেপি) -9749396806. (C/124007)

কর্মখালি

Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। S:- 30,000/-. পর্যন্ত :- 7602379600. (C/124224)

•

Urgent Vacancy for Siliguri Male Local Candidate for Office. Min. Class 12 pass. Bengali. 25-35 years. M - 8637372499. (C/124229)

ক্রয়

Require Bolero 2nd hand Four Wheel Drive (Must) in good condition. M : 9733140669. (B/B)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sudipta Mandol W/O Apurba Mandol Vill- Ramkrishna Colony P.O. Falakata. P.S. Falakata, Dist- Alipurduar. আমার আধার কার্ডে ভুল থাকায় গত 9.10.2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার Notary তে অ্যাফিডেভিট করে Sudipta Mandol এবং Sudipta Paul একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

•

ছেলে Anup Barman -র মাধ্যমিকের এডমিট, রেজিঃ সার্টিফিকেট, মার্কশিট ও পাস সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলক্রমে Provash Barman থাকায় 14.8.2026 তারিখে দিনহাটা Ld. JM (1st. cl.) কোর্টে 7440 নং অ্যাফিডেভিট বলে নিজ আধার ও রেশন কার্ড অনুযায়ী Prabhat Barman হলাম। যিনি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। সাং- বাতাসুরকুঠি, দুর্গানগর, সাহেবগঞ্জ, কোচবিহার। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৯৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৯৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কাটিহার মণ্ডলে সিগন্যাল এণ্ড টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এস-২০২৬-কে-৩৭ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: ডিইএন/এস/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এনসি-২৬, এনসি-৫১, এনসি-৩৯, এনসি-১৬, এনসি-৮, এনসি-২ এবং এনসি-৩ এ আরইউবির ব্যবস্থা করার জন্যে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৭০,২৪,২৫৬.৯৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৪০,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের সংশোধনী-১ এ অবলোকন করুন।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি)/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অন্য সময়ে দুর্গার আরাধনা সিঙ্গারদহে

বরুণ মজুমদার

করণদিঘি, ২৩ অক্টোবর : শারদীয় দুর্গোৎসব শেষ হওয়ার পর যখন বিসর্জনের বিষাদ নামে, তখনই সিঙ্গারদহে শুরু হয় আর এক দুর্গাপুজো। করণদিঘি ব্লকের এই গ্রামের সোনামতি কুম্ভরানির পুজো চার শতাধিক বছরের ঐতিহ্য বহন করছে। সাধারণ দুর্গাপুজোর নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে, শারদীয় উৎসবের পরের প্রথম মঙ্গলবার ঢাক বাজিয়ে শুরু হয় এই ব্যতিক্রমী আয়োজন।

স্থানীয় প্রবীণ ও ইতিহাসপ্রেমীদের মতে, প্রাচীনকালে এই এলাকার সঙ্গে যুক্ত এক বধূর স্মৃতি এবং কুমোর সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক যোগসূত্র ঘিরে এই পুজোর সূচনা। তবে শুরুর নির্দিষ্ট সাল-তারিখের লিখিত দলিল নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিবারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে কালক্রমে এলাকার সর্বজনীন উৎসবে রূপ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সোমনাথ সিংহ।

পুজো কমিটির তরফে যদুনন্দন সিংহ বলেন, 'পাল রাজার রাজত্বকালে এই পুজো শুরুর সুনির্দিষ্ট সাল-তারিখের লিখিত দলিল না থাকলেও, উত্তরবঙ্গের পাল আমলের লোকায়ত সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থেকেই এই ধরনের ব্যতিক্রমী গ্রামীণ পুজোগুলোর শিকড় সমাজে পুষ্ট হয়েছিল বলে পূর্বপুরুষের কাহিনী এখনও সিঙ্গারদহে শোনা যায়।' লোকশ্রুতি অনুযায়ী, সোনামতি নামের নারীর আরাধনা বা স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই এই উৎসবের সূত্রপাত হয়েছিল।

পুজো কমিটির সম্পাদক কফুরচন্দ্র সিংহ জানালেন, শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রথম মঙ্গলবার এই পুজো হয়। স্থানীয় ভাষায় এটি 'আটোয়ারী পুজো' নামে পরিচিত। বিসর্জনের পর অষ্টমঙ্গলার দিন বিকেল ৪টেয় পুজো শুরু হয়, শেষ হয় সন্ধ্যা ৬টায়। তাঁর আরও সংযোজন, 'প্রতি মাসের শনি ও মঙ্গলবার পাঁঠাবলির প্রচলন এখনও রয়েছে। পুজোর স্বল্প সময়ে ১৫- ২০টা পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।'

সিঙ্গারদহের এই পুজোয় শাস্ত্রীয় রীতির সঙ্গে মিশেছে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি ও বিশ্বাস। স্থানীয়দের

পাশাপাশি করণদিঘি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকা এবং প্রতিবেশী বিহার থেকেও বহু মানুষ আসেন দেবীর দর্শনে ও মানত পূরণে। সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। সিঙ্গারদহের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারাও পুজো ও মেলাকে ঘিরে উৎসবে শামিল হন। দেবীর অলৌকিক মহিমা ও মানত পূরণের আশায় দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। স্থানীয় সঞ্জয়কুমার সিংহের কথায়, 'এই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সিঙ্গারদহে এক বিশাল মেলা হয়। পুজোর কয়েকদিন মেলায় নানা ধরনের কুটির শিল্প, গ্রামীণ সামগ্রী, মিষ্টি ও খেলনার দোকান বসে। সবশেষে শনিবার শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সমাপ্তি হয়।'

কাটিহার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান

কাটিহারে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ক্যাটালগ নং.: সি-৫৬-১-এসসি-কেএনই। রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) : ১০-১১-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টায়। দিন : ১০৯৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-পিআরএনএ-টিওআই-২৩১-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস)	পূর্ণিয়া জং. রেলওয়ে স্টেশনে
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-এআরকিউ-টিওআই-২৩০-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস)	আররিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে
এএ/৩	পিএনইউ-কেআইআর-কেএনই-টিওআই-২৩২-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস)	কিষাণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ১০-১১-২০২৬ তারিখে ১০:৫০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন ১০ বার। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোন : শিয়ালদহ ডিভিশন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪। অকশন ক্যাটালগ নং. : এসডিএএইচ-পার্সেল-৬৯। নিলামকারী কর্তৃপক্ষ : সিনিয়র ডিসিএম। নিলাম শুরু (সকল লটের) : ০৯.১১.২৬ তারিখ দুপুর ১২:০০টা। নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় : ০৯.১১.২৬ তারিখ দুপুর ২টো। ক্রমান্বয়িক লট বন্ধের মধ্যবর্তী বিরাম সময় : ১০ মিনিট। বিবরণ : এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (একক কামরায়) (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/৯-এর জন্য) এবং পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং এবি/১-এর জন্য)। এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, ট্রিপ সংখ্যা/দিন, বন্ধের তারিখ ও সময় নিম্নরূপ : এএ/১, ১৩১৬৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৮৩, ০৯.১১.২৬, ১২.৩০ ঘ., এএ/২, ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ০৯.১১.২৬, ১২.৪০ ঘ., এএ/৩, ১৩১৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমএফপি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১৫৬, ০৯.১১.২৬, ১২.৫০ ঘ., এএ/৪, ২২৫৮৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিএনআরএস-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৪৭০, ০৯.১১.২৬, ১৩.০০ ঘ., এএ/৫, ১২৩৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ০৯.১১.২৬, ১৩.১০ ঘ., এএ/৬, ২২৩১৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেএটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১৫৬, ০৯.১১.২৬, ১৩.২০ ঘ., এএ/৭, ১২২৫৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিকেএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৬২৬, ০৯.১১.২৬, ১৩.৩০ ঘ., এএ/৮, ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এইচজিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৪৭০, ০৯.১১.২৬, ১৩.৪০ ঘ., এএ/৯, ১২৪৯৬-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-বিকেএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১৫৭, ০৯.১১.২৬, ১৩.৫০ ঘ., এবি/১, ১৩১৫১-১৩১৫২-ভিপি-১-কেওএএ-জেএটি-২৬-৩ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান), ৯৪০, ০৯.১১.২৬, ১৪.০০ ঘ., দরহার একক : ট্রিপ প্রতি লাইসেন্স ফি (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/৯-এর জন্য) এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (উভয় অভিমুখে) (এসএকিউ নং. এবি/১-এর জন্য), বায়না অর্থ : ১০টি ট্রিপের দরপ্রস্তাব মূল্য (ন্যূনতম ৫ লাখ) (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/৯-এর জন্য) এবং রাউন্ড ট্রিপের দরপ্রস্তাব মূল্য (ন্যূনতম ১০ লাখ) (এসইকিউ নং এবি/১-এর জন্য)।

SDAH-273/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

দেবী চৌধুরাণী সন্ধে ৬.৩০ কালার্স বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ ফাটাফাটি, ১০.১৫ দেবা, দুপুর ১.৪৫ রাবণ, বিকেল ৪.৪৫ দাদা, রাত ৯.৩০ চ্যাম্প

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দুজনে, দুপুর ১.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, বিকেল ৫.০০ কীর্তনের পর কীর্তন, রাত ৯.৩০ খোকা ৪২০

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শ্যাম সাহেব, বেলা ১১.৩০ তোমায় পাবো বলে, দুপুর ২.৩০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, বিকেল ৫.০০ পিতা মাতা সন্তান, রাত ৮.০০ অগ্নিপথ, ১০.০০ পথ ও প্রাসাদ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চোখের আলোয়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২৮ শিবম, দুপুর ২.২২ হিম্মতওয়র, বিকেল ৪.৫৬ মক্ষী, সন্ধে ৭.২৯ থনাল, রাত ১০.০৭ ওন্টারি

স্টার গোল্ড রোমান্স : বেলা ১১.০৯ ইয়ে হ্যায় জলওয়া, দুপুর ১.১৫ দিওয়ানা মস্তানা, বিকেল ৫.১৩ লুকা চুপ্পি, সন্ধে ৭.৫৫ কিস কিসকো পেয়ার করুঁ, রাত ১০.৫৫ বিচ্ছু

পথ ও প্রাসাদ রাত ১০.০০ জি বাংলা সোনার

বিজয়া সম্মীলনির বিশেষ অনুষ্ঠান চরণ ছুঁয়ে যাই সন্ধে ৭.৩০ ডিডি বাংলা

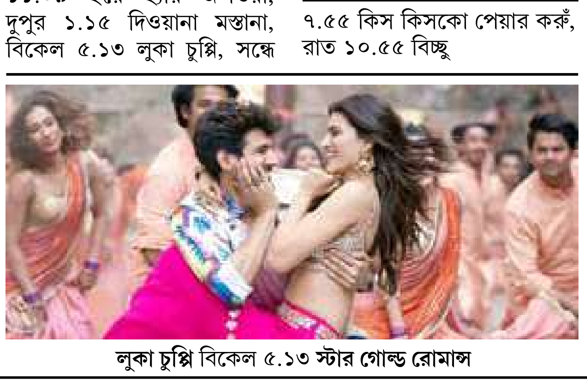

লুকা চুপ্পি বিকেল ৫.১৩ স্টার গোল্ড রোমান্স

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ কার্তিক, ভাঃ ২ কার্তিক, ২৪ অক্টোবর, ৬ কাতি, সংবৎ ১৩ আশ্বিন সুদি, ১২ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪২, অঃ ৫।২। শনিবার, ত্রয়োদশী দিবা ১১।৪০। উত্তরভাদ্রনক্ষত্র রাত্রি ৮।৩ ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ৮।৩০। তৈতিলকরণ দিবা ১১।৪০ গতে গরকরণ রাত্রি ১১।১৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১১।৪০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১১।৪০ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৭ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।২ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৪।৭ গতে ৫।৪২ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৮।৩০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৭ গতে ১১।৪০ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৮।৩ গতে ৮।৩০ মধ্যে বৃষলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১২।৪৭ গতে শেষরাত্রি ৪।৭ মধ্যে সিংহ ও কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্দ্দশীর সপিণ্ডন। দিবা ১১।৪০ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। রাষ্ট্রসংঘ দিবস (২৪ অক্টোবর)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৫ মধ্যে ও ৭।১৯ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।২ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৯ গতে ২।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।২৩ গতে ৩।১৫ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যায় কাজের সঙ্গে নিজের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে জড়িয়ে পড়তে পারেন। অপত্যস্নেহে ব্যয়। বৃষ : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। প্রেমে শুভ। মিথুন : অতিভোজনে শারীরিক সমস্যা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কন্যার জন্য গর্বিত। কর্কট : নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। সিংহ : মায়ের রোগমুক্তি স্বস্তি দেবে। কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমালোচিত হবেন। কন্যা : বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের জটিলতা কাটিয়ে উঠবেন। নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। তুলা : মায়ের জন্য মানসিক উদ্বেগ থাকবে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। বৃশ্চিক : আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান। বাড়িতে পূজাচর্নার উদ্যোগ। ধনু : মিথ্যে অপবাদ নিতে হতে পারে। সন্তানের বিবাহ স্থির হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। মকর : কোনও কিছু প্রাপ্তিতে বাধা আসবে। মায়ের শরীরের দিকে নজর দিন। কুম্ভ : পথে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তিলাভ। মীন : ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদ প্রাপ্তি।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

মাটির নীচে মাছের ঘুম

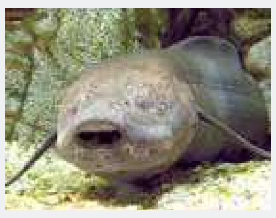

মাছ সাধারণত জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, কিন্তু আফ্রিকার লাংফিশ বা ফুসফুসওয়ালা মাছের গল্পটা আলাদা। গরমকালে যখন নদী বা হ্রদের জল পুরোপুরি শুকিয়ে যায়, তখন এরা কাদার নীচে গর্ত করে ঢুকে যায়। নিজেদের শরীর থেকে এক ধরনের রস বের করে এরা কাদার ভেতর শক্ত কোকুন বা খোলস বানায়। বাইরে মাটি ইটের মতো শক্ত হয়ে গেলেও, এরা বাতাস থেকে শ্বাস নিয়ে সেই মাটির নীচে টানা কয়েক বছর পর্যন্ত জ্যান্ত ঘুমিয়ে কাটাতে পারে।

মহাকাশে ধাতুর অদ্ভুত জোড়া

পৃথিবীতে দুটি ধাতুর টুকরো জোড়া লাগাতে গেলে প্রচুর তাপ দিয়ে গলিয়ে ঝালাই করতে হয়। কিন্তু মহাকাশের শূন্যতায় দুটি পরিষ্কার এবং একই ধরনের ধাতব টুকরোকে একে অপরের সঙ্গে ছুঁইয়ে দিলে তারা নিজে থেকেই চিরকালের জন্য জোড়া লেগে যায়। একে কোল্ড ওয়েল্ডিং বা ঠান্ডা জোড়া বলা হয়। মহাকাশে বাতাসের কোনও স্তর না থাকায় ধাতুর অণুগুলো বুঝতে পারে না যে তারা আলাদা টুকরো, তাই তারা সহজেই মিশে যায়।

কাচের বৃষ্টি হওয়া গ্রহ

মহাকাশের একটি দূরবর্তী গ্রহ দেখতে পৃথিবীর মতো সুন্দর নীল রঙের হলেও, এটি আক্ষরিক অর্থেই এক ভয়ংকর নরক। এই গ্রহের আবহাওয়া সিলিকন কণা দিয়ে ভরা। প্রবল তাপমাত্রায় সেই সিলিকন গলে গিয়ে ধারালো কাচের আকার নেয়। সেখানে বৃষ্টির জলের বদলে অবিরাম ধারালো কাচের টুকরো প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে অনুভূমিকভাবে তীব্র বেগে ছুটে বেড়ায়, যা যে কোনও কিছুকে নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে।

মহাকাশে উচ্চতা বৃদ্ধি

মহাকাশচারীরা যখন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে কয়েক মাস কাটিয়ে পৃথিবীতে ফেরেন, তখন তাঁদের উচ্চতা আগের চেয়ে প্রায় দুই ইঞ্চি পর্যন্ত বেড়ে যায়। পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদের মেরুদণ্ডকে সারাক্ষণ নীচের দিকে টেনে চেপে রাখে। কিন্তু মহাকাশের ভরহীন পরিবেশে সেই টান না থাকায় মেরুদণ্ডের হাড়ের মাঝখানের অংশগুলো প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়। অবশ্য পৃথিবীতে ফেরার কয়েকদিন পরই তাঁরা আবার নিজেদের পুরোনো উচ্চতায় ফিরে আসেন।

বাতাসে শীতের ছোঁয়া

বৃষ্টিতে ভিজতে পারে হেমন্ত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : পুজো শেষ হতেই আবহাওয়ায় ভোলবদল। মিঠে রোদে পুজো হাসলেও ফের বৃষ্টির ভ্রূকুটি। পূর্বাভাস মিলিয়ে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় মাসের শেষলগ্নে ঝড়-বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা। মঙ্গলবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও, পরবর্তী ক'দিন দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরের মাটিও ভিজবে বৃষ্টির জলে। হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির ঝাপটা বেশি থাকলেও, শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা কম গৌড়বঙ্গের। তাহলে কি এই বৃষ্টির হাত ধরে শীত ফিরছে উত্তরে? এখনও এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে না পারলেও, বৃষ্টির ক'দিন যে উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রার পতন ঘটবে অনেকটাই, তা নিশ্চিত করছেন আবহবিদরা। পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল।

শুষ্ক আবহাওয়ায় পাতা ঝরা শুরু, চলছে হেমন্তের শিরশিরানি। এমন আবহাওয়ায় প্রশ্ন, কবে আলমারি খুলে নামাতে হবে গরম পোশাক? এল নিনোর প্রভাবে এ বছর শীতের স্থায়িত্ব নিয়ে এখনও সংশয় তৈরি হয়েছে। কিন্তু বর্ষা বিদায়েও বৃষ্টি থেকে রেহাই মিলছে না এখনও। বরং ২৮ অক্টোবর থেকে টানা ক'দিন ঝেঁপে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে শুক্রবার বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ায়। সম্ভাব্য যা গতিপ্রকৃতি, তাতে নিম্নচাপটি শক্তি সঞ্চয় করে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়লেও তার বড়সড়ো প্রভাব পড়বে বাংলায়। উত্তরবঙ্গেও আবহাওয়ার বড়সড়ো বদল হতে চলেছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যে কারণে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

- বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হতেই মাসের শেষে বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সর্বত্র
- হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, পাহাড়ে ধস সতর্কতা
- রাতের পাশাপাশি দিনের তাপমাত্রাও হ্রাস পাবে, তবে এখনও জাঁকিয়ে শীত নয়

আবহাওয়ার বর্তমান যা গতিপ্রকৃতি, তাতে ২৮ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯ অক্টোবর ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়। ৩০ অক্টোবর দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি দু-একটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ৩১ অক্টোবর বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি এবং জলপাইগুড়ির দু-এক জায়গায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। কোচবিহার ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ১ নভেম্বর কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এমন পরিস্থিতির সম্ভাবনায় আকাশে চোখ রেখে পাহাড়ি অঞ্চলের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। ভারী বৃষ্টির জেরে, বিশেষ করে ৩০ ও ৩১ অক্টোবর পাহাড়ে ধস নামার আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের বিশেষ বুলেটিনে।

এমন টানা বৃষ্টির জন্য তাপমাত্রা হ্রাসের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে দুপুরে চড়া রোদ থাকলেও সকাল-রাতে তাপমাত্রার পতন ঘটছে। যে কারণে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড়ে ৩২-৩৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকলেও সর্বনিম্ন নেমে যাচ্ছে ২২-২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। বৃষ্টির প্রভাবে রাতের পাশাপাশি দিনের তাপমাত্রাও অনেকটা হ্রাস পাবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা।

বিকল্প জমি প্রত্যাখ্যান ভারতীয় সেনার

নিরাপত্তার স্বার্থে জোরপোখুরি চাই

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : নেওড়াভ্যালির জোরপোখুরিতে সেনাছাউনির জন্য বিকল্প জায়গার প্রস্তাবে প্রায় সায় নেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর। ১০ হাজার ২৫৯ ফুট উচ্চতার জোরপোখুরির বিকল্প হিসেবে সিকিমের প্যাঙ্গোলাখা অভয়ারণ্য এবং ভুটানের তোর্ষা (জিগমে খেসার) স্ট্রিক্ট অভয়ারণ্যের দিকের পাহাড়ি এলাকায় বিকল্প জায়গার প্রস্তাব দিয়েছিল বন দপ্তর। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি সেনাদল। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে নেওড়াভ্যালির জোরপোখুরির ৩ হেক্টর জমিই লাগবে তাদের।

নেওড়াভ্যালির সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং ভুটান, সিকিম ও বাংলার ট্রাই-জংশন পয়েন্টের জোরপোখুরিতেই সেনাছাউনির জন্য ৩ হেক্টর জমি চেয়ে গত জুন মাসে বন দপ্তরের কাছে লিখিত আবেদন জানায় সেনাবাহিনী। এই খবর 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ প্রকাশিত হতেই বন্যপ্রাণ সংগঠনগুলির মধ্যে হইচই পড়ে যায়। সেনাছাউনির বিরোধিতায় পথে না নামলেও সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রতিবাদ করেছে সংগঠনগুলি।

বাঘ, ভাল্লুক, বিলুপ্তপ্রায় জন্তু থেকে শুরু করে নাম না-জানা কীটপতঙ্গ ও গাছগাছালিতে ভরা নেওড়ার এই ঘন জঙ্গল। কিন্তু সেনাবাহিনী দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে জোরপোখুরির পাহাড়ি অঞ্চলকেই 'স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিকল্প কোনও ভৌগোলিক অবস্থানে তারা সেনাছাউনি করতে নারাজ। ফলে সমস্যায় পড়েছে বন দপ্তর।

নেওড়াভ্যালিতে সেনাছাউনি হবে কি না, সেজন্য একাধিক সরকারি পদক্ষেপের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রথমে

- বিকল্প জমির প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওড়ার জোরপোখুরিতেই সেনাছাউনির দাবিতে অনড় সেনাবাহিনী
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সেনাছাউনি হলে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের আশঙ্কা পরিবেশকর্মীদের
- প্রস্তাবিত সেনাছাউনির চূড়ান্ত ছাড়পত্রের জন্য প্রয়োজন রাজ্য ও কেন্দ্রের অনুমোদন

নভেম্বরে বন দপ্তর ও সেনাবাহিনীর যৌথ দল জোরপোখুরির পাহাড়ি অঞ্চলে সরেজমিন পরিদর্শন করবে। তারপর রাজ্য ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ডে প্রস্তাব পাশ হতে হবে। যদিও নতুন সরকার রাজ্যে আসার পর ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ডের কমিটিই গঠন করেনি। এরপর কেন্দ্রীয় ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ড এবং ফরেস্ট কনজারভেশন আইনের ধারায় বিষয়টি বিবেচিত হবে। সবশেষে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

নেওড়ার ভার্জিন জীববৈচিত্র্যকে ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় মনোনয়নের জন্য পাঠানো হয়েছে। জঙ্গলের ভেতর পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা দূর অস্ত, ইকো পর্যটন প্রসারেও সন্তর্পণে লাগাম টানা হয়েছে। শীঘ্রই নেওড়ার সীমানা থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে নতুন-পুরোনো রিসর্টের অবস্থান নিয়ে প্রশাসন, বন দপ্তর ও ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটির সমীক্ষা শুরু হতে চলেছে। তাই প্রস্তাবিত সেনাছাউনির বিষয়টি জাতীয় স্তরে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

পরিবেশকর্মী ডঃ রাজা রাউত বলেন, 'দেশের নিরাপত্তার স্বার্থ অবশ্যই দেখতে হবে। তাই বলে গহন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নয়।' বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে জানিয়েছেন, এই ধরনের সেনাছাউনি হলে গভীর জঙ্গলের ভেতর যাতায়াতের রাস্তার জন্য আলাদা জমি দিতে হবে। নির্মাণকাজ হলে ট্রাই-জংশন পয়েন্টে বন্যপ্রাণের করিডর ধ্বংস হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'নেওড়ার জঙ্গলে সেনাবাহিনীর প্রস্তাবিত সেনাছাউনির জন্য জমির বিষয়টি রাজ্য ও জাতীয় স্তরের উচ্চপর্যায়ে দেখা হচ্ছে।'

গোপন কথাটি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তাঁর একটি মেসেজে স্থানীয় শেরিফ অফিসের বিরুদ্ধে হুমকির আভাস পেয়ে এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা ফ্ল্যাগ করে দেয়। এরপর পুলিশ গিয়ে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে।

জানা গিয়েছে, গত অগাস্ট মাসের পর থেকে এধরনের অন্তত তিনটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, চ্যাটবটে লেখা আপনার প্রতিটি কথা সরাসরি পুলিশের কাছে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এআই-কে ব্যক্তিগত ডায়েরি ভাবার যে চরম ভুল অনেকে করছেন, এই ঘটনাগুলো তাঁদের জন্য কড়া সতর্কবার্তা। শুধু তাই নয়, মুদ্রার অন্য পিঠও রয়েছে। পুলিশও এখন তদন্তের কাজে দেদার এআই ব্যবহার করছে। বডি-ক্যামেরার অডিও থেকে সরাসরি পুলিশের রিপোর্ট তৈরি করে দিচ্ছে অ্যাক্সনের 'ড্রাফট ওয়ান' প্রযুক্তি। যদিও যন্ত্রের এই অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে রিপোর্টে ভুলের সম্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যে বহু নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠন তীব্র আপত্তি তুলেছে।

তাই এআই-এর সঙ্গে আড্ডায় বসার আগে এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখুন যে, কৃত্রিম মেধার মানুষের মতো কথা বলার ক্ষমতা থাকলেও তার নিজস্ব কোনও বিবেক বা নৈতিক দায়িত্ববোধ নেই। দ্বিতীয়ত, এআই-এর সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত কথোপকথন সব সময় গোপন থাকবে, এমন গ্যারান্টি দুনিয়ার কেউ দিতে পারে না। তাছাড়া এআই-কে নিজের সবচেয়ে গোপন কথাটি বলার আগে অন্তত একবার ভেবে দেখুন, এই কথাটি অন্য কোনও মানুষ পড়লে আপনার ঠিক কেমন লাগবে!

বিসর্জনের পরে।। *ঝাঁ চকচকে লালমোহন মৌলিক ঘাট (বামে)। পুজোর সামগ্রী ও কাঠামো জমে রয়েছে নৌকাঘাটে। শুক্রবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।*

পুজোয় আর টানা ছুটি নয় হাসপাতালে

প্রথম পাতার পর

পরিবার ও সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেওয়া মানবিক অধিকারের পরিপন্থী।'

হাসপাতালগুলিতে পরিচ্ছন্নতা নিয়েও শুক্রবারের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। কোচবিহার, মালদা ও উত্তরবঙ্গ সহ বেশকিছু মেডিকেল কলেজে পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি থাকায় সুপার, অধ্যক্ষরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর রোষে পড়েন। পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও কর্মী থাকা সত্ত্বেও পরিষ্কার রাখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠে। এর প্রতিকারে এখন থেকে দিনে তিনবার হাসপাতাল পরিষ্কার করার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। ওই তিনবারই শৌচাগার, হাসপাতালের ওয়ার্ড ও করিডর পরিষ্কার করতে হবে। সারপ্রাইজ ভিজিট করে নন-মেডিকেল ডেপুটি সুপাররা দেখবেন, কাজটি ঠিকমতো করা হচ্ছে কি না। হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন রাখার দায় থাকবে তাঁদের ওপরই। তাঁরা নিয়মিত উপাধ্যক্ষকে রিপোর্ট পাঠাবেন। সাফাইয়ে গাফিলতি প্রমাণ হলে প্রথমে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে শোকজ করবে স্বাস্থ্য দপ্তর। জবাব সন্তোষজনক না হলে কিংবা পরপর তিনবার শোকজ হলে সেই সংস্থার ওয়ার্ক অর্ডার বাতিল করে দেওয়া হতে পারে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের সাফাইকর্মী ও সরঞ্জাম যথেষ্টই। কিন্তু বিনা অনুমতিতে ছুটি নেওয়া হচ্ছে। এটা যেন না হয়।' স্বাস্থ্য ভবনে শুক্রবারের বৈঠকে রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজের সুপার, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো মেডিকেল কলেজের অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগ আসার পর স্বাস্থ্য দপ্তর খোঁজ নিয়ে দেখেছে, সেখানকার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সহ পাঁচজন নন-মেডিকেল সুপার অনুমতি ছাড়া ছুটিতে ছিলেন।

মেডিকেল কলেজে ৩৬৪ জন সাফাইকর্মী ও পর্যাপ্ত সরঞ্জাম মজুত থাকা সত্ত্বেও এই বেহাল দশা। এরপর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের শোকজ করা হয়।

অন্দরে বেনজির যুদ্ধ

প্রথম পাতার পর

গর্গের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এতটাই যে, নির্বাচন কমিশনার বিবেক যোশি জরুরি ফাইল চেয়ে পাঠালেও প্রশাসনিক বিভাগ তা দিতে কার্যত অস্বীকার করেছিল। কমিশনের অন্দরের ফাটল আরও চওড়া হয়েছে নতুন আইটি প্রোটোকল বিতর্ককে কেন্দ্র করে। আইটি বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সীমা খান্নার তৈরি করা নতুন ব্যবস্থায় ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা বাদ দেওয়ার মূল কারিগর, অর্থাৎ ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) কেন্দ্রীয় ডেটাবেস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

এই সমস্ত বিতর্কিত পদক্ষেপ ঘিরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে অন্য দুই কমিশনারের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে, যা স্বাধীন ভারতে নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে কার্যত নজিরবিহীন বলে মনে করা হচ্ছে।

বিক্রি হচ্ছে চিনা রসুন

প্রথম পাতার পর

শহরে ঢোকার জন্য ব্যবহার করা হয় বাস। মাল তোলার সিন্ডিকেটের সঙ্গে মাসিক চুক্তি করে নির্দিষ্ট বাসে অন্য পণ্যের সঙ্গেই তুলে দেওয়া হয় ৫০ কেজির কাঁচা রসুনের বস্তা। সিন্ডিকেটকে টাকা দেওয়াই যথেষ্ট নয়। বস্তা লুকিয়ে রাখতে বাসচালক ও কনডাক্টরদের চা-বিস্কুটের খরচও দিতে হয়। বছর দেড়েক আগে কোর্ট মোড়ে বাস থামিয়ে বস্তাগুলি নামানো হত। এখন অবশ্য লোকচক্ষুর আড়ালে হাতবদল করতে বিশেষ নজর রাখছে পাচারকারীদের দল।

এ জন্য তিনটি জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি রেগুলেটেড মার্কেট সংলগ্ন এলাকা। দ্বিতীয়টি দার্জিলিং মোড় থেকে হিলকার্ট রোডে যাওয়ার পথে একটি দামি হোটেলের সামনে। তৃতীয়টি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি বাসস্ট্যান্ড। প্রতিটি জায়গায় আগে থেকেই পিকআপ ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝপথে বাস থামিয়ে দ্রুত রসুনের বস্তা ছোট পণ্যবাহী গাড়িতে তোলা হয়। হাতবদলের পর গাড়িগুলি নির্দিষ্ট গন্তব্যে রওনা দেয়। রেগুলেটেড মার্কেটের কাছের ছোট পণ্যবাহী গাড়িটি সরাসরি সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

হিলকার্ট রোডের হোটেলের সামনের গাড়িটি বিধান রোডের একটি কালী মন্দিরের সামনে রসুনের বস্তা নামায়। সেখান থেকে রসুন বিভিন্ন বাজারে যায়। ওই এলাকায় আরও কিছু পণ্যবাহী গাড়ি অপেক্ষা করে। সেগুলি শহরের বিভিন্ন হোটেলে রসুন পৌঁছে দেয়। অন্য গাড়িগুলি রওনা দেয় সংলগ্ন রাজ্যগুলির দিকে।

এই পাচারে খরচ কত? রসুনের বস্তা নামিয়ে ছোট পণ্যবাহী গাড়ি চালু করার ফাঁকেই এক পাচারকারী বললেন, 'সবাইকেই তো হাতে রাখতে হয়। তাই ১৭০ টাকা কেজি হিসেবে পানিট্যাঙ্কি থেকে রসুন কিনলেও বাজারগুলোতে ২১০ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি করি।' খোলা বাজারে সেই রসুনের দাম কেজিপ্রতি ২৩৫ টাকা। অথচ দেশি রসুনের দাম কেজিপ্রতি ১৮০ থেকে ১৯০ টাকার মধ্যে। তা হলে এত দামে রসুন কিনছেন কারা?

ক্ষুদিরামপল্লির ব্যবসায়ী অমল সাহার কথায়, 'আসলে এই রসুনগুলো শহরের অধিকাংশ হোটেলগুলোতে বিশেষ চাহিদা রয়েছে। পাহাড় থেকে শহরে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যেও চাহিদা রয়েছে। কারণ, সহজে এগুলির কোয়া ছাড়ানো যায়।'

হায়দরপাড়া বাজারে এই রসুন প্রকাশ্যেই বিক্রি হয়। সেখানকার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য নির্মল পালের বক্তব্য, 'একবার বাজারে কোনও সামগ্রী ঢুকে গেলে আমরা ক্রেতা-বিক্রেতাকে আটকাবো কীভাবে? নিয়ন্ত্রণ আনতে গেলে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে।' এই পরিস্থিতিতে নজরদারি চালাবে কে? সেবক রোডের একটি হোটেলের ম্যানেজার অর্জুন থাপার কথায়, 'প্রশাসন এই রসুন ব্যবহার করতে মানা করলে, আমরা আর ব্যবহার করব না।' তবে এখনও সেরকম কিছু বলা হয়নি বলে তাঁর দাবি।

ছুটবে জয়রাইড

প্রথম পাতার পর

সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রচারও শুরু হয়েছে।

ডিএইচআর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত কোনও রুটে মাত্র একজন পর্যটকের জন্য জয়রাইড চালানো হয়নি। প্রতিটি পরিষেবা ন্যূনতম ৫০ শতাংশ পর্যটক নিয়ে যাত্রা শুরু করে এসেছে। কার্সিয়াংয়ের পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে এবার সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো হচ্ছে।

দুটি জয়রাইডের ভাড়ায় রয়েছে পার্থক্য। ঐতিহ্যবাহী বাষ্পচালিত ইঞ্জিনে পাহাড়ি পথে ছুটবে 'রেড পান্ডা'। এই জয়রাইডে যাত্রীপিছু ভাড়া ১,৫৩০ টাকা। অন্যদিকে, ডিজেল ইঞ্জিনে চলা 'মুক্তধারা'র ভাড়া ১,০৩০ টাকা। খরচের পার্থক্যের কারণেই দুটি পরিষেবার ভাড়ায় এমন তফাত।

সিআইআই নর্থবেঙ্গল ট্যুরিজম প্যানেলের চেয়ারম্যান সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'রেলের এই সিদ্ধান্ত সাহসী এবং সময় উপযোগী। কার্সিয়াং ট্যুরিজম সার্কিটের দাবি দীর্ঘদিনের। সম্ভাবনাও প্রবল। এই পরিস্থিতিতে ডিএইচআরের পদক্ষেপ পর্যটন মহলে আশা জাগাবে। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে দার্জিলিংয়ের সঙ্গে কার্সিয়াংও আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে।'

শহরের পথে পা অরুণের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : গ্রাম ছেড়ে এবার শহরের ভোটার হতে চাইছেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল। কত নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার হতে চাইছেন, তা না বললেও অরুণ ভোটার কার্ড স্থানান্তরের জন্য আবেদন করার কথা স্বীকার করেছেন। খুব তাড়াতাড়ি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোট হওয়ার কথা। মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অরুণের এই পদক্ষেপ কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিজেপির অন্দরেও চর্চা শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

অরুণের কথা, 'শিলিগুড়ি শহরের ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন করেছি। বাকিটা ধীরে ধীরে খোলসা করব।' শিলিগুড়ির হাতি মোড়ের কাছে অরুণের শ্বশুরবাড়ি। সেই কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি অরুণ। অরুণ তাঁর শ্বশুরবাড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার হতে চাইছেন কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পদের দৌড়ে বিজেপির একাধিক নেতার নাম ভাসছে। অরুণের ভোটার কার্ড স্থানান্তরের আবেদনের পরে সেই তালিকায় অরুণের নামও জুড়ল বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

মেয়র হওয়ার দাবিদার হিসেবে নিজের নাম ভাসাতেই অরুণের এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিজেপির কিছু নেতা। তাঁদের যুক্তি, বর্তমানে অরুণ বিধাননগরের ভোটার।

ভোটার কার্ড স্থানান্তরের আবেদনে জল্পনা

থাকেন শিবমন্দিরে। রাজ্য সরকার শিবমন্দিরকে পুরসভা করার কথা ঘোষণা করেছে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। তবে শিবমন্দির পুরসভা হওয়ার আগেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোট হতে পারে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, চাইলে অরুণ শিবমন্দির পুরসভার চেয়ারম্যান পদের জন্য লড়াই করতে পারতেন। অরুণের এই পদক্ষেপের পর প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি তিনি সেই অপেক্ষায় থাকতে চাইছেন না? নাকি শিবমন্দিরে রাজনৈতিক ভিত শক্ত না করতে পারাই অরুণের এই পদক্ষেপের কারণ?

অরুণের জন্য শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভোটে প্রার্থী হওয়ার রাস্তাও খোলা। তিনি চাইলে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি পদে লড়তে পারতেন। কিন্তু বিধাননগরে তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপিরই একটি অংশ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর দলীয় সূত্রে।

দলের একাংশের মতে, বিজেপি এক ব্যক্তি, এক পদ নীতিতে বিশ্বাসী। সেক্ষেত্রে ভোটে দাঁড়ালে অরুণকে জেলা সভাপতির পদ ছাড়তে হতে পারে।

বিজেপির একাধিক জেলার সভাপতি বদলের ঘটনায় আর একটি জল্পনাও উসকেছে। তাহলে কি অরুণ জেলা সভাপতির পদ থেকে তাঁর অপসারণের কোনও ইঙ্গিত পেয়েছেন? অরুণ মুখ না খোলা পর্যন্ত এইসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। তবে পুরনিগমের মেয়র পদের জন্য যেসব নেতা দৌড়ে রয়েছেন, অরুণ ভোটার কার্ড স্থানান্তরের জন্য আবেদন করায় তাঁরা অস্বস্তিতে পড়তে পারেন বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

কাঠামোপুজোও বিগ ইভেন্ট বোল্লায়

পতিরাম, ২৩ অক্টোবর : 'হ্যালো গাইজ, আমি ভ্লগার পিউভিউ। এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি বোল্লা মন্দিরের ঠিক সামনে। আজ আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। কাঠামোপুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হল আমাদের সবার প্রিয় বোল্লা রক্ষাকালীর পুজোর আয়োজন। সেই মুহূর্ত তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। সবাই প্লিজ লাইক আর শেয়ার করে দিও।'

শুক্রবার সকাল থেকেই বোল্লাকালীর মন্দির চত্বরে ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে যেমন দর্শনার্থীর সংখ্যা অনেক, তেমনই আবার ছিলেন প্রচুর সংখ্যক ভ্লগাররাও। একদিকে যেমন কাঠামোপুজোর আয়োজন দেখতে ব্যস্ত ছিলেন দর্শনার্থীরা, তেমনই আবার সেলফি স্টিকের ডগায় মোবাইল আটকে, পোশাকের বোতামের জায়গায় ছোট্ট মাইক আটকে ভ্লগাররা ব্যস্ত ছিলেন সেই অনুষ্ঠানের লাইভ সম্প্রচার করতে অথবা ভ্লগ বানাতে। বালুরঘাটের পিয়াল ধর ওরফে পিউভিউ থেকে বাদামাইলের জয়জিৎ, পতিরামের পাপ্পু, কুমারগঞ্জের কমল— জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্লগাররা ভিড় করেছিলেন মন্দির চত্বরে।

সুপ্রাচীন বোল্লাকালীর সঙ্গে এমনিতেও বহু মানুষের আবেগ ও ভক্তি জড়িয়ে রয়েছে। তবে স্থানীয়রাই বলছেন, কাঠামোপুজোকে কেন্দ্র করে এমন আবেগ ও ভিড় বছর দু'তিন আগেও দেখা যেত না। এজন্য 'অবদান' কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ারই— মানছেন সকলে। পিয়াল ধর ওরফে পিউভিউয়ের কথায়, 'আমাদের সকলের আবেগ জড়িয়ে এই পুজোয়।

আমি তো সকাল ৯টা ৪০ মিনিটেই চলে এসেছি। সওয়া দশটার দিকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। যেখানে বাঁশ কাটা হয়েছে, সেখানেও গিয়েছিলাম।' বিশেষ প্রদীপ নিয়ে আরতির সময় পুরোহিতের নাচ স্বচক্ষে দেখে তিনি মুগ্ধ বলে জানান পিয়াল।

সকাল সওয়া দশটা। মন্দির সংলগ্ন পুকুর থেকে তোলা হল পুজোর কাঠামো। দুধ ও জল দিয়ে ধুয়ে শুরু হল পুজোর আয়োজন। ছাপ্পান্ন রকমের ভোগ, প্রায় এক কেজি ওজনের কদমা-খাজা, একসঙ্গে বহু ঢাকির ঢাকের আওয়াজ আর বিশেষ গাছা প্রদীপ হাতে পুরোহিতের নাচ— কোনও মুহূর্তই ক্যামেরাবন্দি করতে ভুললেন না দর্শনার্থী থেকে শুরু করে ভ্লগাররা। আট কিলোমিটার দূরের বাউলের বড়া এলাকায় গিয়ে বিশেষ তেরো ইঞ্চি বাঁশ কাটার দৃশ্যও ধরা পড়ল তাঁদের ক্যামেরায়। বাঁশ নিয়ে হেঁটে ফেরার দৃশ্যও ছড়িয়ে পড়ল সমাজমাধ্যমে। ফলে মন্দিরে পৌঁছাতে না পারলেও বাড়িতে বসে ফেসবুকের ভিডিওতে বোল্লা রক্ষাকালীর কাঠামোপুজো দেখার সুযোগ পেলেন বহু ভক্ত। বোল্লাকালীর পুজোর দিন ও মেলায় এখন যে সাংঘাতিক ভিড় হয়, তারই এক ট্রেইলার যেন দেখা গেল এদিন।

দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : ভেঙে পড়া নির্মীয়মাণ দেওয়ালের তলায় চাপা পড়ে বুধবার এক শিশুর মৃত্যু হল কিশনগঞ্জের কসেরাপট্টিতে। মৃতা ফাতিমা বানু (৫) পাঞ্জিপাড়ার বাসিন্দা ছিল। দুর্ঘটনার পর ফাতিমাকে গুরুতর আহত অবস্থায় কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে শিলিগুড়িতে রেফার করা হয়। পথে সে মারা যায়। বৃহস্পতিবার রাতে ভেঙে পড়া দেওয়ালের বাড়ির মালিক ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ফাতিমার দিদিমা থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ বাড়ির মালিক ও ঠিকাদারের খোঁজ করছে।

গৃহস্থের লক্ষ্মীলাভে নতুন হাওয়া

পুরভোটের প্রস্তুতিতে বিজয়া সম্মিলনি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : পুরভোটের প্রস্তুতির হিসেবে এবার বিজেপি বিজয়া সম্মিলনিকে সামাজিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, রাজ্যের বাকি অংশে বিধানসভাভিত্তিক এক-দুটি বিজয়া সম্মিলনির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও শিলিগুড়িতে প্রতিটি ওয়ার্ডে হবে এমন অনুষ্ঠান। বাদ যাচ্ছে না প্রস্তাবিত ওয়ার্ডগুলিও।

সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পুজোর সময় বিভিন্ন জায়গায় বইয়ের স্টল দিয়েছিল বিজেপি। সংঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগেও বইয়ের স্টল দেওয়া হয়েছিল। এবারে পাখির চোখে বিজয়া সম্মিলনি এবং তার মাধ্যমে জনসংযোগ। শিলিগুড়ির প্রস্তাবিত ৬৩টি ওয়ার্ডেই পৃথকভাবে সামাজিক মেলবন্ধনের এমন আয়োজন করা হচ্ছে। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তুফান সাহার বক্তব্য, 'বিজয়া সম্মিলনির প্রস্তুতি চলছে। দলের তরফে নির্দিষ্ট করে আবারও সূচি দেওয়া হবে নিশ্চয়ই। তবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের রয়েছে।' ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর আদিত্য মোদক বলেন, 'বিজয়া সম্মিলনি প্রত্যেক কোঅর্ডিনেটরের তরফে হবে। সেই প্রস্তুতি চলছে।'

ওয়ার্ড স্তরে বিজয়া সম্মিলনির রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর, ইনচার্জ এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে। লক্ষ্মীপুজোর পর থেকে কালীপুজোর আগে এই কর্মসূচি শেষের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গৃহস্থের দুয়ারে পৌঁছে প্রবীণ ও বিশিষ্টজনদের সংবর্ধনা জানানো, মিষ্টিমুখ করানো এবং সামাজিক সেতু গড়ে তোলার মাধ্যমে ক্ষোভ-অভিমান ভুলে জনসংযোগ নিবিড় করাই বিজেপি নেতাদের প্রাথমিক কাজ হতে চলেছে। পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি তুলে ধরতে অনুষ্ঠান করা হবে বলেও খবর।

যদিও এমন কর্মসূচিকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে মানতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব। এটিকে বাঙালির আবহমান সামাজিক সংস্কৃতির অঙ্গ বলেই দাবি করছেন তাঁরা। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলছেন, 'বিজয়া সম্মিলনি আমাদের বাঙালির চিরাচরিত ঐতিহ্য। রাজ্যজুড়ে প্রতিটি বিধানসভায় বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠিত হবে এবং শিলিগুড়িও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এই সামাজিক মিলন উৎসবের সঙ্গে রাজনীতির সরাসরি যোগ নেই।'

নেতৃত্ব যাই বলুক না কেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজয়া সম্মিলনির মোড়কে আদতে শিলিগুড়ি পুরভোটের ঘর গোছানোর কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে পদ্ম শিবির। মানুষের কাছে পৌঁছানোর এই 'স্মার্ট' জনসংযোগ পুরভোটে বিজেপিকে কতটা বাড়তি অক্সিজেন দেয়, এখন সেটাই দেখার। তবে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি লক্ষ্মী শর্মা বলেন, 'জনসংযোগ অনেকদিন থেকে চলছে। বিজয়া সম্মিলনিও হবে। পুরভোটে মানুষ বিজেপিকেই জেতাবেন।'

ফলের বাজারে গৃহলক্ষ্মীরা। শুক্রবার বিধান মার্কেটে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

সবজিতে স্বস্তি, লংকায় ঝাঁঝ

কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর প্রস্তুতিতে জমজমাট শিলিগুড়ির বাজার। শুক্রবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেনাকাটার ভিড় ছিল শহরের বাজারে। সবজি ও ফলে তেমন দাম না বাড়লেও কাঁচা লংকা, ডাব, আখ, ফুল ও দশকর্মা সামগ্রীর দামে চাপে পড়েছেন ক্রেতারা।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর রেশ কাটার আগেই কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর প্রস্তুতিতে উৎসবের আমেজ শহরে। শুক্রবার সকাল থেকেই বিধান মার্কেট, রথখোলা বাজার, ফুলেশ্বরী বাজার এবং শান্তিনগর বৌবাজারে ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মা লক্ষ্মীকে বরণ করতে ও পুজোর আয়োজন সারতে বাজারে ভিড় জমান মানুষ। তবে এবারের বাজারে সবচেয়ে বেশি ঝাঁঝ কাঁচা লংকার। কেজিপ্রতি দাম প্রায় দেড়শো টাকা ছুঁয়েছে। বিক্রেতাদের দাবি, ফল ও সবজির দাম তেমন বাড়েনি। তবে লক্ষ্মীপুজোর জন্য প্রয়োজনীয় দশকর্মা সামগ্রী, ডাব ও কলার দাম আকাশছোঁয়া। এক ক্রেতার কথায়, 'লক্ষ্মীপুজোর বাজারে গলাকাটা দাম হবে এটা জানাই ছিল। তবে, কাঁচা লংকার দাম এতটা হওয়া উচিত নয়।'

উৎসবের মরশুমে মানুষের প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা প্রায় প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ান বলে ক্রেতাদের অভিযোগ। তবে লক্ষ্মীপুজোর বাজারে দু'-একটি জিনিস ছাড়া অন্য সামগ্রীর দাম খুব বেশি বাড়েনি বলে জানাচ্ছেন তাঁরাই।

শুক্রবার বাজার ঘুরে দেখা গেল, ফুলকপি ৪০ থেকে ৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৪০ টাকা, টমেটো ৪০ টাকা, পটল ৮০ টাকা, বেগুন ৪০ থেকে ৫০ টাকা, গাজর ৮০ থেকে ১০০ টাকা এবং বরবটি ৫০ থেকে ৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। বাজারভেদে সবজির দামে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। তবে কাঁচা লংকার দাম অনেকটাই বেশি। বিভিন্ন বাজারে কাঁচা লংকা কেজিপ্রতি

- লক্ষ্মীপুজোর বাজারে কাঁচা লংকার দাম কেজিপ্রতি ১৫০ টাকা ছুঁয়েছে
- সবজি ও ফলে তেমন দাম না বাড়লেও ডাব ও আখের দাম চড়া
- হায়দরপাড়া বাজারে নাড়ু, মুড়কি ও ফুল কিনতেও ভিড় জমল শুক্রবার

১২০ থেকে ১৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ১০০ গ্রাম নিলে ব্যবসায়ীরা ১৫ টাকা নিচ্ছেন। রাতে বিধান মার্কেটের সবজি বিক্রেতা শিবু দাস বলেন, 'দুর্গাপুজোর আগে থেকেই এই বাজার রয়েছে। লক্ষ্মীপুজো বলে সবজির দাম বাড়েনি। তবে, লংকার দাম কিছুটা বেড়েছে।'

অন্যদিকে, ফলের বাজারে আপেল কেজিপ্রতি ১৫০ থেকে ২৫০ টাকা, নাগপুরের কমলালেবু ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা, পেয়ারা ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা, জলশিঙাড়া ১৫০ থেকে ২০০ টাকা এবং শসা ৬০ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আখের দাম শুনে কপালে হাত পড়ছে ক্রেতাদের। বিধান রোডে বাজার করতে গিয়ে হাকিমপাড়ার অন্বেষা দাস বলেন, 'একটা আখ ৭০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। একটা ছোট্ট ডাবও ৬০ টাকায় কিনলাম।' লক্ষ্মীপুজোয় ঘরে ঘরে এই সামগ্রী প্রয়োজন বলে ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়েছেন বলে তাঁর অভিযোগ। রাতেও শহরের বাজারগুলিতে কেনাকাটার ভিড় ছিল।

অন্যদিকে, হায়দরপাড়া বাজারে গেলে বোঝা যায়, এখন অনেক বাড়িতেই আর নারকেলের নাড়ু ও মুড়কি তৈরি করে মা লক্ষ্মীকে ভোগ দেওয়া হয় না। সেখানকার মুড়ি, মুড়কির দোকানগুলিতে লম্বা লাইন পড়ে। ওই বাজারে নাড়ু কিনছিলেন আনন্দ বসাক। তিনি বললেন, 'আজকাল গৃহকর্ত্রীরা আর নাড়ু, মুড়কি বানাতে চান না। সবকিছু বাজার থেকেই কিনতে হয়। ১০টা নাড়ুর প্যাকেট ৫০ টাকায় কিনলাম, মুড়কিও কিনেছি।' ফুলের বাজারেও দাম বেড়েছে। পদ্ম ফুলের কুঁড়ি ২০ থেকে ৩০ টাকা, গাঁদা ফুলের চেন ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

আলপনায় শিল্পীর ছোঁয়া

লক্ষ্মীপুজোয় চালের গুঁড়োর দিন শেষ। এমনকি স্টিকারের জনপ্রিয়তাতেও ভাটার টান। শহরে এখন পেশাদার আলপনাশিল্পীদের দিয়ে বাড়ি সাজানোর ট্রেন্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ঘরের মেঝে থেকে ঠাকুরের আসন, ফেব্রিক ও রঙের ছোঁয়ায় আলপনা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে নান্দনিক রূপ।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : লক্ষ্মীপুজোয় বাঙালির ঘরে আলপনা তো থাকবেই। খড়িমাটি কিংবা চালের গুঁড়ো দিয়ে গোলা তৈরি করে সেই ছোঁয়ায় বাড়ির অন্দরমহল ও সিঁড়িতে আলপনায় লক্ষ্মীর পা ও প্যাঁচা আঁকা যেন এক চিরন্তন নস্টালজিয়া। সেই রীতি এখনও বজায় থাকলেও শহরের ব্যস্ত জীবনে লক্ষ্মীপুজোয় ঘরের মেঝে রাঙিয়ে তুলতে অনেক বাড়ির গৃহিণীরা আর খড়িমাটি বা চালের গুঁড়োর গোলা ঘষেন না। তার বদলে পেশাদার আলপনাশিল্পীদের ডেকে ঘর সাজানোর ট্রেন্ড এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সেই আলপনায় ব্যবহার করা হচ্ছে রং ও ফেব্রিক।

আতপ চালবাটার দিন শেষ। এখন আলপনায় শিল্পীর ছোঁয়া। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

বাড়িতে গুছিয়ে লক্ষ্মীপুজো করবেন প্রধাননগরের সুরভী দত্ত। এবছর তাই একটু আড়ম্বর করেই লক্ষ্মীপুজোর আলপনা করবেন বলে ঠিক করেছেন। তবে পুজোর দিনে নিজের কাঁধে থাকে প্রচুর দায়িত্ব, এবছর সেই দায়িত্ব একটু বেশিই। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় খুঁজছিলেন এমন শিল্পীকে, যাঁর তুলির ছোঁয়ায় আলপনাময় হয়ে উঠবে তাঁর বাড়ি। সুরভী বলছিলেন, সেই খোঁজ তিনি পেয়েছেন। শনিবারেই বাড়িতে এসে আলপনা দিয়ে যাবেন সেই শিল্পী। নিজে তো আগের দিন দিতে পারতেন? সুরভী বলেন, 'আমি যেমন চাইছি তেমন করতে পারব না। সেটা পেশাদার কেউ ভালো করতে পারবে। পুজোর পরদিন বাড়িতে প্রসাদ খেতে নিমন্ত্রিতরা আসবেন, পুজোর দিনে ছবি তোলা হবে। আমি চাইছিলাম সবকিছুতে একটু নান্দনিক বা অ্যাসথেটিক ছোঁয়া থাকুক।'

এবছর শুধু আলপনা আঁকাই নয়, বরং ব্যাকড্রপ তৈরি এবং মাটির সরায় লক্ষ্মীঠাকুরের ছবি আঁকানোর কাজ পেয়েছেন ডাবগ্রামের ব্রততী সাহা। শনিবার সেই বাড়িতে পৌঁছাবেন আলপনা আঁকতে, তার আগে এখন চলছে ব্যাকড্রপ এবং সরায় ছবি আঁকার কাজ। ব্রততী বলছিলেন, 'ব্যাকড্রপটি মাদুরের। এই মাদুর, সরা আমি বাজার থেকে কিনেছি। ওঁরা আমাকে কয়েকটা ছবি পাঠিয়েছেন, সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়েমিশিয়ে তৈরি করছি। নবমীর দিন কাজের অর্ডার পেয়েছিলাম।'

ব্রততী বলছিলেন, 'ডিজাইনের ওপরই নির্ভর করে পারিশ্রমিক কত হবে। আমি যে বাড়ি থেকে কাজের অর্ডার পেয়েছি, তাদের দোতলা বাড়ির সমস্ত সিঁড়ি এবং ঠাকুরের সামনের জায়গায় আলপনা করতে হবে। প্রায় আড়াই হাজার টাকা থেকে আলপনার কাজ শুরু হয়। এরপর কাজের পরিধি অনুযায়ী পারিশ্রমিক ঠিক করা হয়।'

শুক্রবার থেকেই দেশবন্ধুপাড়ায় একটি বাড়িতে আলপনা দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন বিধাননগরের অঙ্কিতা ঘোষ। গত বছরেও লক্ষ্মীপুজোয় আলপনা দিয়েছেন। শুধু লক্ষ্মীপুজো নয়, বরং যে কোনও অনুষ্ঠানেই পেশাগতভাবে এই কাজ করেন তিনি। অঙ্কিতা বলছিলেন, 'সিঁড়ি, দুয়ার, ঠাকুরের জায়গা সহ ঘরের অনেকটা জায়গায় কাজ থাকছে। এটা একটা বড় কাজ, শনিবারেও কিছুটা কাজ করতে হবে শেষ করার জন্য। পেইন্টের জন্য ব্যবহার করা রং ও ফেব্রিক দিয়ে লাল ও সাদা রঙের আলপনা দেওয়া হচ্ছে।'

বছরের অন্যান্য সময় আলপনা দেওয়ার কাজ নিলেও লক্ষ্মীপুজোয় নিজের বাড়িতেই মন দিয়ে আলপনা দেওয়ার কাজ করছেন ডাবগ্রামের মিতা সাহা। তাঁর কথায়, 'উৎসবের মরশুমে বিভিন্ন জায়গায় কাজের ডাক পড়ে। গতবছর লক্ষ্মীপুজোয় এক বাড়িতে ঠাকুরের ঘট বসানোর জায়গায় আলপনা করে দিয়েছিলাম। এবছরও ডাক পেয়েছি, তবে যেতে পারব না। নিজের বাড়ির সিঁড়ি, বারান্দা, ঘর ও ঠাকুরের জায়গায় অনেক কাজ করার রয়েছে।'

বুকস্টলে হামলা সরব সিপিএম

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : পুজোর মরশুমে রাজ্যজুড়ে সিপিএমের বুকস্টলে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। সেই আবহে শিলিগুড়িতেও দলের তিনটি পৃথক বুকস্টলে হামলার চেষ্টার অভিযোগ উঠল। শুক্রবার অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপিকে নিশানা করলেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মুন্সী নুরুল ইসলাম ও দিলীপ সিং। তাঁদের দাবি, বই বিক্রি ও মানুষের সঙ্গে দলের যোগাযোগ দেখে বিজেপি ভয় পেয়েছে। সেই কারণেই বুকস্টলে হামলার চেষ্টা হয়েছে।

সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, অষ্টমীর সন্ধ্যায় বাবুপাড়া ও নকশালবাড়িতে এবং নবমীতে হিলকার্ট রোডের দলীয় কার্যালয়ের সামনে বুকস্টলে হামলার চেষ্টা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেও বামপন্থী বুকস্টল আক্রান্ত হয়েছে বলে দাবি দলের। নুরুল বলেন, 'শিলিগুড়িতে তিন লক্ষ টাকার বেশি বই বিক্রি হয়েছে। গোটা রাজ্যে সেই অঙ্কটা প্রায় এক কোটি। আমরা প্রাসঙ্গিক না হলে কেউ বই কিনত না। অপ্রাসঙ্গিক হলে কেন বিদ্বেষ?'

বুকস্টলে হামলার চেষ্টার অভিযোগে সিপিএম নেতৃত্ব সরব হলেও মন্ত্রী শংকর ঘোষ এ বিষয়ে নতুন করে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

নাবালিকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের তৎপরতায় নিখোঁজ এক নাবালিকাকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম সত্যম কুমার। তিনি শিলিগুড়ির ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

গত ২১ অক্টোবর ফাঁড়িতে ওই নাবালিকার নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়েরি করা হয়েছিল। অভিযোগে জানানো হয়, ১২ থেকে ১৩ বছর বয়সি ওই নাবালিকা গত ১৮ অক্টোবর বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন। তদন্তে নেমে পুলিশ নিখোঁজ নাবালিকাকে ইসকন মন্দির রোড এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত সত্যমের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে বেআইনিভাবে আটকে রাখা ও অপহরণের অভিযোগ-সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জখম ৫

ইসলামপুর, ২৩ অক্টোবর : শুক্রবার ইসলামপুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি বিলাসবহুল ছোট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে ৫ জন জখম হন। বিহারের কাটিহারের পরিবারটি বাগডোগরা যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। জখমদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আনা হয়। পরে তাঁদের স্থানীয় এক নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পিছন থেকে একটি লরি এসে ওই গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রংদার রোববার

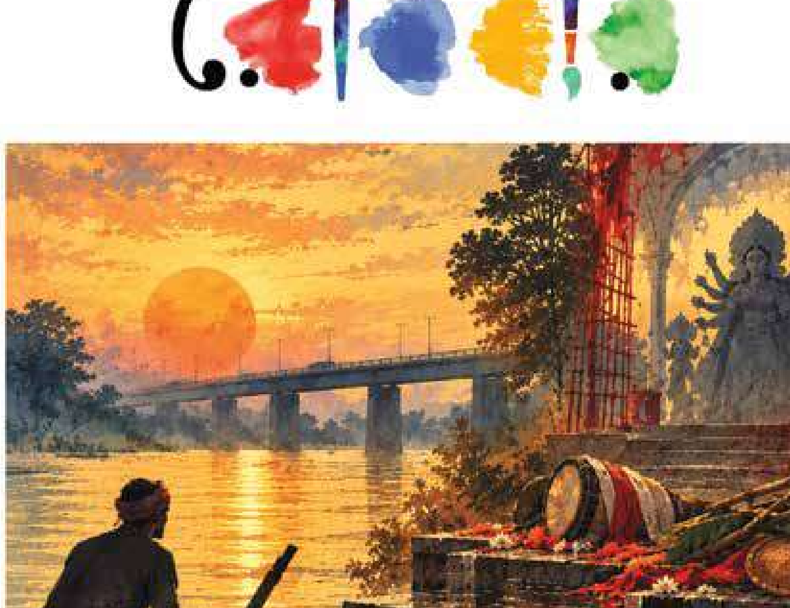

নিঃস্ব

পুজো শেষে ফাঁকা মণ্ডপে, বিষণ্ণ বাড়িতে কিংবা থেমে যাওয়া ঢাকের শব্দে যে শূন্যতা জমে, তার কি কোনও নাম আছে? নদীর সেতু বদলে দেয় মাঝির জীবন, বাজারের বদল সেলাইয়ের মেশিনকে করে তোলে অপেক্ষার প্রতীক। আবার কেউ স্বেচ্ছায় কম নিয়ে বাঁচতে শিখে খুঁজে নেন স্বস্তি। হারানো, হারিয়ে যাওয়া আর নিজে থেকে ছেড়ে দেওয়া এক নয়। তবু তিন পথেই প্রশ্ন জাগে : কী চলে গেলে মানুষ সত্যিই নিঃস্ব হয়, আর কী থেকে যায় অন্তরে?

প্রচ্ছদকাহিনি শৌভিক রায়, অভিষেক বোস ও রঞ্জন রায়
রম্যরচনা জয়দীপ বিশ্বাস
ছোটগল্প সুদীপ্তা সরকার
অণুগল্প ঋতুপর্ণা ধর ও নীলাচল রায়
কবিতা সুপর্ণা সরকার, সুনীতা দত্ত, শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, হাবিবুর রহমান, শঙ্খ মিত্র ও মলয় চক্রবর্তী

পুজো মিটতেই এবার খরচে লাগাম

দুর্গোৎসবের আনন্দে কেনাকাটা, খাওয়া ও ভ্রমণজনিত হাতখোলা খরচের পর উৎসব মিটতেই চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে শিলিগুড়ির মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি। খালি পকেট ও আসন্ন কালীপুজো-ভাইফোঁটার খরচ সামাল দিতে অনেকেই এখন খরচে লাগাম টানতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আনন্দ আর উন্মাদনায় কয়েকটা দিন যে কীভাবে কেটে যায়, তা টের পাওয়া যায় না। রেস্তোরাঁয় বিল মেটানো হয়েছে হাজার হাজার টাকা, গাড়ির ভাড়াতেও গিয়েছে কয়েক হাজার। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে খাবারের তালিকায় ফুচকা, চাউমিন, পকোড়া, চাট বাদ যায়নি কিছুই। পুজোর মেলায় চড়া হয়েছে রাইডে, মেটানো হয়েছে ছোটদের হরেক আবদার। এই ক'দিন শুধু বাইরের খাবারই নয়, যাঁরা বাড়িতে থেকেছেন পুজোয় তাঁদের পাতেও কোনওদিন থেকেছে চিতল আবার কোনওদিন পাঁঠার মাংস। তবে দশমী পেরোতেই ঘোর কাটছে শিলিগুড়ির মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির। পকেট প্রায় ফাঁকা, মাসের শেষে ব্যাংক ব্যালেন্সের ছবি দেখে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ছে অনেকেরই। উৎসবের দিনগুলোতে হাতখোলা খরচের পর এখন মাসের বাকি দিনগুলি কীভাবে কাটবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে দারুণ টেনশন।

মিলনপল্লির সুব্রত চক্রবর্তী ও তানিয়া চক্রবর্তীর সংসারেই তা এখন বেশ স্পষ্ট। পুজোর কয়েকটা দিন চুটিয়ে উপভোগ করেছেন, কোনও কিছুতেই যেন খামতি রাখেননি। বাড়ির বাজার, বাইরের খাওয়াদাওয়া, সকলের শখ-আহ্লাদ মেটানো, সবকিছুই করেছেন। দশমীর পর থেকেই পকেটের টান বুঝতে পেরেছেন। সুব্রত বলছিলেন, 'দশমীর পরদিনই স্ত্রীকে ডেকে বলেছি, 'অ্যাই, এত্ত খরচ হয়েছে নাকি!' মানিব্যাগ এবং মোবাইলে অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপের ট্রানজাকশন দেখে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড় আমাদের। এখন কয়েকটা দিন খরচে লাগাম টানতে হবে।' তানিয়া জানান, সামনে কালীপুজো আর ভাইফোঁটা। তখন আবার একগাদা খরচ, তাই তার আগে অপ্রয়োজনীয় খরচে নৈব নৈব চ।

রবীন্দ্রনগরের সুদীপ্ত দাস পেশায় একজন বেসরকারি কর্মী। পুজোয় বন্ধুদের সঙ্গে কখনও এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত ছুটেছেন। গাড়ির তেল, খাবার, পরিবার, সব খাতেই আলাদা আলাদা করে খরচ বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। তবে তা মেনে চলতে পারলেন কোথায়? এখন পড়েছেন মহা ফ্যাসাদে। বলছিলেন, 'অনেক কিছুই একেবারে আউট অফ বাজেট হয়েছে। তখন বুঝতে পারিনি, ভেবেছি শ্রেষ্ঠ উৎসবে সবকিছু শ্রেষ্ঠটাই চাই। এখন মজা বুঝতে পারছি। অপেক্ষায় রয়েছি কবে বেতন ঢুকবে, যদিও বেতন ঢোকার পরেই তো আবার ইএমআই কেটে নেওয়ার পালা রয়েছে।'

ছবি : এআই

এই সংকট শুধু ঘরের কর্তারাই নন, বরং এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন গিন্নিরাও। রোজকার দামি মাছ-মাংসের থেকে এখন একটু মুখ সরিয়ে সাধারণ রুই-কাতলা কিংবা ছোট মাছের দিকে ঝুঁকছেন। সুভাষপল্লির পম্পা সূত্রধর বলছেন, 'পুজোয় প্রতিদিন ঘরে ভালো ভালো পদ রান্না হয়েছে। আমরা বিকেলে ঠাকুর দেখতে বেরোই, সকাল-দুপুরের খাবার তো বাড়িতে মাস্ট। এবার একটু রাশ ধরতে হবে। শুধু খরচ করলেই তো হবে না, মধ্যবিত্তকে অনেককিছু মাথায় রেখে চলতে হয়। ভাইফোঁটাতেও বেশ ভালোই খরচ রয়েছে। তার আগেও সামলে থাকতে হবে আর তার পরেও।'

যাঁদের মাসের শুরুতে বেতন হয় না, তাঁদের সমস্যা আরও বেশি। ইএমআই তো সময়মতোই কাটবে, আর তা সরাসরি জমানো সঞ্চয়ে থাবা বসাবে অথবা ধারদেনা করে চালাতে হবে মাসের শুরুটা। এই নিয়ে বিকি দাসের মাথায় এখন ভীষণ চিন্তা। পুজো ফুরিয়েছে আর সেইসঙ্গে টাকাও ফুরিয়েছে। এখন বাড়িতে একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে মধ্যবিত্ত।

লোধা, শবরদের বাড়ি বাড়ি খাবার

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম, ২৩ অক্টোবর : জেলা সফরে গিয়ে লোধা, শবরদের জন্য প্রতি সপ্তাহে বাড়ি বাড়ি পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য বাজেটে জনজাতি গোষ্ঠীর হাতে খাবারের কিট পৌঁছে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার সেই প্রকল্পেরই উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই রাজ্য বাজেটে ঝাড়গ্রাম জেলার উন্নয়নে ৩৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

রাজ্য বাজেটের সময়ই জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য অতিরিক্ত পুষ্টিকর এই খাবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। সেই কিটে থাকবে চাল, ডাল, তেল ও সোয়াবিন। এদিন ঝাড়গ্রামের মানিক পাড়ায় লোধা-শবর অধ্যুষিত কালাঝোরিয়ায় সরকারি কর্মসূচিতে গিয়ে তিনি জানান, র‍্যাশন প্রকল্পের বাইরে এটি একটি অতিরিক্ত প্রকল্প। পুষ্টিকর খাদ্য থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হন তা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪৫ হাজার, ঝাড়গ্রামে ২৫ হাজার পরিবার উপকৃত হবে।

পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম সহ জঙ্গলমহলের প্রতি তৃণমূল সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, 'আগের সরকার গোটা পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মাত্র ৬ কোটি টাকার কাজ করেছে। কেন্দ্রের বহু কর্মসূচিতে যুক্ত না হয়ে পশ্চিমাঞ্চলকে বঞ্চিত করেছে।' পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নের দায়িত্ব তাঁর নিজের হাতেই রয়েছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগামী ৬ মাসের মধ্যে জেলা শাসককে ঝাড়গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন করতে নির্দেশ দিয়েছি।' এদিন লোধা-শবরদের বাড়ি বাড়ি পুষ্টিকর খাবার পৌঁছোনোর বিশেষ প্রকল্পের পাশাপাশি জেলার উন্নয়নে একাধিক ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার মধ্যে রয়েছে ঝাড়গ্রামের ২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ৮০০ টাকা করে এসটি বৃত্তি দেওয়া, আদিবাসী মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা চালু। ১২৫ দিনের জিরামজি প্রকল্পে জেলার জন্য নতুন জবকার্ড দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় বর্তমানে ২,৭২,৯০৩ জন অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

আপাতত স্বস্তি নয় উদয়নের

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমেও চার মামলায় আপাতত স্বস্তি পেলেন না কোচবিহারের দিনহাটার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ। আবাস যোজনায় অতিরিক্ত টাকা নেওয়া, বিল্ডিং প্ল্যান পাশ নিয়ে দুর্নীতি, শিশুমঙ্গল সমিতির নামে দুর্নীতি, দিনহাটা উৎসবে আর্থিক তছরুপ সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে উদয়নের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে চারটি মামলায় জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। শুক্রবার উদয়নের জামিন মামলায় বিচারপতি পার্থসারথি সেনের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে আরও সময় চেয়ে নেয় রাজ্য। ফলে মামলা পিছিয়ে গিয়েছে। ২৮ অক্টোবর শুনানির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই এখনই রেহাই পাচ্ছেন না উদয়ন।

আত্মসমর্পণ মাও দম্পতির

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে চেয়ে শুক্রবার সকালে কলকাতা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন মাওবাদী দম্পতি মঙ্গল ও মালতী। এদিন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দর কাছে নিজেদের একে ৪৭ ও ইনসাস রাইফেল জমা দেন কিষেনজি ঘনিষ্ঠ এই দুই মাওবাদী। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা সক্রিয় ছিলেন ঝাড়খণ্ডে। সারান্ডার জঙ্গলে বিভিন্ন মাওবাদী কার্যকলাপে নাম জড়িয়েছিল তাঁদের। এঁদের মাথার দাম ছিল মোট ৭ লক্ষ টাকা। এদিন তাঁদের আত্মসমর্পণের পর সিপি মন্তব্য করেন, 'পশ্চিমবঙ্গ মাওবাদী মুক্ত হচ্ছে।'

মঙ্গল ও মালতীর বাড়ি শালবনী ও ঝাড়গ্রামের গোপিবল্লভপুরে। ২০১১-১২ সালের পর ঝাড়খণ্ডে চলে গিয়েছিলেন মঙ্গল। তার আগে ২০১০ সালে মাওবাদীদের সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। ওই সময় জনসাধারণের কমিটি সক্রিয় ছিল শালবনীতে। এই দম্পতি প্রথমে দলমা এলাকায় এবং পরে সারান্ডায় মাওবাদী কার্যকলাপে জড়িতে ছিলেন। সারান্ডায় মাওবাদী নেতা আকাশের সঙ্গেও তাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন। সারান্ডা এলাকা ছেড়ে একে একে চলতি বছরে পালাতে থাকেন মাওবাদীরা। সেই তালিকায় ছিলেন এই রাজ্যের ১৩ জন। তাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। কয়েকমাস আগে কলকাতায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন পুষ্পা। এবার মঙ্গল ও মালতীও আত্মসমর্পণ করলেন। মঙ্গল এদিন বলেন, 'সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই আমরা সেই পথ ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চাই।'

চোরবাগানে 'মানুষের ভুলে দুর্ঘটনা'

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : চোরবাগানের ঘটনাকে ফের 'হিউম্যান এরর' বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই দুর্ঘটনায় নিহত বাগমারির শুভম সোনকারের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানান তিনি। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সংবাদামাধ্যমের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যে ৬৫ হাজার পুজো হয়েছে। কোথাও কিছু ঘটেনি। কিন্তু এখানে দেড়, দু'মিনিটে এতগুলি নিষ্পাপ প্রাণ চলে যাওয়া বেদনাদায়ক। এটা সত্যিই হিউম্যান এরর।' শুভেন্দু বলেন, 'প্যাণ্ডেলের ভিতর কিছু হয়নি। যা হয়েছে বাইরে হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে আশা করি সিট রিপোর্ট দেবে। তারা যেমনটা সুপারিশ করবে, সেই অনুযায়ী সরকার পদক্ষেপ করবে।' এদিনও পূর্বতন সরকারকে বিঁধেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ৯৫ শতাংশ বিসর্জন হয়ে গিয়েছে। কোথাও বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। ২০২৩ সালে জলপাইগুড়িতে বিসর্জনের সময় কী হয়েছে তা দেখেছেন। এখানে যা ঘটেছে, তাতে সরকারের কিছু দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করা হবে।'

এদিন আরও এক ঘোষক কুশল মজুমদার ওরফে কালিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফলে মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ জন। গ্রেপ্তারির পর চোরবাগানের ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে কুশলের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একের পর এক পোস্ট সামনে এসেছে। গ্রেপ্তারের পর কীভাবে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তিনি ব্যবহার করছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়ার পর সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার কোনও সুযোগ ধৃতের নেই। তাঁর পরিবারের বা পরিচিত কেউ পোস্টগুলি শেয়ার করেছেন।

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া হাতের লেখা একটি নোটে কুশল দাবি করেছেন, দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগে তিনি ক্লাবে উপস্থিত থাকাকালীন গিরিশপার্ক থানার বড়বাবু ও ছোটবাবু এসেছিলেন। তাঁদের জন্য তিনি এবং ক্লাবের অন্য এক সদস্য চা আনতে যান।

দাবি মুখ্যমন্ত্রীর, ধৃত এক ঘোষক

ফিরে আসার ১০-১৫ মিনিট বাদে একটি শব্দ কানে আসে। থানার আধিকারিকরা ওই সময় ক্লাবঘর থেকে বেরিয়ে যান। ক্লাবের সম্পাদকের ছেলে কবীর এসে তৎক্ষণাৎ তাঁকে জানায়, মণ্ডপের পিছন দিকটা ভেঙে পড়েছে। এরপর পুলিশের এক কর্তা তাঁকে মাইকিং করার নির্দেশ দেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্ধারিত ঘোষককে দেখতে না পেয়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে ঘোষণা করতে হয়। অতিরিক্ত দর্শক ঢুকে পড়লে মণ্ডপের ভিত আলগা হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই তিনি ওই ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে সাফাইও দিয়েছেন। পুজো কমিটির সমস্ত সদস্যদের পক্ষ থেকে তিনি পোস্টে দুঃখপ্রকাশও করেছেন।

তবে তাঁর স্ত্রী কোয়েল মজুমদার অভিযোগ করেন, 'ক্লাবেরই কয়েকজন সদস্য কুশলকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত লুকিয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, কোনওভাবেই উনি যেন প্রকাশ্যে না আসেন।'

চোরবাগান বিপর্যয়ের ফরেন্সিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ১৩৪ টনের ২৪টি এসি-তেও মণ্ডপ ঠান্ডা হয়নি। তাই অত্যাধিক ভিড়ে নিমেষে দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ভেন্টিলেশন ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত ছিল না। এদিকে এদিন সকালে মমতা-তৃণমূলের এক কর্মী গ্রেপ্তার করে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ। এই ঘটনায় বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখান। তার প্রতিবাদে থানার সামনে ধর্নায় বসেন কুণাল। তাঁর অভিযোগ, 'চোরবাগানের ঘটনার প্রতিবাদে যাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, তাঁদের পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। একজন বিধায়ক হিসেবে আমি কি জানতে পারি না, কেন আমার দলের কর্মী-সমর্থকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এই ঘটনা থেকে নজর ঘোরাতেই বিজেপি এমন করছে। ওই থানার উল্টোদিকে বিজেপি জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ থাকেন। যিনি পুজোর দখল নিয়েছিলেন। কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে না?'

বিসর্জনের পরে... *শুক্রবার কলকাতার বাবুঘাটে।*

তৃণমূলিদের প্রার্থী করা নিয়ে বিজেপিতে জট

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : পুরভোটে তৃণমূলের কাউন্সিলারদের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনার কথা খারিজ করে দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু তারপরও তৃণমূল বা অন্য দল থেকে বিজেপির প্রার্থী করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের আসন্ন পুরভোটের প্রস্তুতি ও কৌশল নিয়ে আলোচনার জন্য সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে দলের নির্বাচন কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন কমিটির ইনচার্জ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পরে সুকান্ত জানান, তৃণমূল কাউন্সিলারদের প্রার্থী করা হবে কি না সেটা আগামীদিন দলই ঠিক করবে। তৃণমূল বা অন্য কোনও দল থেকে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেলে তাঁকে টিকিট দেওয়া হবে না এমন সম্ভাবনাকেও কার্যত খারিজ করে দিয়েছেন সুকান্ত।

শুক্রবার কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের ভোটে দলের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে দুই নির্বাচন কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন সুনীল বনসল। এদিনও শমীক বলেছেন, 'তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলাররা বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হতে চাইছে এমন কোনও খবর আমার কাছে নেই মানে দলের কাছে নেই।' তবে সুকান্ত বলেন, 'তৃণমূলের কাউন্সিলাররা টিকিট পাবেন কি না সেটা দল ঠিক করবে।' কলকাতা পুরভোটের দায়িত্ব পাওয়ার পর সুকান্তই বলেছিলেন, প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি এবং জিততে পারাই প্রধান মাপকাঠি। সেই নিরিখে এদিনের মন্তব্যও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। সুকান্ত বলেন, 'রাজনীতিতে এরকম কোনও প্রি ফিক্স ফর্মুলা হয় না যে ২০:১:২:৩ এভাবে প্রার্থী বাছাই হয় না। এগুলি ছোটবেলায় পাটিগণিতের অঙ্কে হয়।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'তৃণমূল কাউন্সিলারদের প্রার্থী করা হবে কি না সেটা দল ঠিক করবে। আমরা চাইছি বেশিরভাগ বিজেপির কর্মকতাই টিকিট পাক। তৃণমূল থেকে আসা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিজেপিদের আমরা চাইছি না।' বৈঠকের আগে বৃহস্পতিবার রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, তৃণমূলের কোনও কাউন্সিলার টিকিট পাবেন না। এদিন প্রার্থী নির্বাচনে রাজ্য সভাপতির ওই অবস্থান প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'রাজ্য সভাপতি বললে সেটাই হবে। তৃণমূলের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ আগ্রহ নেই। পচা মাল নিয়ে আমরা কী করব?' মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বাইরে থেকে লোক না এলে দল বাড়বে কী করে? তবে তৃণমূলের কাউকে টিকিট দেওয়া হবে কি না সেটা দলই ঠিক করবে।'

পুরভোটের টিকিট পেতে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারদের একাংশ তলায় তলায় বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। ফলে টিকিট পাওয়া নিয়ে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পুরভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগে দলীয় কর্মীদের সেই আশঙ্কা কাটাতেই সম্ভবত তৃণমূল কাউন্সিলারদের টিকিট দেওয়া হবে না বলে আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন শমীক। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতা যে তা নয়, সেটা শুধু বিরোধীরা নয়, বিজেপি নেতৃত্বও জানে। এই প্রসঙ্গে মমতা তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'কলকাতা পুরসভার ২০৯ আসনে বিজেপি প্রার্থী দিয়ে দেখাক। ওদের কাছে আমার চ্যালেঞ্জ রইল।' তবে এদিন ঋতব্রত তৃণমূলরা জানিয়েছেন, আসন্ন পুরভোটে তাঁরা একা লড়বেন। বিজেপির বৈঠকের দিনেই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মালা রায়ের মতো এনসিপিআই সাংসদদের অনুগামী তৃণমূলের কিছু কাউন্সিলার এদিন মেট্রোপলিটানে এক বৈঠক করেন। তাঁদের পুরভোটে এনসিপিআইয়ের টিকিটে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী করা নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন সুদীপ।

দায় ঝাড়লেন পুলিশ কমিশনার

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : বিসর্জনে দেবী প্রতিমা সনাতনীরাই স্পর্শ করতে পারবেন বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই বিতর্কে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ শুক্রবার দায় ঝাড়লেন। এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'এখানে পুলিশের ভূমিকা নেই। বিসর্জনে কারা আসবেন, সেটা পুজো কমিটি ঠিক করে। পুলিশের দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।'

তিব্বতে কম্পন মৃত ১৮

লাসা, ২৩ অক্টোবর : দেড় মাসের মধ্যে ফের চিন নিয়ন্ত্রিত তিব্বতে শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রাণ হারালেন ১৮। আহত হয়েছেন ৬৫ জনেরও বেশি। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, উত্তর তিব্বতের নাগকু অঞ্চলের বাকেন কাউন্টির ভূতল থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে কম্পনের উৎসস্থল।

এসআইআর বাতিল ও জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভ। ডানদিকে প্রতিবাদীকে আটক করছে পুলিশ। শুক্রবার।

সুপ্রিম কোর্টে মমতা-তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ চেয়ে লাগাতার আন্দোলনের মধ্যে এবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করল মমতা তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন সিইসি নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং এককভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ তুলে এই মামলাটি করেছেন। তাতে দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশিকেও প্রতিপক্ষ করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। তবে মামলা দায়েরের বিষয়ে দোলা সেনের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বিষয়টি দলের আইনজীবীদের সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করে বিস্তারিত মন্তব্য এড়িয়ে যান।

প্রশ্নের মুখে এবার স্পিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের দশ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের দাবি নিয়ে আগেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মমতা-তৃণমূলের নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এবার প্রশ্নের মুখে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুর ভূমিকাও। অভিযোগ, বিদ্রোহী বিধায়কদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়লেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার নিষ্পত্তি হয়নি। মামলায় সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের পাশাপাশি বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকেও যুক্ত করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে মামলাটির শুনানি হতে পারে। শোভনদেবের আবেদনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও সন্দীপন সাহা, অরূপ রায়, শিউলি সাহা, আখতারুজ্জামান, সাবিনা ইয়াসমিন, রথীন ঘোষ, বিপ্লব মিত্র এবং জাভেদ আহমেদের নাম রয়েছে।

আইপিও-তে বিশ্বরেকর্ড জিওর

মুম্বই, ২৩ অক্টোবর : আইপিও-র দুনিয়ায় বিশ্বরেকর্ড গড়ল রিলায়েন্সের জিও প্ল্যাটফর্মস। শুক্রবার শেষ হল জিও-র মেগা আইপিও-র আবেদন প্রক্রিয়া। মাত্র তিনদিনে জমা পড়েছে প্রায় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ আবেদন, যা গোটা বিশ্বে নজিরবিহীন! ৩০,২১৩ কোটি টাকার এই মেগা ইস্যুতে মোট দরপত্র জমা পড়েছে প্রায় ৭.৪০ লক্ষ কোটি টাকার। নির্ধারিত শেয়ারের তুলনায় আইপিওটি সাবস্ক্রাইব হয়েছে ২২ গুণেরও বেশি। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো, তাঁদের অংশটি ৭০ গুণের বেশি সাবস্ক্রাইব হয়েছে। পিছিয়ে নেই খুচরো বিনিয়োগকারীরাও (২.৭২ গুণ)। আগামী ২৬ অক্টোবর শেয়ার বরাদ্দ করা হবে এবং ২৮ অক্টোবর বিএসই ও এনএসই-তে জিও-র লিস্টিং হতে চলেছে।

জ্ঞানেশ বিরোধিতায় ফের উত্তপ্ত রাজধানী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : দেশে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা চলছে বলে শাসক শিবির যতই আক্রমণ করুক, দিল্লি রয়েছে দিল্লিতেই। উৎসবের মরসুমে ইন্ডিয়া জোটের তরফে আন্দোলনে বিরতি, ককরোচদের ধরপাকড় ও মুচলেকা পর্বের মধ্যেই এসআইআর সম্পূর্ণ বাতিল এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে শুক্রবার ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানী। ছাত্র, যুব, কৃষক, শ্রমিক, বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের একাধিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ 'পিপলস এগেইনস্ট এসআইআর'-এর ডাকে এদিন মধ্য দিল্লিতে আয়োজিত হয় হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ ও পদযাত্রা। নির্বাচন কমিশন অভিমুখে এই কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই রাজধানীর নিরাপত্তা ছিলো আঁটোসাঁটো। যন্তরমন্তর সহ একাধিক জায়গায় ব্যারিকেড ও পুলিশ বাহিনী বাড়ানো হয়। বিক্ষোভ চলাকালীন একাধিক আন্দোলনকারীকে আটকও করা হয়।

শুক্রবারের কর্মসূচিতে যোগ দিতে দিল্লির বাংলা সাহিব গুরুদোয়ারার আশপাশে জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। সেখান থেকে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরের দিকে যাওয়ার সময় পুলিশের ব্যারিকেড ও নিরাপত্তাবেষ্টনী টপকে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ বাধা দিলে তখন তাঁরা রাস্তাতেই বসে পড়েন। পরে গোলমার্কেট ডাকখানার কাছে কালীবাড়ি মার্গ ও ভাই বীর সিং মার্গের সংযোগস্থল থেকেও নির্বাচন সদনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা। এদিনের কর্মসূচিতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদ, ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাত, সিপিআই নেত্রী অ্যানি রাজাও। অল ইন্ডিয়া কিষান সভার সহ-সভাপতি ইন্দরজিৎ সিং বলেন, 'এসআইআর-এর বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজ, ছাত্র সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির আন্দোলনকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা।'

এদিকে এদিনও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনের সময় এক আইনজীবী এবং তাঁর মহিলা সহ-আইনজীবী অভিযোগ করেন, তাঁদের আটক করার সময় দিল্লি পুলিশ মারধর করেছে। ঘটনার একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনের পাল্টা প্রচারে নামছে বিজেপিও। 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা দূর করো' স্লোগানকে সামনে রেখে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে প্রচার চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। ভোটার তালিকা ও এসআইআর সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি দশ লক্ষেরও বেশি তরুণ-তরুণীর কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্য নিয়েছে তারা।

পাক-মালদ্বীপের প্রতিরক্ষা চুক্তি

ইসলামাবাদ, ২৩ অক্টোবর : তিনদিনের সফরে গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহ ২০টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে সই করলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজু। এই সফরে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে তাঁর বৈঠক ভারতের জন্য নতুন কৌশলগত উদ্বেগের কারণ হতে পারে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

২০ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ইসলামাবাদ সফর করেন মুইজু। সেখানে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, উপ-প্রধানমন্ত্রী ইশক দার এবং সেনাপ্রধানের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৩ লক্ষ ডলার থেকে বাড়িয়ে আগামী দু-বছরে ২০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দুই দেশ।

এই সফরে সার্ক-এর পুনরুজ্জীবনের ডাকও দিয়েছেন মুইজু। উরি হামলার পর থেকে কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে সার্ক। ইসলামাবাদে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুইজু বলেন, 'মালদ্বীপ সার্কের গুরুত্বে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই অঞ্চলের অভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।' একইসঙ্গে তিনি জানান, পাকিস্তান ও মালদ্বীপ তাদের ছয় দশকের বন্ধুত্বের ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের এক 'নতুন যুগের সূচনা' করতে চলেছে।

অন্যদিকে, মুইজুর এই সফরকে কাজে লাগিয়ে কাশ্মীর ও সিন্ধু জলচুক্তি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে পাকিস্তান। যদিও মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্যে এ বিষয়ে পাকিস্তানের অবস্থানের প্রতি সমর্থন জানাননি। মালদ্বীপে ক্ষমতায় আসার আগে 'ইন্ডিয়া আউট' প্রচার চালিয়েছিলেন মুইজু।

সার্ক ফেরানোর ডাক মুইজুর

সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে কিছুটা বরফ গললেও ভারত মহাসাগরে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মালদ্বীপের সঙ্গে চিনের পর পাকিস্তানের এই ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা দিল্লির কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

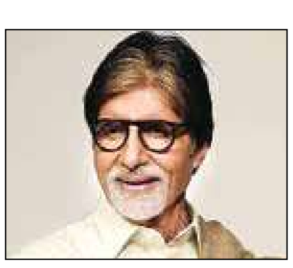

বিগ বি-কে হুমকি মেল

মুম্বই, ২৩ অক্টোবর : টাইগার শ্রফের ওপর হামলার পর এমনিতেই ত্রস্ত বলিউড। এবার বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের বাড়ি এবং গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্টে হামলা চালানোর হুমকি দিয়ে বার্তা এল মুম্বইয়ের মেয়রের কাছে।

মুম্বইয়ের মেয়র রিতু রাজেশ তাওড়ে ও ডেপুটি মেয়র সঞ্জয় ঘাডির ইমেলে শুক্রবার এই বেনামি হুমকি আসে। ইমেলে মেয়রের দপ্তর থেকে শুরু করে ৩১ অক্টোবর দাদরের একটি স্কুলে গ্রেনেড হামলা এবং ৩১ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে জুহুতে অমিতাভ বচ্চনের বাড়ি 'জলসা'-য় হামলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৭ নভেম্বর মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে দিলজিৎ দোসাঞ্জের সঙ্গীতানুষ্ঠানেও হামলার বার্তা রয়েছে। ইমেলে 'খালিস্তান' সংক্রান্ত যোগের দাবিও করা হয়েছে। হুমকি-বার্তার পরেই বিগ-বির বাসভবন, মেয়রের দপ্তর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলিতে কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ।

অরুণাচলে চিনের সঙ্গে সংঘাত জারি

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় চিনা সেনার সঙ্গে এখনও মুখোমুখি সংঘাত চলছে বলে স্বীকার করে নিলেন ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ -এর ডিরেক্টর জেনারেল শত্রুজিৎ সিং কাপুর। সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অল-ইজ-ওয়েল দাবির মাঝেই শীর্ষ সীমান্ত রক্ষী আধিকারিকের এই মন্তব্য দিল্লির প্রতিরক্ষা কৌশলকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

রাজস্থানের আলোয়ারে বাহিনীর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইটিবিপি প্রধান বলেন, 'সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের বেশ কয়েকটি পয়েন্টে চিনা সেনার মুখোমুখি সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং সেই টানাপোড়েন এখনও জারি রয়েছে। তবে আমাদের নবগঠিত 'শৌর্য কমান্ডো' দল সেখানে অত্যন্ত সাহসিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে।'

তিনি আরও জানান, চিনের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় চিরাচরিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে

কবুল আইটিবিপি প্রধানের

আধুনিক প্রযুক্তিতে জোর দিচ্ছে সীমান্ত বাহিনী। প্রতিটি ব্যাটালিয়নে ড্রোন প্লাটুন গড়ার পাশাপাশি গালওয়ানের মতো রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়াতে জওয়ানদের জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ 'স্ট্রাইক' প্রশিক্ষণ। একইসঙ্গে সীমান্ত এলাকায় জওয়ানদের সুরক্ষায় ভূগর্ভস্থ সুরক্ষিত আস্তানাও নির্মাণ করা হচ্ছে।

> **প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় ভুল পদক্ষেপ এড়াতে এবং আগের সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় পক্ষই কূটনৈতিক ও সামরিক কৌশলকে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছে।**
>
> বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি

আইটিবিপি প্রধানের এই বয়ানের পরই কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতা ও কূটনৈতিক ব্যর্থতা নিয়ে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। সীমান্তে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ তুলে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'চিনকে ক্লিনচিট দেওয়া বন্ধ করে প্রধানমন্ত্রীর উচিত দেশের মানুষের কাছে প্রকৃত সত্য তুলে ধরা।'

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ দাবি করেন, লাদাখের পর এবার অরুণাচলেরও একাধিক কৌশলগত পয়েন্টে ভারত তার ঐতিহ্যগত টহলদারির অধিকার হারিয়েছে। গালওয়ান কাণ্ডের পর চিনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া, সীমান্তে চিনের একতরফা নামবদল এবং বাঁধ নির্মাণের মতো পদক্ষেপের পরও মোদি সরকারের বারবার আয়োজিত কূটনৈতিক বৈঠকের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। সীমান্তরক্ষী আধিকারিকের মন্তব্যের পরেই শেষমেষ বিবৃতি দিল কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় কোনও রকম ভুল বোঝাবুঝি বা ভুল পদক্ষেপ এড়াতে এবং আগের সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় পক্ষই কূটনৈতিক ও সামরিক কৌশলকে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বলতে চাই যে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সীমান্তবর্তী এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।'

গত জুলাই মাস থেকেই অরুণাচল প্রদেশের আপার সুবনসিরি জেলার তাকসিং সীমান্ত এলাকায় চিনা বাহিনীর অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং ভারতীয় জওয়ানদের নিয়মিত টহলদারিতে বাধা দেওয়ার খবর আসছিল।

‘ডাবল’ সেঞ্চুরির সামনে ভারত ■ ঈশানের চোট

গম্ভীরদের ভাবনায় বৈভব

ক্রাইস্টচার্চ, ২৩ অক্টোবর : জয় দিয়ে শুরু। এবার লক্ষ্য জয়ের ধারা অব্যাহত রাখা। শনিবার সাফল্যের হ্যাগলে ওভালেই দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড। গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বৈরথের প্রাক্কালে রাতারাতি অস্বস্তির কাঁটা হয়ে হাজির ঈশান কিষান। প্রথম ম্যাচের সময় কুঁচকির পেশিতে চোট পান। যার ধাক্কায় শনিবারের দ্বিতীয় ম্যাচে উইকেটকিপার-ব্যাটারকে পাচ্ছে না ভারত।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, কুঁচকির পেশিতে টান ধরার কারণে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। বোর্ডের মেডিকেল টিম নজর রাখছে। ঈশানের অনুপস্থিতিতে ব্যাকআপ হিসেবে ডাক পেয়েছেন ‘এ’ দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সফররত উইকেটকিপার-ব্যাটার কুমার কুশাগ্র। বদলে যাওয়া যে পরিস্থিতিতে বৈভব সূর্যবংশীর সামনে আবার প্রত্যাবর্তনের হাতছানি। এশিয়ান গেমস ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন। প্রতিকূল পিচে পাকিস্তানকে হারিয়ে সোনা জয়ে ৩৮ রান করেন বিস্ময় বালক।

সঞ্জু স্যামসন-অভিষেক শর্মা জুটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে প্রথম এগারোয় জায়গা হয়নি বৈভবের। গৌতম গম্ভীর, শ্রেয়স আইয়াররা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু ঈশানের অনুপস্থিতিতে সেই বৈভবের নাম ঘুরপাক খাচ্ছে গম্ভীরদের ভাবনায়। পরিকল্পনায় ওপেনিং কম্বিনেশন পরিবর্তন।

নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত
দ্বিতীয় টি২০ আজ
সময় : সকাল ১২.৩০ মিনিট
স্থান : ক্রাইস্টচার্চ
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

> বৈভবের প্রতি খেয়াল রয়েছে দলের প্রতিটি সদস্যের। সবাই পছন্দ করে, ভালোবাসে। কিন্তু তার মানে টিম কম্বিনেশন বদলাতে হবে, তা নয়। বৈভব অসম্ভব প্রতিভাবান। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ও। আশাবাদী, যখন নিয়মিত সুযোগ পাবে, তা কাজে লাগাবে। তবে বর্তমানে বৈভবকে খেলানো নিয়ে যে বিতর্ক হচ্ছে, তাতে ক্ষতি হচ্ছে ওর। ১৫-১৬ বছরের ছোট ছেলে। এহেন বিতর্ক অযথা চাপ তৈরি করবে। -সীতাংশু কোটাক

অভিষেকের সঙ্গে শুরুতে বৈভব, তিনে সঞ্জু। তবে প্রথম ম্যাচে ২২৫ তাড়া করে জয়ের ভিত গড়ে দেয় অভিষেক-সঞ্জুর ভালো শুরু। সফল সেই জুটিকে ভাঙা কতটা সঠিক, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এদিন আবার ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক সাংবাদিক সম্মেলনে বৈভবকে নিয়ে চলতি উন্মাদনা প্রসঙ্গে সতর্কও করেছেন।

কোটাকের যুক্তি, ‘বৈভবের প্রতি খেয়াল রয়েছে দলের প্রতিটি সদস্যের। সবাই পছন্দ করে, ভালোবাসে। কিন্তু তার মানে টিম কম্বিনেশন বদলাতে হবে, তা নয়। বৈভব অসম্ভব প্রতিভাবান। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ও। আশাবাদী, যখন নিয়মিত সুযোগ পাবে, তা কাজে লাগাবে। তবে বর্তমানে বৈভবকে খেলানো নিয়ে যে বিতর্ক হচ্ছে, তাতে ক্ষতি হচ্ছে ওর। ১৫-১৬ বছরের ছোট ছেলে। এহেন বিতর্ক অযথা চাপ তৈরি করবে।’

এদিকে, দ্বিতীয় ম্যাচেও টস ফ্যাক্টর হতে চলেছে। রাতের ম্যাচে শিশিরের উপদ্রব, শেষ দিকে পিচ তুলনামূলক সহজ হবে ব্যাটারদের জন্য। বৃহস্পতিবার কিউয়ি বধের পর যা স্বীকারও করে নিয়েছেন অধিনায়ক শ্রেয়স। হ্যাগলে ওভালের বড় বাউন্ডারিও গুরুত্বপূর্ণ। দৌড়ে ২-৩ রানের সম্ভাবনা যেমন বাড়ছে, তেমনই ব্যাটে-বলে ঠিকঠাক টাইমিং না হলে বিপদ। প্রথম ম্যাচে যে ফাঁদে পড়ে উইকেট খুইয়েছেন তিলক ভার্মা, ঈশান।

ব্যাটিং অস্ত্রে শান দিচ্ছেন বৈভব সূর্যবংশী। শুক্রবার।

নিউজিল্যান্ডের জন্য চিন্তার জায়গায় ক্যাচিং। গত ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একঝাঁক ক্যাচ পড়েছে। শ্রেয়স, নমন ধীর, অক্ষর প্যাটেলরা জীবনদান পেয়েছেন। নাহলে ফলাফল উলটে যেতেও পারত। ৮২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলার পর ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে ফেরা গ্লেন ফিলিপস হতাশাও প্রকাশ করেছেন। অভিষেক-সঞ্জুর দাপটের কথা স্বীকার করেও ক্যাচ মিসকে দুষছেন।

মাইকেল ব্রেসওয়েল-মিচেল স্যান্টনারের স্পিন জুটি ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য ফের ‘আশঙ্কার’ জায়গা। অপরদিকে ম্যাট হেনরি, অ্যাডাম মিলনেদের নিয়ে গড়া পেস ব্রিগেডের অনিয়ন্ত্রিত বোলিং চিন্তায় রাখছে থিংকট্যাংককে। আগামীকাল যে ভুলভ্রান্তি দূর করে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ভারত মরিয়া স্কোরলাইন ২-০ করে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিতে। লক্ষ্যপূরণে চিন্তার জায়গা বোলিং। বিক্ষিপ্ত ১-২ ওভার বাদ দিলে দিশাহীন বোলিং বেশ দৃষ্টিকটু। চার বছর পর ফেরা ভুবনেশ্বর কুমার শুরুটা ভালো করেও শেষদিকে ফিলিপসদের মারের মুখে খেই হারিয়ে ফেলেন। আগামীকাল হ্যাগলে ওভালে ভুবির পাশাপাশি অক্ষর, অর্শদীপ সিং, মায়াঙ্ক যাদবদের সামনে ভুল শুধরে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। অন্যথা ফিন অ্যালেন, টিম সেইফার্ট, ড্যারিল মিচেল, ফিলিপসরা প্রস্তুত ফায়দা তুলতে। আর প্রতিদিন ২২০-২২৫ রান তাড়া করে জেতার ভাবনা বাড়াবাড়ি।

ভারতীয় দলের সামনে আবার ‘ডাবল’ সেঞ্চুরির হাতছানি। ২৯৯টি টি২০ ম্যাচে বৃহস্পতিবার ১৯৯তম জয় এসেছে। আগামীকাল ৩০০তম ম্যাচে প্রথম দল হিসেবে ২০০তম জয়ের সামনে টিম ইন্ডিয়া। ‘মেন ইন ব্লু’ যে সুযোগ কাজে লাগিয়ে এক ঢিলে একাধিক পাখি মারার মেজাজে। এখন দেখার, নিউজিল্যান্ড নাকি ভারত, শনিবাসরীয় টক্করে শেষপর্যন্ত কারা হিসেব মেলাতে পারে।

অনুশীলনের ফাঁকে বৈভব সূর্যবংশীকে পরামর্শ অভিষেক শর্মার। শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চে।

সতীর্থদের তাতান অভিষেক!

‘দেখিয়ে দিই আমরা কেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন’

ক্রাইস্টচার্চ, ২৩ অক্টোবর : বাইশ গজে ব্যাট হাতে শুধু ঝড় তোলা নয়। আক্রমণাত্মক বক্তব্যে দল, সতীর্থদের উজ্জীবিত করতেও সমান সিদ্ধহস্ত অভিষেক শর্মা। প্রথম ম্যাচের আগে দলের ‘হাডলে’ সেই কাজটাই করেছিলেন বাঁহাতি বিস্ফোরক ব্যাটার। হাডলে বলার জন্য অভিষেককে এগিয়ে দেন গৌতম গম্ভীর-শ্রেয়স আইয়াররা। আগুনে বক্তব্যে নিপুণ দক্ষতায় যে দায়িত্ব সামলান।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পোস্ট করা ভিডিওতে সতীর্থদের উদ্দেশ্যে অভিষেককে বলতে দেখা যায়, ‘আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। আমার মনে হয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আমরা কিছু ভুলভ্রান্তি করেছিলাম। আমরা এমন আচরণ করেছিলাম, যেন ওরা (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) আমাদের বন্ধু। যার প্রভাব পড়েছিল খেলায়।’

> এসো আমরা দেখিয়ে দিই, কেন আমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। প্রথম ম্যাচ থেকেই এখানে আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। পাঞ্জাবি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, ছন্দ যদি ঠিকঠাক মেলে, তাহলে পারফরমেন্স ভালো হয়। চলুন আজ আমরা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচটা জিতে নিই।
> -অভিষেক শর্মা

একইসঙ্গে দলকে মনে করিয়ে দেন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই ভুল শুধরে নিতে হবে। কিউয়ি ব্রিগেড কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে মুখিয়ে থাকবে। তাই নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। অভিষেক আরও বলেছেন, ‘এসো আমরা দেখিয়ে দিই, কেন আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। প্রথম ম্যাচ থেকেই এখানে আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। পাঞ্জাবি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, ছন্দ যদি ঠিকঠাক মেলে, তাহলে পারফরমেন্স ভালো হয়। চলুন আজ আমরা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচটা জিতে নিই।’ সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়স আইয়ার, নমন ধীরদের সঙ্গে যে লক্ষ্য পূরণের অন্যতম কারিগর ব্যাটার অভিষেকও। ৯৩ রানের ওপেনিং জুটিতে জয়ের ভিত গড়ে দেন।

ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে প্রস্তুতি শুরুর আগে জগিংয়ে খোশমেজাজে বাংলার রনজি ট্রফি দলের দুই সদস্য- মুকেশ কুমার (বাঁয়ে) ও আকাশ দীপ।

টেস্টের প্রস্তুতিতে আজ চোখ ঋষভ-যশস্বীদের

ভারত ‘এ’ বনাম নিউজিল্যান্ড ‘এ’

লিঙ্কন, ২৩ অক্টোবর : পূর্ণাঙ্গ নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় দল।

টি২০, ওডিআইয়ের পর ২টি টেস্ট ম্যাচও খেলবে গৌতম গম্ভীর ব্রিগেড। শনিবার শ্রেয়স আইয়াররা যখন দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে ব্ল্যাক ক্যাপসদের মুখোমুখি হবেন ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভালে, তখন নিউজিল্যান্ডের আরেক প্রান্তে লিঙ্কনের বার্ট সাটক্লিফ ওভালে বেসরকারি টেস্ট খেলতে নামছে ভারতীয় ‘এ’ দল।

তারকাখচিত দল। ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল থেকে বাংলার আকাশ দীপের মতো একঝাঁক ক্রিকেটার রয়েছে ‘এ’ দলে। সিরিজে তিনটি চারদিনের ম্যাচ খেলবে ‘এ’ দল। যে তিন ম্যাচকে টেস্টের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর ঋষভ, যশস্বীরা। এক লক্ষ্য দীর্ঘদিন পর চোট সারিয়ে ভারতীয় দলে ডাক পাওয়া বাংলার আকাশেরও।

জোড়া সাদা বলের সিরিজের পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলবে শুভমান গিলের ভারতীয় দল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে টিকে থাকার আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে যা কার্যত নির্ণায়ক হতে চলেছে। অপরদিকে, ভারতীয় দলের একাধিক ক্রিকেটারের এটাই প্রথম কিউয়ি সফর। ভিন্নধর্মী পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ থাকবে।

‘এ’ দলের ম্যাচে টেস্টের প্রস্তুতি সারার লক্ষ্যে যশস্বী জয়সওয়াল।

প্রস্তুতিতে তাই কোনও ফাঁকফোকর রাখতে রাজি নয় নির্বাচক কমিটি, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। যার অঙ্গ হিসেবে কাল শুরু ‘এ’ সিরিজকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা। সিরিজের দুইটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে কিংবদন্তি কিউয়ি ক্রিকেটার বার্ট সাটক্লিফের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় ম্যাচ হবে ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভালে।

ধ্রুব জুরেলের নেতৃত্বাধীন ‘এ’ দলে রয়েছেন বি সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পাডিক্কালরাও। টেস্ট দলের তিন নম্বর জায়গার জন্য লড়াই দুইজনের মধ্যে। ‘এ’ সিরিজে অদৃশ্য যে লড়াইয়ের দিকে চোখ থাকবে ক্রিকেটমহল, ভারতীয় থিংকট্যাংকেরও। অংশুল কম্বোজ, ওয়াশিংটন সুন্দরের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হতে চলেছে।

লোকেশ অবশ্য প্রথম বেসরকারি টেস্ট খেলেই যোগ দেবেন ওডিআই দলে। শেষ দুই ‘এ’ দলের ম্যাচে লোকেশের পরিবর্ত হিসেবে ঝাড়খণ্ডের বছর একুশের বাঁহাতি ব্যাটার শিখর মোহন যোগ দিচ্ছেন। ২০২৫-’২৬ রনজি মরশুমে ১২ ইনিংসে একটি দ্বিশতরান সহ ৬১৩ রান করেন। চলতি মরশুমেও দুই ম্যাচে ইতিমধ্যেই করেছেন ২৯৭। সাফল্যের পুরস্কার ‘এ’ সিরিজে ডাক।

প্যারা এশিয়াডে তিরন্দাজির রিকার্ভের ডাবলসে সোনা জয়ের পর হরবিন্দার সিং ও বিজয় সুন্দি। শুক্রবার নাগোয়ায়।

শিবরামকৃষ্ণণকে কোচ হিসেবে দেখতে চান সানি

মুম্বই, ২৩ অক্টোবর : আইপিএলে স্পিন বোলিং কোচ হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন প্রাক্তন লেগ স্পিনার লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণণ। এবার তাঁর সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার। নিজের কলামে সানি লিখেছেন, লক্ষ্মণের গভীর ক্রিকেট জ্ঞান তরুণ ভারতীয় স্পিনারদের জন্য দারুণ কাজে লাগতে পারে।

সম্প্রতি লখনউ সুপার জায়েন্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যাগ করে কোচ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ৬০ বছরের শিবরামকৃষ্ণণ। তাঁকে সমর্থন করে গাভাসকার লেখেন, ‘নিজের সময় শিবা একজন দুর্ধর্ষ বোলার ছিল, যে খেলাটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করত।’ ভারতের হয়ে ৯টি টেস্ট ও ১৬টি ওডিআই খেলা লক্ষ্মণ এখন পরিচিত ধারাভাষ্যকার। গাভাসকার মনে করেন, আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর উচিত প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। প্রবীন কুমার, পীযূষ চাওলা বা বলবিন্দার সিং সান্ধুর মতো প্রাক্তনদেরও কোচিংয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন সানি।

আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্মীরতন

কেরল ম্যাচে বাংলার প্রস্তুতি শুরু আজ

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ অক্টোবর : জোড়া জয় দিয়ে রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করেছে বাংলা। কল্যাণীতে হোম ম্যাচে দিল্লিকে হারিয়েছে। দিল্লিতে গিয়ে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধেও। ১২ পয়েন্ট নিয়ে এলিট ‘সি’ গ্রুপের শীর্ষস্থানে থাকা বাংলার লক্ষ্য এবার শচীন বেবি, জলজ সাক্সেনা সমৃদ্ধ কেরল-বধ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় মহম্মদ সামি সহ সদলবলে দিল্লি থেকে ‘ঈশ্বরের দেশ’ কেরলে পা রেখেছেন হেড কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। শনিবারই প্রস্তুতি শুরু। তারপর পিচ, পরিস্থিতি দেখে কেরল-বধের নীলনকশা তৈরিতে বসবে বাংলার থিংকট্যাংক। লক্ষ্মীরতন আত্মবিশ্বাসী গলায় জানিয়েছেন, দারুণ একটা ম্যাচ হতে চলেছে। জয়ের ধারা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর তাঁরা।

প্রথম দুই ম্যাচে বাড়তি স্পিনার নিয়ে খেলে সাফল্য এসেছে। কেরলের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা কী হবে, তা পিচ, পরিস্থিতি দেখেই ঠিক করবেন বলে জানিয়ে দিলেন বাংলার হেড কোচ। কেরলও বেশ ভালো ছন্দে রয়েছে। সঞ্জু স্যামসনকে না পেলেও প্রথম দুই ম্যাচ শেষে ৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তিন নম্বর স্থানে রয়েছে। শেষ ম্যাচে ওডিশাকে ইনিংসে পরাজিত করেছে। হোম অ্যাডভান্টেজের পুরো ফায়দা নিয়ে বাংলাকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে প্রস্তুত। আর সেই রসদ ভীষণভাবে রয়েছে দলের মধ্যে।

ওডিশা ম্যাচে ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগেই দাপট দেখিয়েছে কেরল। শচীন বেবির পাশাপাশি মহম্মদ আজহারউদ্দিন শতরান করেন। অভিজ্ঞ জলজের সঙ্গে বোলিংয়ে রয়েছেন আদিত্য সারওয়াতে, বৈশাখ চন্দ্রনরা। সুদীপ ঘরামি, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েলদের কাজটা সহজ হবে না। একইভাবে আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারের অনুপস্থিতিতে সামির ওপর নির্ভরশীল বাংলার বোলিং। সবমিলিয়ে উত্তেজক ম্যাচের হাতছানি। যে ম্যাচে বাংলার চোখ জয়ের হ্যাটট্রিকে শীর্ষস্থান দখলে রাখা।

বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জয় ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের

নাগোয়া, ২৩ অক্টোবর : শুক্রবার প্যারা এশিয়ান গেমসে ভারতের দাপট অব্যাহত। ঝুলিতে এল একাধিক সোনা। হল একাধিক বিশ্বরেকর্ডও। জ্যাভলিন থ্রোয়ে এল ‘ওয়ান টু থ্রি।’

সোনা জয়ের শুরুটা হয়েছিল তিরন্দাজি থেকে। দিনের শুরুতেই পুরুষদের রিকার্ভ ডাবলসে ভারতের হরবিন্দার সিং-সন্দীপ বিজয় জুটি দেশকে চলতি প্যারা এশিয়ান গেমসে ২২তম সোনাটি এনে দেন। এরপর প্যারা ব্যাডমিন্টন এসএল৩ ইভেন্টে পুরুষদের সিঙ্গলসে ভারতের নিশীথ কুমার আর এক ভারতীয় প্রমোদ ভগতকে ২১-১৮, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন।

পদক সংখ্যায় ১০০ পার

পুরুষদের সিঙ্গলসে এসএল৪ ইভেন্টে ভারতের নবীন শিবাকুমার দেশকে ২৪তম সোনাটি এনে দেন। এরপর পুরুষদের ৪০০ মিটার টি৬৪ ইভেন্টে বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন ভারতীয় অ্যাথলিট সন্দীপ। তিনি সময় নেন ৫২.২৮ সেকেন্ড। আগের রেকর্ডটি ছিল সৌদি আরবের নুর আলসানার দখলে। তিনি ৫২.৮১ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন। এদিন অবশ্য ৫৩.১৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপো পেয়েছেন নুর। ৫৩.৬১ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ভারতের অজয় কুমার। শুক্রবার সন্দীপের সোনা জয়ের সুবাদে ভারত পদক সংখ্যায় সেঞ্চুরি সম্পন্ন করে।

মহিলাদের ৫০ মিটার এয়ার রাইফেলের থ্রি পজিশনে সোনা জিতে উল্লাস মোনা আগরওয়ালের। শুক্রবার প্যারা এশিয়ান গেমসে।

নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন আর এক ভারতীয় অ্যাথলিট হানি সিং। পুরুষদের এফ৩৭/৩৮ ইভেন্টে ৬০.৪৯ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন তিনি। এর আগের রেকর্ডটি ছিল চিনের শিয়া ডংয়ের (৫৭.৮১ মিটার) দখলে। হানি, সন্দীপদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিশ্বরেকর্ড করে সোনা জেতেন ভারতীয় শুটার মোনা আগরওয়াল। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল এসএইচ১ ইভেন্টে বাজিমাত করেন তিনি। ফাইনালে মোনা স্কোর করেন ৩৫৭.৫ পয়েন্ট। তিনি ভেঙেছেন সুইডেনের অ্যানা বেনসনের ৩৫৬ পয়েন্টের নজির। এখানেই থামেননি মোনা। মহিলাদের ৫০ মিটার এয়ার রাইফেল ৩ পজিশনে এসএইচ১ ইভেন্টেও সোনা জিতেছেন তিনি।

এদিন সবচেয়ে বেশি চোখ ছিল তারকা প্যারালিম্পিকে দুইবারের সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার সুমিত আন্টিলের দিকে। পুরুষদের এফ৪২-৪৪/৬১-৬৪ ক্যাটিগোরিতে ব্যক্তিগত সেরা পারফরমেন্স করতে না পারলেও ৭২.৪৬ মিটার থ্রোয়ে হ্যাংঝৌয়ে জেতা সোনার পদক অনায়াসে রক্ষা করেন ২৮ বছরের সুমিত। তাঁর উচ্ছ্বাস আরও বেড়ে যায় এই ক্যাটিগোরিতে ভারত বাকি দুই পদক জিতে যাওয়ায়। মহেন্দ্র গুর্জর ৫৯.০৩ মিটার থ্রোয়ে রুপো জেতেন। ৬৪.৪৮ মিটার থ্রোয়ে ব্রোঞ্জ দখল করে নেন সন্দীপ সঞ্জয় সারগার।

প্যারা ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের ডবলসে এসএল৩-এসইউ৫ ইভেন্টে সোনা জিতেছেন ভারতের থুলাসিমাতি মুরুগেসন-মানসী গিরিশচন্দ্র।

টানা দ্বিতীয়বার সোনা জয়ের পর তেরঙা নিয়ে জ্যাভলিন থ্রোয়ার সুমিত আন্টিল।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **অনর্ঘ মজুমদার :** শুভ জন্মদিনের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ-দাদা। জলেশ্বরী, শিলিগুড়ি।

দুরন্ত লাল-হলুদের অ্যাটাক লাইন

দ্বিতীয় ম্যাচেও দাপটে জিতল ইস্টবেঙ্গল

ইন্টার কাশী-১ (নুঙ্গা-আত্মঘাতী)
ইস্টবেঙ্গল এফসি-৫ (র‍্যামিরেজ, বিষ্ণু, লোবা-২ পেনাল্টি-১ ও জোলিনস্কি)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : বেতন সমস্যার প্রতিবাদে অনুশীলন বয়কট এক জিনিস। কিন্তু তাতে যে ফুটবলারদের খেলার প্রতি সততা নষ্ট হয় না, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম দুই ম্যাচ। চার্চিল ব্রাদার্সের পর ইন্টার কাশীর বিপক্ষে ১-৫ গোলে দাপুটে জয় আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দলের।

> আমার সঙ্গে ইন্টার কাশীর ফুটবলারদের সম্পর্ক খুব ভালো। কিন্তু আমি ক্ষুব্ধ এই ক্লাবের বোর্ডের উপর। যারা এবার ইন্টার কাশীকে ২২ জন ফুটবলার সই করানোর অনুমতি দিয়েছে তাদের উপরেও ক্ষুব্ধ। গত মরশুমে আমরা পুরো বিনা বেতনে কাজ করেছি। এগুলো ঠিক নয়। আগের ফুটবলার, কোচ, কোচিং স্টাফদের টাকা না দিয়ে ওরা নতুন দল তৈরি করে কীভাবে?
>
> **-আন্তোনিও লোপেজ হাবাস**

পশ্চিম থেকে পুরো ৬ পয়েন্ট নিয়ে ফেরার থেকেও বড় কথা, এবারের ইস্টবেঙ্গলের চনমনে ভাবটা নজরে পড়ার মতো। অস্কার ব্রুজোঁ এই রকম ডাবল লেগ লিগ হলে কতটা কী করতে পারতেন, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু হাবাস ভারতীয় ফুটবল ও ফুটবলারদের চেনেন নিজের হাতের তালুর মতো। এই ইন্টার কাশীর কোচ ছিলেন তিনি। শেষদিকে সম্পর্কও খারাপ হয়ে যায়। হয়তো সেই শোধই তুললেন বর্তমান ছাত্রদের দিয়ে। এবারও ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের রেসেই থাকবে, এই কথা এখনই হলফ করে বলা যায়। আগের মরশুমের শেষ ম্যাচে এই ইন্টার কাশীর বিপক্ষেই এক গোলে পিছিয়ে পড়ে ২ গোল দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। এদিন দলে বেশকিছু পরিবর্তন যে তিনি করতে চলেছেন সেই ইঙ্গিত আগেই দেন লাল-হলুদ কোচ। সেইমতো তিনি শুরু থেকে নামিয়ে দেন আগের ম্যাচের গোল করা বিপিন সিং ও আকে আনর্উিদ লোবাকে। এছাড়াও রোহিত কুমার, পিভি বিষ্ণু ও হার্দিক ভাটকে রেখে দল সাজানোয় খেলার ধরনে খুব বেশি তারতম্য হয়নি। বরং আক্রমণে ধার বাড়ে এদিন বিপিন, লোবা, ড্যানি র‍্যামিরেজ, বিষ্ণু চতুর্ভুজে।

প্রথম গোল মাত্র ৮ মিনিটে। মহম্মদ বসিম রশিদ থেকে লোবার বাড়ানো বল ধরেই আলবিনো গোমসের মাথার উপর দিয়ে চিপ করে জালে পাঠান র‍্যামিরেজ। কাউন্টার অ্যাটাক থেকে গোলটা হওয়ায় প্রতীক চৌধুরী, জিতেন্দ্র সিংরা আর ফেরার সুযোগ পাননি। তবে ১৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটা আলবিনোর দোষে। লোবার তোলা বল থেকে বিষ্ণুর শট তাঁর বগলের তলা দিয়ে গলে যায়। ২২ মিনিটে লোবার পেনাল্টি থেকে নিজের প্রথম ও দলের ৩ নম্বর গোল। তার এক মিনিট আগে র‍্যামিরেজকে বক্সের মধ্যে ফেলে দেন ওয়েনে ভাজ। ৩৫ মিনিটে ফের লোবার গোলে ৪-১ গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। তার মিনিট সাতেক আগেই অবশ্য ইন্টার কাশী ম্যাচে তাদের একমাত্র গোলটা দেয়। আয়ুষ চিকারার শট লালচুংনুঙ্গার গায়ে লেগে গোলে যাওয়ায় রেফারি আত্মঘাতী গোল দেন। আয়ুষের আরও দুইটি শটের একটা পোস্টে লাগে ও অন্যটা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর বাইরে ইন্টার কাশীকে নিয়ে বাড়তি বলার মতো কিছু নেই।

এদিনের জয়ের ফলে ইস্টবেঙ্গলের দুই ম্যাচের পর পয়েন্ট ৬। আপাতত আইএসএল থেকে বিরতি নিয়ে ২৭ অক্টোবর ও ৩ নভেম্বর ওমানের আল সিবের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ও হোম ম্যাচ খেলবে তারা। নিশ্চিতভাবেই এই দুই বড় ব্যবধানের জয় হয়তো এসিএল টুয়েও ভালো ফল করতে সাহায্য করবে।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, হার্দিক, আনোয়ার, নুঙ্গা, জয়, বিষ্ণু, রোহিত কুমার, রশিদ (ইকোনোমেডিস), বিপিন (জিকসন), র‍্যামিরেজ (ডেভিড) ও লোবা (জোলিনস্কি)।

৮ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম গোল এনে দেওয়ার পর ড্যানি র‍্যামিরেজ। তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাস বিপিন সিংয়ের। পুনেতে।

হাসপাতালে কোম্পানি

মিউনিখ, ২৩ অক্টোবর : জ্বরের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আর্সেনাল ম্যাচের প্রাক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিলেন বায়ার্ন মিউনিখের কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি। তবে বুধবার রাতে ম্যাচের সময় বায়ার্নের ডাগআউটে বসেছিলেন তিনি। কিন্তু শুক্রবার দলের অনুশীলনের সময় হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে পড়েন ৪০ বছরের কোম্পানি। তাঁকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তিনি ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

বায়ার্নের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ক্লাবের মূল দলের সঙ্গে রিজার্ভ টিমের অনুশীলন চলছিল। মাঠেই ভিনসেন্ট কোম্পানি অজ্ঞান হয়ে যান। হাসপাতালে তাঁর কিছু টেস্ট হয়েছে। বর্তমানে অবস্থা স্থিতিশীল। কোম্পানিকে ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তিনি সুস্থ হয়ে না ফেরা পর্যন্ত কোচিং স্টাফরা দল সামলাবে।' রবিবার বুন্দেশলিগায় ফ্রেইবার্গের মুখোমুখি হবে বায়ার্ন। এই প্রসঙ্গে বায়ার্নের স্পোর্টিং ডিরেক্টর ম্যাক্স এবেরেল বলেছেন, 'ভিনসেন্ট কোম্পানির স্বাস্থ্য আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমরা তাঁর দ্রুত সুস্থতা নিশ্চিত করতে সবরকম চেষ্টা করব। ভিনসেন্ট প্রয়োজনীয় সমস্ত চিকিৎসা ও সহায়তা পাবেন এবং তাঁর যতটুকু সময় প্রয়োজন, তা দেওয়া হবে। তাঁর কোচিং টিম, যাঁদের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে, তারা তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। বায়ার্নের প্রত্যেকে কোম্পানির দ্রুত আরোগ্য কামনা করে।'

শেষ চারে সিন্ধু, বিদায় অস্মিতার

প্যারিস, ২৩ অক্টোবর : ফ্রেঞ্চ ওপেন ব্যাডমিন্টনে ভারতের পতাকা বইছেন পিভি সিন্ধু। মহিলাদের সিঙ্গলসে তিনি শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছেন। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধু ২১-১৩, ২১-১৪ পয়েন্টে জিতেছেন চাইনিজ তাইপের চিউ পিন-চিয়ানের বিরুদ্ধে। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে সিন্ধুর চ্যালেঞ্জার জাপানের হিনা আকেচি। জাপানেরই নোজোমি ওকুহারার বিরুদ্ধে হেরে অস্মিতা চালিহা প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে অস্মিতা হেরে যান ১০-২১, ২১-১৭ ও ১৬-২১ পয়েন্টে।

সেমিফাইনালে নন্দঝাড়, অনিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : কোল ইন্ডিয়ার সিআইএল কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল নন্দঝাড় ছাত্রসমাজ ও অনিল ফুটবল অ্যাকাডেমি। মঙ্গলবার দুইটি সেমিফাইনাল ও বুধবার ফাইনাল পুরুলিয়াতে অনুষ্ঠিত হবে। জোনাল পর্যায়ের ফাইনালে ছেলেদের বিভাগে নন্দঝাড় ১-০ গোলে রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ারকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা ইমানুয়েল মার্ডি। তৃতীয় হয়েছে মালদার মানিকোর হাইস্কুল।

মেয়েদের ফাইনালে অনিল ২-১ গোলে কোচবিহারের শীতলকুচির বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা সঞ্জনা কেরকেট্টা। তৃতীয় হয়েছে বিবেকানন্দ বিদ্যালয়। চতুর্থ হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমি।

শতরানের পর প্রতিকা রাওয়াল (বাঁয়ে)। ৪ উইকেট নিয়ে জিম্বাবোয়েকে ভাঙলেন নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি। শুক্রবার।

প্রতিকার শতরানে সহজ জয় স্মৃতিদের

ভদোদরা, ২৩ অক্টোবর : গত বছরের ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের পর দ্বিতীয় সিরিজ, আট মাস বাদে ওডিআইয়ে নেমেছিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। সেটাও আবার নতুন অধিনায়কের অধীনে। তবে কোনও রকম জড়তা নয়, শুক্রবার জিম্বাবোয়েকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে তিন ম্যাচের ওডিআইয়ে সিরিজে অভিযান শুরু করল স্মৃতি মান্ধানা ব্রিগেড।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রাউন্ড রবিন লিগের শেষ ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পাওয়ায় বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন প্রতিকা রাওয়াল। তাঁর জায়গায় সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ওপেন করেন শেফালি ভার্মা। চোট সারিয়ে ফেরার পর এদিন প্রথমবার শতরান করলেন ২৬ বছরের প্রতিকা (অপরাজিত ১০০)। মান্ধানার পর দ্বিতীয় ভারতীয় ওপেনার হিসেবে ওডিআইয়ে অন্তত তিনটি সেঞ্চুরি হয়ে গেল প্রতিকার। তবে এদিন ভদোদরার কোটাম্বি স্টেডিয়ামে জিম্বাবোয়েকে ১৯৭ রানে গুটিয়ে দেওয়ার মূল কারিগর ভারতীয় বোলাররা। দ্বিতীয় ওভারে যার শুরুটা হয় পেসার ক্রান্তি গৌড়ের (৪২/৩) হাত ধরে। ক্রান্তি ও নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণির (২৩/৪) পেস-স্পিন ককটেলের সামনে বিলাভড বিজা (৬২) ছাড়া জিম্বাবোয়ের কোনও ব্যাটার সুবিধা করতে পারেননি। শ্রী চরণিদের যোগ্য সংগত করেন সহ অধিনায়ক দীপ্তি শর্মা (৪৪/২)। অসমের দ্বিতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে এদিন আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় পেসার জিনতিমণি কলিতার (২৩/০)।

> আজ ব্যাটিং করতে যাওয়ার আগে টিভিতে নিউজিল্যান্ড ম্যাচের হাইলাইটস দেখছিলাম। সেই ম্যাচে শতরান করেছিলাম। ভাবলাম, এই ইনিংস অনুপ্রেরণা জোগাবে। চোটের পর কঠিন সময় কাটিয়েছি। অবশেষে দল ফিরে রান পেয়ে ভালো লাগছে। আজকের ইনিংস মোটেও পারফেক্ট ছিল না। তবে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি।
>
> **-প্রতিকা রাওয়াল**

বোলারদের তৈরি মঞ্চে সহজ জয় আনেন প্রতিকা। ওপেনিংয়ে অধিনায়ক স্মৃতির (৩২) সঙ্গে ৯৪ রানের পার্টনারশিপে টোন সেট করে দেন তিনি। অর্ধশতরানে পৌঁছানোর পর প্রতিকা কিছুটা স্লো হয়ে গেলেও ওডিআই কেরিয়ারে দ্বিতীয়বার তিন নম্বরে নামা শেফালি (৩৩ বলে অপরাজিত ৬৪) শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন। শেফালি সবচেয়ে বেশি নির্দয় ছিলেন জিম্বাবোয়ের স্পিনার ওলিভার চারের (৫৮/১) উপর। চারের থেকে ১৯ বলে ৪৩ রান নেন শেফালি। টানা চারটি চারে প্রতিকা শতরান সম্পূর্ণ করার পর শেফালি বাউন্ডারিতে ম্যাচ ফিনিশ করেন। ভারত ২৭.১ ওভারে মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে ২০০ রান তুলে নেয়।

স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জোর সঙ্গে উত্তর স্পেনে 'প্রিসেন্স অফ অস্ট্রিয়াস' পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চলেছেন লিওনেল মেসি। শুক্রবার। -পিটিআই

আগামী সপ্তাহ থেকে অনুশীলনে মহমেডান

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের সূচি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। এখনও অনুশীলন শুরু করেনি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। নয়া কোচের নামও চূড়ান্ত হয়নি। ফুটবলারদের বেতন সমস্যা তো আছেই। তবে শোনা যাচ্ছে, সোমবার থেকেই হয়তো প্রস্তুতিতে নামতে পারে সাদা-কালো শিবির। আপাতত শাহিদ রামনের হাতে কোচের দায়িত্ব থাকতে চলেছে। মহমেডানের প্রথম ম্যাচ কল্যাণীতে আগামী ৩১ অক্টোবর। প্রতিপক্ষ শিলং লাজং এফসি।

আইএফএ-র বিশেষ সভা : সামনেই সংস্থার নির্বাচন। সেটাকে মাথায় রেখে শনিবার আইএফএ-র বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামীকাল আসন্ন নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হতে পারে।

লাল ম্যাঞ্চেস্টারে আসন টলমল ক্যারিকের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ অক্টোবর : গত মরশুমের মাঝপথে মাত্র পাঁচ ম্যাচের জন্য কেয়ারটেকার কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মজার বিষয় হল, একবারও হারের মুখ দেখেননি মাইকেল ক্যারিক। পুরস্কার হিসেবে ২০২৮ সাল পর্যন্ত ক্যারিককে পূর্ণ সময়ের কোচ করেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। কিন্তু চলতি মরশুমে ছবিটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। ক্যারিকের কোচিংয়ে গত সাত ম্যাচে জয়হীন লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ফলে ইউনাইটেড ম্যানেজমেন্টের ধৈর্যের বাঁধ একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করেছে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আসন টলমল করছে ক্যারিকের।

নতুন কোচের দৌড়ে এগিয়ে নাগেলসম্যান

মরশুমের শুরুটাই হয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে হাল সিটির বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত হার দিয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে হারের পর ক্যারিকের একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, ব্রুনো ফার্নান্ডেজদের মতো দলের প্রথমসারির তারকারা সরব হয়েছিলেন। গত ম্যাচে দুর্বল কোমোর বিরুদ্ধে ৪-১ গোলের লজ্জাজনক হারে ক্যারিকের আরও একবার মুখ পুড়েছে। রবিবার ইপিএলে এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে হোম ম্যাচে কোচের হটসিটে ক্যারিককেই দেখা যাবে। কিন্তু একাধিক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের মতে, আগামী দুই-তিনটি ম্যাচ এদিক-ওদিক হলে ইউনাইটেড ম্যানেজমেন্ট ক্যারিকের সঙ্গে 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক' সেরে ফেলতে দ্বিধা করবেন না।

এবার প্রশ্ন হল, ক্যারিক সরলে তাঁর জায়গায় কে আসবেন? দৌড়ে হঠাৎই সবার আগে চলে এসেছেন বায়ার্ন মিউনিখ ও জার্মানির প্রাক্তন কোচ হুলিয়ান নাগেলসম্যান। চলতি বছরের বিশ্বকাপে জার্মানির দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে রাউন্ড অফ ৩২-এ জার্মানি বিদায় নেওয়ার পর থেকে নাগেলসম্যান ফাঁকাই রয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, নাগেলসম্যান নিজেও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। নাগেলসম্যানের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছেন ইউনাইটেডের হেড অফ রিক্রুটমেন্ট ক্রিস্টোফার ভিভেল। ফলে ক্যারিক সরলে তাঁর জায়গায় নাগেলসম্যানের আগমন, একেবারেই অবাস্তব নয়। ইউনাইটেডের 'উইশ লিস্ট'-এ অ্যাস্টন ভিলার কোচ উনাই এমেরিও রয়েছেন। কিন্তু 'মিস্টার ইউরোপা লিগ' এমেরির সঙ্গে অ্যাস্টন ভিলার লম্বা চুক্তি রয়েছে। এমনকি বর্তমানে ইপিএলের পয়েন্ট টেবিলেও ইউনাইটেডের চেয়ে এগিয়ে ভিলা। এই অবস্থায় ইউনাইটেড কর্তারা এমেরিকে রাজি করাতে পারবেন কি না, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। নাগেলম্যান, এমেরি ছাড়াও আন্তোনিও কন্তে, এডি হাউয়ের দিকে নজর রয়েছে ইউনাইটেডের।

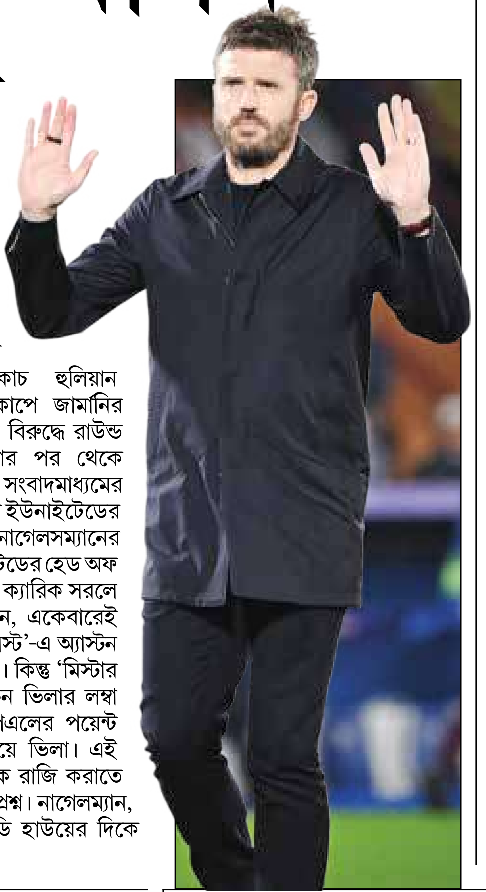

স্কোরবোর্ড

জিম্বাবোয়ে

মুপাচিকউয়া ক ক্রান্তি বো শ্রী চরণি	২৫
ফিরি ক ও বো ক্রান্তি	১
চিপো এলবিডব্লিউ বো শ্রী চরণি	২১
বিজা ক স্মৃতি বো ক্রান্তি	৬২
মেয়ার্স ক সাতঘারে বো দীপ্তি	৮
গুয়ানজুরা ক ও বো শ্রী চরণি	১৩
ধুরুরু বো ক্রান্তি	১০
মাভুঙ্গা ক কলিতা বো শ্রী চরণি	২৯
সিবান্দা এলবিডব্লিউ বো শেফালি	২
মাকুশা বো দীপ্তি	১০
চারে অপরাজিত	৪
অতিরিক্ত	**১২**
মোট (অল আউট, ৪৯.৫ ওভার)	**১৯৭**

উইকেট পতন : ৩/১, ৪৬/২, ৫৫/৩, ৭০/৪, ১১৩/৫, ১৪০/৬, ১৮০/৭, ১৮৩/৮, ১৮৩/৯, ১৯৭/১০।

বোলিং : ক্রান্তি ১০-১-৪২-৩, সাতঘারে ৭-০-৩৩-০, কলিতা ৫-০-২৩-০, শ্রী চরণি ১০-৩-২৩-৪, দীপ্তি ৯.৫-১-৪৪-২, শেফালি ৮-০-২৮-১।

ভারত

প্রতিকা অপরাজিত	১০০
স্মৃতি ক বিজা বো চারে	৩২
শেফালি অপরাজিত	৬৪
অতিরিক্ত	**৪**
মোট (১ উইকেট, ২৭.১ ওভার)	**২০০**

উইকেট পতন : ৯৪/১।

বোলিং : সিবান্দা ২-০-২০-০, গুয়ানজুরা ২.১-০-২২-০, মাভুঙ্গা ২-০-১৯-০, মাকুশা ৫-০-২৫-০, ফিরি ৫-০-২৮-০, চারে ৭-০-৫৮-১, বিজা ৪-০-২৮-০।

ম্যাচের সেরা : প্রতিকা রাওয়াল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন ধারওয়াড়-এর এক বাসিন্দা

কর্ণাটক, ধারওয়াড় - এর একজন

বাসিন্দা পূজা মুকেশ কুমার জৈন - কে 29.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88L 51019 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির এই বিশাল পুরস্কারের মাধ্যমে প্রত্যেক নারীর স্বাধীন হওয়ার এবং প্রিয়জনদের ভরণপোষণের স্বপ্ন খুব ভালোভাবে পূরণ হতে পারে। এই জয় আমার সেই স্বপ্নকে সত্যি করেছে। আমি এখন খুবই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

এশিয়ান টিটিতে পদক নিশ্চিত ভারতের

তাসখন্দ, ২৩ অক্টোবর : এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে শুক্রবার মিক্সড ডাবলসে পদক নিশ্চিত করল ভারত।

এদিন ভারতের হরমিত দেশাই-যশস্বিনী ঘোড়পাড়ে দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক গ্যাং হিয়ন-লি দাউন জুটিকে ৩-২ গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন। সেইসঙ্গে তাঁরা ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে নয়া ইতিহাস তৈরি করেন। ৭২ বছর পর এই প্রতিযোগিতায় মিক্সড ডাবলস থেকে পদক পেতে চলেছে ভারত। এর আগে ১৯৫৪ সালে শেষবার এশিয়ান টিটিতে মিক্সড ডাবলস পদক এসেছিল। সেমিফাইনালে হরমিতরা খেলবেন জাপানের সোরা মাতসুসিমা-মিওয়া হারিমোতোর বিরুদ্ধে। হরমিতরা শেষ চারে উঠলেও মিক্সড ডাবলসে অপর ভারতীয় জুটি সিন্ড্রেলা দাস-পায়াস জৈন কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে।

এশিয়ান টেবিল টেনিস সেমিফাইনালে উঠেছেন হরমিত দেশাই-যশস্বিনী ঘোড়পাড়ে।

ইংল্যান্ডের কোচিংয়ে স্বদেশিদের চান ফ্লেমিং

লন্ডন, ২৩ অক্টোবর : নিজে একজন কিউয়ি হয়েও স্টিফেন ফ্লেমিং মনে করেন, ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব কোনও ইংরেজের হাতেই থাকা উচিত। ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ হিসেবে কাজ শুরু করবেন তিনি। তবে তাঁর মতে, ইংল্যান্ডে স্বদেশি কোচ গড়ে তোলাই তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

বিবিসি রেডিওকে ফ্লেমিং বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি জাতীয় দলের কোচিং জাতীয় প্রতিনিধিদের হাতেই থাকা উচিত।' গত দুই দশকে ইংল্যান্ড দলে স্বদেশি কোচের সংখ্যা বেশ কম। পিটার মুরস এবং ক্রিস সিলভারউড ছাড়া ডানকান ফ্লেচার, অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, ট্রেভর বেলিস এবং ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের মতো ভিনদেশি কোচরাই টেস্ট দলের দায়িত্ব সামলেছেন। তবে ফ্লেমিংয়ের সাপোর্ট স্টাফে মার্কাস ট্রেসকোথিক, জেমস ফস্টার এবং রিচার্ড ডসনের মতো ইংরেজরা রয়েছেন। কাউন্টি কোচ এবং প্রাক্তন ইংরেজ ক্রিকেটারদের জাতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত করতে চান ফ্লেমিং।